পুরুলিয়ায়
গীতাঞ্জলি
ফরেস্ট রিট্রিট
পাহাড় আর সবুজের মাঝে এক অপরূপ ডেস্টিনেশন

দুরন্ত বার্তা

সুচিকিৎসা
মাসিক স্বাস্থ্য পত্রিকা
দামঃ ১৫ টাকা
পত্রিকা সংগ্রহ করতে আজই নিকটবর্তী এজেন্টের সাথে যোগাযোগ করুন।

১ ইন্টারনেট সংস্করণ http://durantbarta.com কলকাতা Volume No. 30, Issue No.: 326 Friday, 31 October, 2025 ✻ ৩০ বর্ষ, ৩২৬ সংখ্যা ✻ ১৩ কার্তিক ১৪৩২, শুক্রবার, ৩১ অক্টোবর ২০২৫ ✻ আজ ৮ পাতা ✻ মূল্য- ৩ টাকা

কাট্টা, ক্রুরতা, কটুতা, কুশাসন ও কোরাপশন নিয়ে তৈরি কংগ্রেস-আরজেডি, বললেন মোদি

সংবাদ সংস্থা, মুজফফরপুর, ৩০ অক্টোবরঃ রাহুল গান্ধির প্রচারের পরদিনই মুজফফরপুরে এসে কংগ্রেস এবং রাষ্ট্রীয় জনতা দলের গুন্ডারাজ নিয়ে তোপ দাগলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। বিহারের মূল উৎসব ছট পুজো নিয়েও রাজনীতির পাশা চালেন মোদি। তিনি বৃহস্পতিবার বলেন, ছট উৎসবকে ইউনেস্কোর ঐতিহ্যবাহী উৎসবের তকমা দেওয়ার চেষ্টা চালাচ্ছেন তিনি। লালুপ্রসাদ যাদবের গুন্ডারাজের তুলনা টেনে মোদি আরও বলেন, ''কংগ্রেস ও আরজেডি পাঁচটি ক-এর উপর দাঁড়িয়ে রাজনীতি করে। সেই পাঁচটি ক হল- কাট্টা, ক্রুরতা, কটুতা, কুশাসন ও কোরাপশন।' মোদি ব্যাখ্যা দিয়ে বলেন, ''যেখানে কাট্টা (দেশি ওয়ানশটার) আছে, সেখানেই ক্রুরতা জন্ম নেয়। আর সেখান থেকেই তৈরি হয় আইনশৃঙ্খলার ভেঙে পড়া।'' মোদি লালু জমানার দৃষ্টান্ত দিয়ে বলেন, ''৩৫-৪০ হাজার অপহরণ হয়েছিল একসময় এই রাজ্যে। গুন্ডারা গাড়ির শোরুম লুট করে

বেড়াত। কারণ তাদের পিছনে ছিল সরকার। আরজেডি-কংগ্রেসের সমাবেশে যে গান বেজেছে তাতে কাট্টা-দোনালির মতো অস্ত্রের কথা রয়েছে। কেউ কল্পনা করতে পারে!'' আরজেডি এবং কংগ্রেসের সম্পর্ককে তেল-জলের সম্পর্ক বলে বর্ণনা করেন প্রধানমন্ত্রী। ''আর ওদের মিলজুল হয়েছে কেবল ক্ষমতা দখলের জন্য। যাতে ওরা দুজনে মিলে বিহারকে আবার লুট করতে পারে। রাজ্যের বিভিন্ন জায়গা থেকে যে খবর আসছে, তাতে দেখা যাচ্ছে এদের মধ্য ফাটল চওড়া হচ্ছে। বিভিন্ন সমীক্ষা রিপোর্ট বলছে, বিধানসভা ভোটে আরজেডি লজ্জার হার হারবে। ফলে ওদের সব প্রতিশ্রুতিই অবাস্তবে পরিণত হবে। ওরা ক্ষমতায় বসার জন্য ছটি মাইয়াকেও রাজনীতিতে টেনে আনছে। আমার সরকার ছট উৎসবকে ইউনেস্কোর হেরিটেজ তকমা পাওয়ানোর চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে।'' রাহুল গান্ধির নাম না করেই মোদিকে নিয়ে তাঁর অভিযোগ খণ্ডন করে বলেন, ''আপনারাই দেখুন ভোটের জন্য কত নীচে নামতে পারে এরা। এটা শুধু আমাকে অপমান নয়, বিহারের মানুষের ভক্তিকে অশ্রদ্ধা করা।'' মুজফফরপুরের পর ছাপরাতেও একটি বিশাল জনসভা করেন প্রধানমন্ত্রী। এখানেও তিনি বলেন, ''কংগ্রেস সুপরিকল্পিতভাবে আরজেডির ক্ষতি করতে নেমেছে। আরজেডির মুখ পুড়িয়ে দিতে চক্রান্ত করছে ওরা। অনুপ্রবেশকারীদের আস্তানা করে দিতে ওরা ওদের রাজনৈতিক শক্তি কাজে লাগাচ্ছে। কিন্তু আমরা বলে দিচ্ছি, একটিও অনুপ্রবেশকারীকে এদেশে থাকতে দেব না।''

এনআরসি আতঙ্কে রাজ্যে দু'জনের মৃত্যু! মমতার প্রশ্ন

'এই মাটিতেই জন্ম, তবু প্রমাণ দিতে হবে?'

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ৩০ অক্টোবরঃ নাগরিকত্ব যাচাইয়ের নামে আতঙ্ক ছড়াচ্ছে বিজেপি, ফের বিস্ফোরক মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁর অভিযোগ, নির্বাচন কমিশনের ঘোষণার মাত্র ৭২ ঘণ্টার মধ্যেই একের পর এক দুঃখজনক ঘটনা ঘটছে রাজ্যে। এখনও পর্যন্ত আতঙ্কে মৃত্যু হয়েছে দু'জনের। আশঙ্কাজনক আরও একজন। বৃহস্পতিবার এ ব্যাপারে সোশ্যাল মাধ্যমে কমিশন এবং বিজেপিকে আক্রমণ করে মুখ্যমন্ত্রী লিখেছেন, 'আমরা প্রত্যক্ষ করছি বিজেপির ভয়, বিভাজন ও ঘৃণার রাজনীতির মর্মান্তিক পরিণতি।' তিনি টুইটে জানান, ২৭ অক্টোবর খড়দহের পানিহাটির প্রদীপ কর (৫৭) আত্মহত্যা করেন। চিঠিতে লেখেন, 'আমার মৃত্যুর জন্য দায়ী এনআরসি।' এসআইআর প্রক্রিয়ায় হয়রানির আতঙ্কে ২৮ অক্টোবর কোচবিহারের দিনহাটার এক প্রবীণ

ব্যক্তি জীবন শেষ করার চেষ্টা করেন। আর তারপর আজ, বৃহস্পতিবার পশ্চিম মেদিনীপুরের ক্ষিতিশ মজুমদার (৯৫) ইলামবাজারে আত্মহত্যা করেন- আশঙ্কা, তাঁর জমি কেড়ে নেওয়া হবে, তাঁর অস্তিত্বই প্রশ্নের মুখে পড়বে। এরপরই অমিত শাহকে নিশানা করে মমতার তীব্র প্রশ্ন, 'রাজনৈতিকভাবে সৃষ্ট এই মৃত্যুর দায় কে নেবে? কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী কি দায়িত্ব নেবেন? সত্যটা স্বীকার করার সসাহস কি আছে বিজেপির?' তিনি আরও লিখেছেন, 'যিনি সারাজীবন এই মাটিতে জীবন কাটালেন, তাঁকে আজ প্রমাণ দিতে হচ্ছে- তিনি এই মাটিরই সন্তান! এর চেয়ে বড় মানবতার বিশ্বাসঘাতকতা আর কী হতে পারে?' জনগণকে শান্ত থাকার আহ্বান জানিয়ে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, 'কেউ উত্তেজিত হবেন না, কেউ চরম পদক্ষেপ নেবেন না। মা-মাটি-মানুষ সরকার আপনাদের পাশে আছে। এনআরসি বাংলায় কোনও ভাবেই কার্যকর হতে দেব না- না সামনে দিয়ে, না পেছনের দরজা দিয়ে।' শেষে তাঁর হুঁশিয়ারি, 'একজনও বৈধ নাগরিকের নাম আমরা থাকতে বাদ দিতে দেব না। মানুষের অধিকার রক্ষায় শেষ রক্তবিন্দু পর্যন্ত আমরা লড়ব।'

'সরকার ফেলতেই দিল্লিতে দাঙ্গা'

সংবাদ সংস্থা, নয়া দিল্লি, ৩০ অক্টোবরঃ দিল্লি দাঙ্গা দিয়ে চাঞ্চল্যকর দাবি। দিল্লি পুলিশ দাবি করল, ২০২০ সালের দিল্লি দাঙ্গা আসলে এক ষড়যন্ত্র ছিল। ওই দাঙ্গা স্বতঃস্ফূর্ত আন্দোলন ছিল না, বরং পরিকল্পিতভাবে সরকার বদলের অভিযান ছিল। সুপ্রিম কোর্টে এই হলফনামাই জমা দিতে চলেছে দিল্লি পুলিশ। উমর খালিদ, শারজিল ইমাম, মিরন হায়দার, গুলফিসা ফতিমা সহ দিল্লি দাঙ্গায় অভিযুক্তদের জামিনের বিরোধিতা করতে চলেছে দিল্লি পুলিশ। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, হলফনামায় বলা হয়েছে, ২০২০ সালের দাঙ্গা, যা গোটা দেশকে নাড়িয়ে দিয়েছিল, তা কোনও স্বতঃফূর্ত আন্দোলন বা জনতার ক্ষোভ ছিল না। এটা সুপরিকল্পিত ষড়যন্ত্র ছিল দেশের শান্তি বিঘ্নিত করা এবং বিশ্বের কাছে ভারতের ভাবমূর্তি নষ্ট করার। প্রসঙ্গত, সম্প্রতিই দিল্লি হাইকোর্ট উমর খলিদ ও অন্যান্যদের জামিন দিতে অস্বীকার করে। ২০২০ সালের দিল্লি দাঙ্গার পর অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে বেআইনি কার্যকলাপ প্রতিরোধ আইনে মামলা দায়ের করা হয়েছিল। পুলিশ হলফনামায় জানিয়েছে, তারা প্রতক্ষ্যদর্শী ও সাক্ষীদের বয়ান রেকর্ড করেছে, প্রয়োজনীয় নথি ও টেকনিক্যাল প্রমাণ সংগ্রহ করেছে যা সাম্প্রদায়িক গভীর ষড়যন্ত্রের সঙ্গে অভিযুক্তদের যোগসূত্র স্থাপন করেছে। পুলিশের দাবি, নাগরিকত্ব সংশোধনী আইনকে কেন্দ্র করে ওই অশান্তি-দাঙ্গা পরিকল্পনামাফিকই তৈরি করা হয়েছিল দেশের ঐক্য ও সার্বভৌমত্বের উপরে আঘাত হানতে। সূত্রের খবর, হলফনামায় দিল্লি পুলিশ আরও উল্লেখ করেছে যে ঠিক সেই সময়ই দাঙ্গা-অশান্তি শুরু হয়েছিল, যখন প্রথমবার মার্কিন প্রেসিডেন্ট হওয়ার পর ডোনাল্ড ট্রাম্প ভারত সফরে আসছিলেন। এই গোটা পরিকল্পনাই করা হয়েছিল আন্তর্জাতিক মহলের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে এবং বিশ্বের কাছে ভারতের খারাপ ভাবমূর্তি তৈরি করতে। সেই কারণেই অত্যন্ত সুচারুভাবে সিএএ ইস্যু বেছে নেওয়া হয়েছিল। শান্তিপূর্ণ আন্দোলনের নামে উগ্রবাদকেই উৎসাহ দেওয়ার ছক ছিল। উমর খলিদ, শারজিল ইমাম, মিরান হায়দর, গুলফিসা ফতিমা সহ অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে পুলিশ ইচ্ছাকৃতভাবে বিচারপ্রক্রিয়ায় দেরি করানোর অভিযোগ আনা হয়েছে। তারা তদন্তে অসহযোগিতা করেছে বলেই অভিযোগ পুলিশের। হলফনামা অনুযায়ী, অভিযুক্তরা নিম্ন আদালতকে চার্জ গঠনে বাধা দেওয়ার ক্রমাগত প্রচেষ্টা চালিয়ে গিয়েছিল। তদন্তে এত দেরি হওয়ার পিছনেও অভিযুক্তদের হাত রয়েছে, তদন্তকারী সংস্থার নয়। এই ধরনের সন্ত্রাসবাদের সঙ্গে যুক্ত কার্যকলাপের ক্ষেত্রে 'জেল নো বেল' অর্থাৎ জামিন না দিয়ে জেলে রাখাই নিয়ম হওয়া উচিত বলে উল্লেখ করেছে দিল্লি পুলিশ। হলফনামায় আরও বলা হয়েছে যে অভিযুক্তরা নিজেদের নির্দোষ প্রমাণ করতে ব্যর্থ হয়েছে। অপরাধ এতটাই গুরুতর যে শুধুমাত্র বিচারপ্রক্রিয়ায় দেরি হওয়ার কারণে তাদের ছেড়ে দেওয়া যায় না। যদি অভিযুক্তরা সহযোগিতা করে, তাহলো ১০০-১৫০ জন সাক্ষীর সাক্ষ্য প্রমাণ ও বিচার করা সম্ভব। পুলিশের সংগ্রহ করা প্রমাণে ডোনাল্ড ট্রাম্পকে নিয়ে চ্যাট তুলে ধরা হয়েছে।

জেল থেকে বেরিয়েই প্রতারণা, স্বর্ণকারের ৩৮০ গ্রাম সোনার গয়না হাতিয়ে আবার গ্রেফতার যুবক

নিজস্ব প্রতিনিধি, মুর্শিদাবাদ, ৩০ অক্টোবরঃ প্রতারণার ফাঁদ পেতে এক স্বর্ণ ব্যবসায়ীর কাছ থেকে ৩৮০ গ্রাম সোনার অলংকার হাতানোর অভিযোগে গ্রেফতার হল এক যুবক। এই ঘটনায় আলোড়ন পড়েছে নওদা থানার কিশোরীতলা এলাকায়। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, নওদার কিশোরীতলার বাসিন্দা

হাবিব শেখ ওরফে বান্টির সঙ্গে নদিয়ার প্রহ্লাদ বিশ্বাস নামে এক স্বর্ণ ব্যবসায়ীর সামাজিক মাধ্যমে পরিচয় হয়। সেই পরিচয় গাঢ় হতেই নিজেকে স্বর্ণ ব্যবসায়ী হিসেবে পরিচয় দেয় ওই যুবক। এরপর প্রহ্লাদবাবুকে জানায়, তারও সোনার দোকান রয়েছে। তাঁরা আদানপ্রদান করতে পারেন। এরপরেই সোনা কিনবেন জানিয়ে প্রহ্লাদবাবুকে মুর্শিদাবাদে ডেকে পাঠান। ওই যুবককে বিশ্বাস করে প্রহ্লাদবাবু ৩৮০ গ্রাম সোনার গয়না নিয়ে নদিয়া থেকে মুর্শিদাবাদে আসেন। প্রহ্লাদবাবুর অভিযোগ, তাঁর বাড়িতে সোনা হস্তান্তরের পর তাঁকে ঘরে বসিয়ে রেখে হাবিব বাড়ি থেকে বেড়িয়ে যায়। কিছুক্ষণ পরে ফিরে এসে জানায়, ওই সোনা নকল। প্রহ্লাদবাবু বুঝতে পারেন তিনি প্রতারণার শিকার হয়েছেন। সঙ্গে সঙ্গে নওদা থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন প্রহ্লাদবাবু। অভিযোগের ভিত্তিতে নওদা থানার ওসি কাউসার হোসেন মণ্ডলের নেতৃত্বে পুলিশ তদন্তে নামে। দ্রুত অভিযান চালিয়ে হাবিব শেখ ওরফে বান্টিকে গ্রেফতার করে পুলিশ। জিজ্ঞাসাবাদের পর তার হেফাজত থেকেই উদ্ধার হয় খোয়া যাওয়া ৩৮০ গ্রাম আসল সোনার অলংকার। বেলডাঙার এসডিপিও উত্তম গড়াই বলেন, ''লিখিত অভিযোগ পাওয়ার পর আমাদের টিম তখনই তৎপর হয়। মাত্র সাত-আট ঘণ্টার মধ্যেই অভিযুক্তকে গ্রেফতার করে। চুরি হওয়া সোনার গয়না উদ্ধার করা সম্ভব হয়েছে। এখন আদালতের নির্দেশ পাওয়ার পরেই ওই সোনা প্রহ্লাদবাবুর হাতে তুলে দেওয়া হবে।'' এই পুলিশকর্তা জানান, ধৃত হাবিব শেখের বিরুদ্ধে এর আগেও একাধিক প্রতারণা ও সোনা চুরির অভিযোগ রয়েছে। দেড় কোটি টাকার সোনা চুরির অভিযোগে গ্রেফতার হয়ে জেলে ছিল হাবিব শেখ। বেরিয়ে আবার একই কাজকর্ম শুরু করেছে সে। ধৃত হাবিব শেখকে বৃহস্পতিবার বহরমপুর জেলা আদালতে তোলা হয়। ১০ দিনের হেফাজত চেয়ে আদালতে আবেদন জানিয়েছে পুলিশ। এই ঘটনার সঙ্গে আরও কেউ জড়িত রয়েছেন কিনা তদন্তকারীরা তা খতিয়ে দেখছেন।

'শূন্যপদ পূরণ হবে, খোলা হবে প্লেসমেন্ট সেল'

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ৩০ অক্টোবরঃ বিশ্ববিদ্যালয় কখনও বিতর্কের কেন্দ্র হতে পারে না। বৃহস্পতিবার কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের স্থায়ী উপাচার্য হিসাবে দায়িত্বগ্রহণ করলেন আশুতোষ ঘোষ। সোমবার তিনি দেখা করেছিলেন আচার্য তথা রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোসের সঙ্গে। আর এদিন দীর্ঘ টালবাহানা পেরিয়ে অবশেষে শহরের অন্যতম শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের দায়িত্ব নিলেন তিনি। বার্তা দিলেন বিতর্ক থেকে দূরে থেকে আসল কাজে মন দেওয়ার। বার্তা দিলেন বিশ্ববিদ্যালয়ের খোলনলচেও বদলে দেওয়ার। উপাচার্য আশুতোষ ঘোষের কথায়, ''বিশ্ববিদ্যালয়ে একাধিক শূন্যপদ রয়েছে। শিক্ষক, ক্লার্ক, অফিসার পদ দীর্ঘদিন ফাঁকা পড়ে রয়েছে। সেগুলিকে কীভাবে পূরণ করা যায় সেটা দেখতে হবে। একটা বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষকদের পোস্টই যদি ফাঁকা পড়ে থাকে, তা হলে সেই সংশ্লিষ্ট শিক্ষা প্রতিষ্ঠানটি উৎকর্ষ হবেই বা কী করে? তাই এই শূন্যপদ পূরণে যা যা করার দরকার সবটাই করব। এছাড়াও পড়ুয়াদের জন্য চাকরিকে সুনিশ্চিত করতে হবে। প্লেসমেন্ট সেল খুলতে হবে।'' আশুতোষ ঘোষ বলেন, ''আমাদের গবেষণার জন্য বরাদ্দ অনেকটাই কমে গিয়েছে। ফান্ডিং যে কোনও বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এই শূন্যতা পূরণে আমরা যাদবপুরের মতো কৌশল গ্রহণ করব বলেই ভাবছি। ওরা প্রাক্তনীদের থেকে অনেকটা ফান্ডিং পায়। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে কখনওই সেটা হয়নি। তবে দেখা যেতে পারে। আপাতত গোটাটাই আলোচনা সাপেক্ষ।'' সদ্য নিযুক্ত উপাচার্যের মতে, 'বিশ্ববিদ্যালয় কখনও বিতর্কের কেন্দ্র হওয়া উচিত নয়।'

অভিষেক এসআইআরের কিছু জানেন না! জাস্টিস ফর আরজি করের স্লোগানকে অপমান করেছেন সুকান্ত

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ৩০ অক্টোবরঃ প্রদীপ করের মৃত্যুতে এখন তুঙ্গে রাজনীতি। বুধবারই আগরপাড়ায় প্রদীপ করের পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে দেখা করেন তৃণমূলের সর্ব ভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। এই মৃত্যুর জন্য কমিশন ও বিজেপিকে একযোগে তোপ দাগেন তিনি। তারপর তিনি স্লোগান তোলেন, 'জাস্টিস ফর প্রদীপ কর।' সামাজিক মাধ্যমে নিজের ডিপিও পরিবর্তন করেন তিনি। এবার এই নিয়ে সরব হলেন বিজেপি সাংসদ সুকান্ত মজুমদার। তিনি বলেন, ''কপি ক্যাট। নকল করার চেষ্টা করছে।'' প্রদীপ করের মৃত্যু নিয়ে আরও একবার প্রশ্ন তোলেন সুকান্ত। তিনি বলেন, ''অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় বলছেন, পানিহাটির ব্যক্তি এসআইআর আতঙ্কে আত্মহত্যা করেছেন। তাঁর ডায়েরিতে লেখা নিয়ে সন্দেহ রয়েছে।'' কথা প্রসঙ্গেই তিনি বলেন, ''যে কোনও মৃত্যু দুঃখের। যে ব্যক্তির নাম ২০০২ এর ভোটার তালিকায় রয়েছে, তাঁর চিন্তা থাকার কথা নয়। তৃণমূল কংগ্রেস মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় যাঁরা এসআইআর নিয়ে আতঙ্ক ভয় দেখাচ্ছেন।'' এসআইআর নিয়ে বিজেপির বিরুদ্ধে আতঙ্কের পরিবেশ তৈরি করার অভিযোগ তুলেছে তৃণমূল। পাল্টা সুকান্ত বলেন, ''ভুল বুঝিয়ে মিথ্য ভয়ের বাতাবরণ তৈরি করেছে। এর কারণেও এ ধরনের আত্মহত্যার ঘটনা ঘটতে পারে।'' উল্লেখ্য, আরজি কর কাণ্ডের পর পানিহাটির তিলোত্তমার বিচারের দাবিতে সারা কলকাতা সরব হয়েছিল

'জাস্টিস ফর আরজি কর' স্লোগানে। রাস্তায় হয়েছিল গণঅভ্যুত্থান। এবার প্রদীপ করের এই মৃত্যু, আর তাতে বিচারের দাবিতে অভিষেক এই স্লোগান সেই পানিহাটি-আগরপাড়া এলাকাতে দাঁড়িয়েই চড়ালেন। এ প্রসঙ্গে সুকান্ত বলেন, ''আরজি কর এর ঘটনায় অভিষেক চুপ ছিলেন। সে সময় উনি তো নিজের জিমে ব্যস্ত ছিলেন। উনি এই বক্তব্য এর মধ্যে দিয়ে বুঝিয়ে দিলেন সারা বিশ্ব আন্দোলন করলেও তৃণমূলের কিছু করতে পারবে না। বাংলার মানুষকে হিউমিলিয়েট করার চেষ্টা করলেন। চরম ঔদ্ধত্যপূর্ণ আচরণ।'' উল্লেখ্য, বুধবার অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় আগরপাড়ায় দাঁড়িয়ে প্রশ্ন তুলেছিলেন, কেন বিজেপির তরফে কোনও নেতা গিয়ে এখনও পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে দেখা করতে যাননি। তাঁর বক্তব্য, যে ব্যক্তি নিজে লিখে গিয়েছেন, তাঁর মৃত্যুর জন্য এনআরসি দায়ী, তা নিয়েও কেন রাজনীতি? বিজেপিকে খোঁচা দিয়ে তিনি বলেন, ''যারা নিজেদের হিন্দু ধর্ম, হিনন্দুদের রক্ষাকর্তা, ধারকবাহক বলে দাবি করেন, তাঁদের কেউ এসে পরিবারটার খোঁজ নিয়েছেন।'' বুধবার অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় প্রশ্ন তুলেছিলেন, ''অমিত শাহ, জ্ঞানেশ কুমারের বাবার নাম ২০০২ সালের ভোটার তালিকায় আছে? দেখাতে পারবেন?'' সেই মন্তব্যের পাল্টা জবাবে এদিন সুকান্ত বলেন, ''রাজনীতিতে পড়াশোনা জানা লোকের আসা দরকার। উনি কি কখনও এসআইআর পড়েছেন? যাদের বয়স ৪৫-এর ওপরে, তাঁদের বাবার সার্টিফিকেট দেখাতে হয় না। উনি বিষয়টা না বুঝেই কথা বলছেন।'' সুকান্তর আরও দাবি, ''এসআইআর চালু হলে ডায়মন্ড হারবার-সহ গোটা রাজ্যে ভুয়ো ভোটারদের নাম বাদ যাবে। তাই তৃণমূল আতঙ্কে। যারা ভারতের নাগরিক, বিশেষ করে হিন্দু উদ্বাস্তু, তাঁদের চিন্তার কিছু নেই-সিএএ ও ফরেনার্স অ্যাক্টে তাঁদের নাগরিকত্ব মিলবেই।''

এখনও ট্রেনিং শুরু হয়নি, নানা ইস্যুতে জর্জরিত বিএলও-রা

নিজস্ব প্রতিনিধি, উত্তর ২৪ পরগনা, ৩০ অক্টোবরঃ এসআইআর আর ঘোষণা হওয়ার পর বিএলও-দের ট্রেনিং শুরু হওয়ার কথা থাকলেও উত্তর ২৪ পরগনা জেলাতে এখনও পর্যন্ত ট্রেনিং শুরু হয়নি। এর পাশাপাশি যে চাপ বিএলও-দের উপরে রয়েছে, তা নিয়ে যথেষ্ট আতঙ্কিত তাঁরা। এমনই একজন, ১১৯ বারাসতের ৭৬ নম্বর পার্টের বিএলও মনোরঞ্জন গাইন। মাত্র চার বছর বারাসতে এসেছেন। তার বুথের সবাইকে তিনি চেনেন না। ফলে তার দিশেহারা অবস্থা। অন্যদিকে ২৮৯ নম্বর বুথের বিএলও মৌমিতা ঘোষ বৈবাহিক সূত্রে ১০ বছর এক জায়গায় থাকলেও বুথের কাউকেই চেনেন না। এর সঙ্গে কার মৃত্যু হয়েছেন, কে বেঁচে রয়েছেন, কে অন্য এলাকা থেকে এসেছেন কোনটাতেই পরিস্কার নয় মৌমিতার কাছে। তার ওপরে বিহারের এসআইআর-এ বেশ কিছু বিএলও শাস্তির সম্মুখীন হয়েছেন সেই আতঙ্ক কাজ করছে। আতঙ্কের মধ্যেও বিএলও-রা নতুন চ্যালেঞ্জ নিচ্ছেন। তারা যথার্থ নিরপেক্ষ কাজ করে এই কাজ করবেন বলে দাবি। তারপরে উল্টোদিকে সিপিএম, বিজেপি চাপ দিচ্ছে যদি নিরপেক্ষভাবে কাজ না করে তাহলে তারা অভিযোগ করবেন বিএলও-দের বিরুদ্ধে। বিএলও-দের হুঁশিয়ারি দিয়ে বিধানসভার বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী বলেন, ''তৃণমূলের কথা, বিজেপির কথা শুনবেন না। কেবল নির্বাচন কমিশনের কথা শুনবেন। বিহারের ৫২ জন বিএলও কিন্তু এখনও জামিন পাননি। আপনাদের কিন্তু জেলে কাটাতে হবে।''

খসড়া তালিকার পর নোটিস পেতে পারেন ৩৫-৪০ শতাংশ ভোটার! তারপর কী করণীয় তাঁদের

বিশেষ প্রতিবেদন

গত মঙ্গলবার থেকে বাংলায় এসআইআর তথা ভোটার তালিকায় নিবিড় সংশোধন শুরু হয়েছে। ইতিমধ্যেই যে সম্ভাবনার কথা জানা যাচ্ছে তাতে আগামী এক মাস ধরে রাজ্য জুড়ে হুলস্থূল পড়ার আশঙ্কা রয়েছে ষোল আনা। সন্দেহ নেই তা নিয়ে রাজনৈতিক চাপানউতোরও বাড়তে পারে। এই অবস্থায় কী করণীয় তা অবশ্য জানিয়েছে নির্বাচন কমিশন। আপাতত ভোটার এনুমারেশন ফর্ম ছাপানো শুরু হয়েছে। সেই সঙ্গে শুরু হয়েছে বিএলও, ইআরও ও অন্যান্য নির্বাচনকর্মীদের প্রশিক্ষণ। আগামী ৪ নভেম্বর মঙ্গলবার থেকে বাড়ি বাড়ি গিয়ে এই ফর্ম বিতরণ করবেন বিএলওরা। ভোটারদের নির্দিষ্ট তথ্য সংগ্রহ এবং ফর্ম ফিল-আপ তথা ভর্তি করার কাজ চলবে ৪ ডিসেম্বর পর্যন্ত। এ ব্যাপারে কোন কোন ডকুমেন্ট বৈধ তা আগেই জানিয়েছে কমিশন। এরপর ৯ ডিসেম্বর প্রকাশিত হবে খসড়া ভোটার তালিকা। রাজ্যের মুখ্য নির্বাচন আধিকারিকের দফতর বারবার জানিয়েছে, কোনও বৈধ ভোটারের নাম তালিকা থেকে বাদ যাবে না। যাঁদের নাম বা পরিবারের সদস্যদের নাম ২০০২ সালের ভোটার তালিকায় রয়েছে, তাঁদের তথ্য স্বয়ংক্রিয়ভাবে মেলানো হবে এবং নতুন তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করা হবে। সূত্র মারফৎ জানা গেছে, যারা যারা এই এনুমারেশন ফর্ম ফিল-আপ করবেন তাদের নাম খসড়া ভোটার তালিকায় উঠে যাবে। কিন্তু মূল বিষয় হল- যাদের নাম বা যাদের পরিবারের কোনও সদস্যের নাম ২০০২ সালের ভোটার তালিকায় নেই, তাঁদের কী হবে। নির্বাচন কমিশন আগেই জানিয়েছে, ৯ ডিসেম্বর খসড়া তালিকা প্রকাশ পাবে। আর ৯ ডিসেম্বর থেকে ৮ জানুয়ারি পর্যন্ত চলবে অভিযোগ জমা নেওয়ার পর্ব। এই সময় যারা কোনও কারণবশত ফর্ম ফিল-আপ করতে পারবেন না, বা যাদের বাড়িতে গিয়ে বিএলও-রা সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে পাবে না অথবা অন্য কোনও কারণে এনুমারেশন ফর্ম ফিল-আপ হবে না, তাঁরা অভিযোগ জানাতে পারবেন। সেই অভিযোগের ভিত্তিতে ইআরও ও এইআরওর নেতৃত্বে এই শুনানি সম্পন্ন হবে। আপিলের সুযোগও থাকছে- প্রথমে জেলা শাসকের কাছে, পরের ধাপে রাজ্যের মুখ্য নির্বাচন আধিকারিকের কাছে। এই

সময়ে নির্দিষ্ট তথ্য দেখিয়ে ফর্ম-ফিলাপ করে দিতে হবে। ২০০২ সালের তালিকার সঙ্গে ব্যক্তির নাম বা তাঁর পরিবারের সদস্যর সম্পর্ক 'ম্যাচিং' হলেও চূড়ান্ত ভোটার তালিকায় নাম উঠে যাবে। ৩১ জানুয়ারি পর্যন্ত তিন ধাপে শুনানি হবে। এদিকে খসড়া ভোটার তালিকায় নাম রয়েছে অথচ যাদের ২০০২ ভোটার তালিকার সঙ্গে 'ম্যাচিং' হয়নি, তাঁদের এই ৯ ডিসেম্বর থেকে ৮ জানুয়ারির মধ্যে নোটিস দেওয়া হবে। সংশ্লিষ্ট দফতরে এসে তখন তাঁদের প্রামাণ্য নথি দিয়ে ভোটার তালিকায় নাম তুলতে হবে। তিন ধাপের শুনানির পরও যারা প্রমাণ দিতে পারবেন না, তাঁদের নাম চূড়ান্ত ভোটার তালিকায় উঠবে না। কমিশনের অনুমান অনুযায়ী, প্রায় ৩৫ থেকে ৪০ শতাংশ ভোটারের নাম ২০০২ সালের তালিকার সঙ্গে নাও মিলতে পারে। ফলে এই সংখ্যক ভোটারকেই ৯ ডিসেম্বর প্রকাশিত খসড়া তালিকা প্রকাশের পর নোটিস দেওয়া হতে পারে। জানিয়ে রাখা ভাল, বাংলায় বর্তমানে ৭ কোটি ৬৪ লক্ষ ভোটার রয়েছে। তার ৩০ শতাংশ মানে সওয়া ২ কোটিরও বেশি ভোটার। এত সংখ্যক ভোটারকে নোটিস দেওয়া হলে যে কী ধুন্ধুমার পড়ে যেতে পারে তা আশঙ্কা করে প্রশাসনের অনেকেই উদ্বেগে রয়েছে। একটি জেলায় ৪০ শতাংশ ভোটারের নাম না মেলার আশঙ্কা রয়েছে বলেও খবর। যাঁদের ২০০২ সালের ভোটার তালিকায় নাম নেই অথচ জন্ম ১৯৮৭ সালের ১ জুলাইয়ের আগে, তাঁদের ক্ষেত্রে বিকল্প নথি জমা দেওয়ার সুযোগ রাখা হয়েছে। এর মধ্যে রয়েছে, কমিশনের দেওয়া ১১টি নথির মধ্যে যে কোন একটি ও রঙিন ছবি। শেষবার এসআইআর হয়েছিল ২০০২-০৪ সালে। সেই সময়ের পর থেকে রাজ্যে জনসংখ্যা এবং বাসিন্দাদের অবস্থানে ব্যাপক পরিবর্তন এসেছে। অনেকের মৃত্যু হলেও তাঁদের নাম তালিকায় রয়ে গিয়েছে, আবার কিছু বিদেশির নামও যুক্ত হয়েছে। পাশাপাশি অনুপ্রবেশকারীদের বিষয়টিও গুরুত্ব পাচ্ছে। রাজ্যের মুখ্য নির্বাচন আধিকারিক মনোজ আগরওয়াল জানিয়েছেন, ''কোনও ভোটারকে আতঙ্কিত হওয়ার প্রয়োজন নেই। বিএলওরা স্থানীয় মানুষ, তাঁরা লুকিয়ে বা চুপিচুপি যাচ্ছেন না। সবার সঙ্গে কথা বলেই ফর্ম নেবেন। ভুল তথ্য থাকলে তা সংশোধনের জন্য পর্যাপ্ত সুযোগ থাকবে।'' ইতিমধ্যেই প্রতিটি ভোটকেন্দ্রের জন্য ইউনিক এনুমারেশন ফর্ম ছাপানো শুরু হয়েছে। বুথপ্রতি ভোটারসংখ্যা ১,২০০-র মধ্যে সীমিত রাখা হবে, প্রয়োজনে নতুন বুথও তৈরি হবে। রাজনৈতিক দলগুলির বুথ লেভেল এজেন্টদেরও এই প্রক্রিয়ায় যুক্ত করা হচ্ছে, যাতে প্রত্যেক প্রকৃত ভোটার নিশ্চিতভাবে নতুন তালিকায় অন্তর্ভুক্ত হতে পারেন।

এসআইআর, দফায় দফায় প্রশিক্ষণ শুরু তৃণমূলের, বৈঠক ডাকলেন অভিষেক

কলকাতা, ৩০ অক্টোবর ঃ এসআইআর নিয়ে বৃহস্পতিবার দুপুর থেকেই দফায় দফায় প্রশিক্ষণ শুরু করলেন দলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বঃ দ্যাপাধ্যায়। তবে আসল বৈঠক হওয়ার কথা শুক্রবার বিকেলে।পশ্চিমবঙ্গে এসআইআর প্রক্রিয়া শুরু হয়ে গিয়েছে। ২৮ অক্টোবর থেকে চলছে বিএলও-দের প্রশিক্ষণ পর্ব। চলবে ৪ নভেম্বর পর্যন্ত। এই পরিস্থিতিতে বিএলএ-দের নিয়ে জরুরিভিত্তিতে প্রস্তুতি বৈঠক শুরু করেছে তৃণমূল।সূত্রের খবর, শুক্রবার বিকেল সাড়ে ৪টে নাগাদ ভারচুয়াল বৈঠক করবেন অভিষেক। তাতে মন্ত্রী, সাংসদ, বিধায়ক থেকে ব্লক স্তরের নেতা-কর্মীদের এসআইআর নিয়ে বোঝাবেন তিনি নিজে।রাজ্যের শাসকদল জানিয়েছে, প্রতি বুথের জন্য বিএলএ ২-ও তাদের প্রস্তুত। দলের বুথ এজেন্টদের সুবিধার্থে তৃণমূল আরও একটি সিদ্ধান্ত নিয়েছে। এতদিন যাঁরা ভোটার তালিকা স্ক্রুটিনির কাজ করেছেন, যাঁরা সমস্ত ভোটারকে চেনেন, তাঁরা বিএলও এবং দলের এজেন্টদের সঙ্গে থাকবেন।যেসব এজেন্ট এতদিন এই কাজ করে এসেছেন এবং অভিজ্ঞ, এজেন্ট হিসাবে তাঁরাই থাকছেন। কিছু ক্ষেত্রে যোগ্য হিসাবে কিছু রদবদল করা হয়েছে। দলের বক্তব্য, ছাবিবশের বিধানসভা নির্বাচনে এই সমীক্ষা বিশেষভাবে নির্ণয়কারী হয়ে উঠবে।

বৃহস্পতিবার দেশীয় বাজারে বাড়লো সোনা ও রুপোর দর

মুম্বই, ৩০ অক্টোবর ঃদেশীয় বাজারে বৃহস্পতিবার বাড়লো সোনার ও রুপোর দর। বৃহস্পতিবার দিল্লিতে কেজি প্রতি রুপোর দাম ১,৫২,১০০ লক্ষ টাকা।এদিকে, বৃহস্পতিবার দিল্লিতে প্রতি ১০ গ্রামে ২৪ ক্যারেট সোনার দাম ১,২২,৫৬০ লক্ষ টাকা ও ২২ ক্যারেট সোনার দাম ১,১২,৩৬০ লক্ষ টাকা। মুম্বইতে প্রতি ১০ গ্রামে ২৪ ক্যারেট সোনার দাম ১,২২,৪১০ লক্ষ টাকা এবং ২২ ক্যারেট সোনার দাম ১,১২,২১০ লক্ষ টাকা। আহমেদাবাদে প্রতি ১০ গ্রামে ২৪ ক্যারেট সোনার দাম ১,২২,৪৬০ লক্ষ টাকা এবং ২২ ক্যারেট সোনার দাম ১,১২,২৬০ লক্ষ টাকা।চেন্নাইতে প্রতি ১০ গ্রামে ২৪ ক্যারেট সোনার দাম ১,২২,৪১০ লক্ষ টাকা এবং ২২ ক্যারেট সোনার দাম ১,১২,২১০ লক্ষ টাকা। কলকাতায়, প্রতি ১০ গ্রামে ২৪ ক্যারেট সোনার দাম লক্ষ ১,২২,৪১০ টাকা এবং ২২ ক্যারেট সোনার দাম ১,১২,২১০ লক্ষ টাকা। লখনউয়ে. প্রতি ১০ গ্রামে ২৪ ক্যারেট সোনার দাম ১,২২,৫৬০ লক্ষ টাকা এবং ২২ ক্যারেট সোনার দাম ১,১২,৩৬০ লক্ষ টাকা। পাটনায়, প্রতি ১০ গ্রামে ২৪ ক্যারেট সোনার দাম ১,২২,৪৬০ লক্ষ টাকা ও ২২ ক্যারেট সোনার দাম ১,১২,২৬০ লক্ষ টাকা। জয়পুরে, প্রতি ১০ গ্রামে ২৪ ক্যারেট সোনার দাম ১,২২,৫৬০ লক্ষ টাকা এবং ২২ ক্যারেট সোনার দাম ১,১২,৩৬০ লক্ষ টাকা।উল্লেখ্য, সোনার দাম একাধিক বিষয়ের উপর নির্ভর করে। এগুলির মধ্যে অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলি হল আন্তর্জাতিক বাজার, ট্রেড সম্পর্ক, শুল্ক, আন্তর্জাতিক বাজারের অস্থিরতা, ইকুইটি, বন্ড, মার্কিন ডলার -সহ একাধিক মার্কেট এবং বিশ্বজুড়ে মুদ্রাস্ফীতির হার। এই বিষয়গুলির জেরে সোনার দামে ওঠানামা দেখা যায়।

লালগোলা থেকে গ্রেফতার ধৃত ৩ বাংলাদেশি

মুর্শিদাবাদ, ৩০ অক্টোবর ঃ মধ্য রাতে এক বাংলাদেশি-সহ মোট তিন জনকে গ্রেফতার করল পুলিশ। গোপন সূত্রে খবর পেয়ে বুধবার লালগোলা থানার পুলিশ রাধাকৃষ্ণপুরে অভিযান চালিয়ে এক বাংলাদেশি ও দুই ভারতীয়কে গ্রেফতার করে। জানা গিয়েছে, ধৃতদের নাম ইসমাইল শেখ, আকাশ শেখ ও দুলাল শেখ।পুলিশ সূত্রে খবর, দুলাল শেখ অবৈধভাবে সীমান্ত পেরিয়ে ভারতে প্রবেশ করেন, আর ইসমাইল ও আকাশ তাকে সহযোগিতা করেন। ধৃতদের সাত দিনের পুলিশি হেফাজতের

ঘোষণা

দুরন্ত প্রকাশন (প্রাঃ) লিমিটেড বা তার কোনও এজেন্ট এই সংবাদপত্রে প্রকাশিত কোনও বিজ্ঞানের যথার্থতা ও নির্ভরযোগ্যতার ব্যাপারে কোনও ভাবে দায়বদ্ধ নয়। এই সংবাদপত্রে প্রকাশ করা বিজ্ঞাপনগুলি শুধুমাত্র সরল বিশ্বাসে গ্রহণ করা হয়। এই ঘোষণা ভারত সরকারের স্পেশাল ক্রাইম ব্রাঞ্চের নির্দেশ অনুযায়ী ছাপা হচ্ছে।

বিহারের মাটিতে অমিত শাহের গর্জনঃ জঙ্গলরাজ থেকে মুক্তির একমাত্র পথ এনডিএ

দারভাঙা, ৩০ অক্টোবর ঃবিহারের রাজনৈতিক মঞ্চে ফের তেজি ঢেউ তুললেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। দারভাঙার মাটিতে সোমবার এক নির্বাচনী জনসভায় দাঁড়িয়ে অমিত শাহের কণ্ঠে স্পষ্ট প্রতিধ্বনি শোনা গেল-বিহারের ভবিষ্য উন্নয়ন ও স্থিতিশীলতার একমাত্র নিশ্চয়তা এনডিএ জোটই। আত্মবিশ্বাসে ভরপুর শাহ স্পষ্ট জানিয়ে দিলেন, আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনে বিহারে এনডিএ-র জয় একপ্রকার নিশ্চিত। তাঁর দাবি, বিহারের মানুষ আর কোনওভাবেই ' এক যুগে ফিরতে চান না। তারা উন্নয়নের পথে এগিয়ে যেতে চায়, আর সেই পথ দেখাতে পারবে কেবল প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বাধীন এনডিএ। দারভাঙার বিশাল জনসমাগমে উত্তাল মঞ্চে অমিত শাহ বলেন, এই নির্বাচন শুধুমাত্র একদল বনাম অন্যদলের লা।াই নয়। এটা বিহারের আত্মার লড়াই। একদিকে রয়েছে দুর্নীতি, স্বজনপোষণ, আর অপরাধের রাজনীতি। অন্যদিকে রয়েছে উন্নয়ন, স্বচ্ছ প্রশাসন, ও জনকল্যাণমূলক কর্মসূচি। এই নির্বাচন বিহারকে জঙ্গলরাজ থেকে মুক্ত করার এক ঐতিহাসিক সুযোগ।অমিত শাহের বক্তব্যে বারবার উঠে আসে এনডিএ-র ঐক্যের বার্তা। তিনি বলেন, আজ এনডিএ জোটে পাণ্ডবদের মতো পাঁচটি দল একসঙ্গে আছে। এই ঐক্যই আমাদের শক্তি। আমরা একে অপরের প্রতি বিশ্বাস রাখি, আর সেই বিশ্বাসের জোরেই আমরা বিহারের মানুষের কাছে উন্নয়নের প্রতিশ্রুতি দিতে এসেছি।তিনি আরও বলেন, লালু প্রসাদ যাদব ও রাবড়ি দেবীর রাজত্বে বিহার যে অবস্থায় পৌঁছেছিল, তা ভোলা সম্ভব নয়। তখন রাস্তায় নামা মানেই ভয়ে কাঁপা, চাকরি পাওয়া মানেই ঘুষ আর প্রভাব। সেই সময়ে বিহারের যুব সমাজের স্বপ্ন ভেঙে গিয়েছিল। কৃষক, শ্রমিক, ব্যবসায়ী-সবাই দুর্নীতির শিকার হয়েছিলেন। আজ বিহারের মানুষ বুঝে গিয়েছে, সেই দিনগুলো আর ফিরতে দেওয়া যায় না।অমিত শাহ আরও তীব্র কটাক্ষ করেন বিরোধী শিবিরকে উদ্দেশ্য করে। তাঁর অভিযোগ, লালু-রাবড়ির রাজত্বে পশুখাদ্য কেলেঙ্কারি হয়েছিল, চাকরির জন্য জমি কেলেঙ্কারি হয়েছিল। একের পর এক দুর্নীতির ঘটনায় দেশজুড়ে বিহারের নাম কলঙ্কিত হয়েছিল। এমনকি ২০০৪ থেকে ২০১৪ পর্যন্ত কংগ্রেসের শাসনকালে ১২ লক্ষ কোটি টাকার দুর্নীতি ঘটেছে। এইসব দুর্নীতিবাজদের আবার ক্ষমতায় আনা মানে, বিহারের ভবিষ্যকে অন্ধকারে ঠেলে দেওয়া।স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর বক্তব্যে স্পষ্ট ছিল মোদী সরকারের দশ বছরের উন্নয়ন চিত্র। তিনি বলেন, ২০১৪ সালের আগে দেশ জু।ে ছিল দুর্নীতি, প্রশাসনের অচলাবস্থা, আর অপরাধীদের রাজত্ব। কিন্তু মোদীজি ক্ষমতায় আসার পর আজ দেশ আত্মনির্ভর ভারতের পথে এগোচ্ছে। বিহারের গ্রামে গ্রামে বিদ্যুৎ পৌঁছেছে, গৃহনির্মাণ প্রকল্পের মাধ্যমে লক্ষ লক্ষ পরিবার মাথার উপর ছাদ পেয়েছে। রাস্তা, সেতু, স্কুল, হাসপাতাল-সবক্ষেত্রেই উন্নয়ন হয়েছে। দারভাঙার মঞ্চ থেকে শাহ স্পষ্ট বার্তা দেন যুব সমাজকেও। তিনি বলেন, বিহারের যুবকরা আজ দেশজো।া নাম করছে। কেন্দ্রীয় সরকারের উদ্যোগে শিল্পায়ন ও কর্মসংস্থানের নতুন সুযোগ তৈরি হচ্ছে। কিন্তু এই অগ্রগতিকে থামাতে চাইছে বিরোধী দলগুলো। তারা আবারও বিহারকে দুর্নীতির জালে জড়াতে চায়। এই ষ।যন্ত্রকে রুখে দিতে হবে।শাহ আরও যোগ করেন, বিহারের প্রতিটি পরিবার আজ জানে, মোদীজি যা বলেন, তা করেন। তাঁর নেতৃত্বেই দেশ আজ বিশ্বমঞ্চে গর্বের সঙ্গে মাথা তুলে দাঁড়িয়েছে। বিহারের উন্নয়নও তাঁর কাছে অগ্রাধিকার। আগামী দিনে আমরা বিহারে আরও বেশি শিল্প, আরও ভালো রাস্তা, আরও উন্নত শিক্ষা ও চিকিৎসা ব্যবস্থা গড়ে তুলব।জনসভায় উপস্থিত জনতার মধ্যে ছিল উৎসাহ ও উচ্ছ্বাসের ঢেউ। অমিত শাহের বক্তব্যের প্রতিটি বাক্যে করতালির ঝড় উঠছিল। তাঁর বার্তা স্পষ্ট-বিহারের মানুষ আর প্রতারণার রাজনীতি চায় না। তারা উন্নয়ন, সুশাসন ও স্থিতিশীলতার রাজনীতি চায়।তিনি আরও বলেন, এনডিএ সরকার শুধু প্রতিশ্রুতি দেয় না, বাস্তবে কাজ করে দেখায়। বিহারে আমরা যে সমস্ত প্রকল্প চালু করেছি, তা জনগণের জীবনে বাস্তব পরিবর্তন এনেছে। গরিব কল্যাণ যোজনা, উজ্জ্বলা যোজনা, আয়ুষ্মান ভারত, প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনা-সবই প্রমাণ যে কেন্দ্রের সরকার মানুষের পাশে আছে।অমিত শাহ অভিযোগ করেন, বিরোধীরা শুধুমাত্র জাতপাতের রাজনীতি করে মানুষের মধ্যে বিভাজন ঘটাতে চায়। তারা উন্নয়ন চায় না, শুধু ভোট চায়। আর এনডিএ চায় বিহারের উন্নয়ন, প্রতিটি যুবকের মুখে হাসি, প্রতিটি কৃষকের মুখে সন্তুষ্টি। আমরা বিশ্বাস করি, উন্নয়নই একমাত্র ধর্ম, বলেন শাহ।বক্তব্যের শেষ পর্যায়ে অমিত শাহ বিহারের জনতাকে আহ্বান জানান, এই নির্বাচন শুধুমাত্র সরকার গঠনের লড়াই নয়, এটি বিহারের ভবিষ্য নির্ধারণের নির্বাচন। আগামী প্রজন্মের জন্য আমরা কোন বিহার রেখে যেতে চাই-অপরাধ ও দুর্নীতিতে ভরা এক রাজ্য, না কি উন্নত ও সমৃদ্ধ বিহার? এই সিদ্ধান্ত নেবে আপনাদের ভোট।তিনি আরও বলেন, বিহার আজ নতুন স্বপ্ন দেখছে। মোদীজি সেই স্বপ্ন পূরণের লড়াইয়ে সামনের সারিতে আছেন। আপনারা আমাদের আশীর্বাদ দিন, আমরা প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি-বিহারকে জঙ্গলরাজ থেকে মুক্ত করে উন্নয়নের শিখরে পৌঁছে দেব।দারভাঙার সভা শেষে রাজনৈতিক পর্যবেক্ষকদের মতে, অমিত শাহের এই বক্তৃতা শুধু ভোট প্রচার নয়, এটি ছিল একপ্রকার যুদ্ধঘোষণা। যেখানে বিরোধীদের বিরুদ্ধে ছিল তীব্র আক্রমণ, আর নিজের জোটের প্রতি ছিল দৃ। আত্মবিশ্বাসের প্রকাশ। বিজেপি নেতৃত্বাধীন এনডিএ-র পক্ষে এটি এক মনোবল বৃদ্ধিকারী বার্তা বলেই মনে করা হচ্ছে।বর্তমান প্রেক্ষাপটে বিহারের রাজনীতি আবারও উত্তপ্ত হতে শুরু করেছে। ভোটের দিন যত ঘনিয়ে আসছে, ততই বা।ছে তীব্র রাজনৈতিক তরজা। লালু প্রসাদ যাদবের আরজেডি ও তেজস্বী যাদবের প্রচারে যেমন নতুন উদ্যম এসেছে, তেমনই অমিত শাহের বক্তৃতা এনডিএ কর্মীদের মধ্যে নতুন উদ্দীপনা জাগিয়েছে।শেষ পর্যন্ত বিহারের মাটিতে কে জয়লাভ করবে, তা সময়ই বলবে। তবে একথা অনস্বীকার্য যে, দারভাঙার এই জনসভা থেকে অমিত শাহের গর্জন রাজনৈতিক তরঙ্গে আলো।ন তুলেছে গোটা রাজ্যে। তাঁর কথায় যেমন আত্মবিশ্বাসের ছাপ স্পষ্ট, তেমনই ছিল এক অদৃশ্য সতর্কবার্তা-বিহারের মাটি যেন আর কোনওদিন জঙ্গলরাজের ছায়া না দেখে।বিহারের মানুষ তাই এখন তাকিয়ে আছে ভোটের ফলাফলের দিকে। তবে অমিত শাহের দাবি অনুযায়ী, এনডিএ-র জয় একপ্রকার নিশ্চিত-এই বক্তব্যই এখন নতুন আলোচনার জন্ম দিয়েছে রাজনীতির আঙিনায়।

ধোঁয়াশায় ঢেকে দিল্লি, ' খুব খারাপ' পর্যায়ে পৌঁছল রাজধানীর বাতাস

নয়াদিল্লি, ৩০ অক্টোবর ঃআবারও শ্বাসকষ্টের নগরীতে পরিণত হল দেশের রাজধানী দিল্লি। সকাল থেকেই ঘন ধোঁয়াশায় মো।া আকাশ, চোখ জ্বালা করা বাতাস আর ভারী গন্ধ-সব মিলিয়ে ফের বিপজ্জনক মাত্রায় পৌঁছে গিয়েছে রাজধানীর বায়ুদূষণ। বৃহস্পতিবার সকাল ৮টার সময় কেন্দ্রীয় দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদের (সিপিসিবি) তথ্য অনুযায়ী, দিল্লির গ। বায়ুগুণমান সূচক (AQI) ছিল ৩৫২, যা ' খুব খারাপ' (Very Poor) শ্রেণিভুক্ত।দিল্লির বিভিন্ন এলাকায় পরিস্থিতি আরও ভয়াবহ। আনঃদ বিহারে দূষণের সূচক ছিল ৪০৮, আর বিবেক বিহারে ৪১৫-যা ' (Severe) পর্যায়ে পড়ে। অর্থাৎ, এই এলাকাগুলির বাতাস এমন পর্যায়ে পৌঁছেছে যা দীর্ঘ সময় শ্বাস নেওয়ার জন্য বিপজ্জনক, বিশেষত শিশু, প্রবীণ ও শ্বাসজনিত রোগে আক্রান্তদের জন্য।দূষণের মাত্রা বা।তে থাকায় দিল্লি দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদ (DPCC) ইতিমধ্যেই বিভিন্ন দমনের পদক্ষেপ শুরু করেছে। রাজধানীর প্রধান প্রধান রাস্তায় ট্যাঙ্কার থেকে জল ছেটানো হচ্ছে ধুলোকণা নিয়ন্ত্রণে রাখার জন্য। পাশাপাশি, নির্মাণকাজে অস্থায়ীভাবে কিছু বিধিনিষেধও আরোপ করা হয়েছে। বহু এলাকায় বিলবোর্ড, মেট্রো প্রকল্পের কাজ ও খোলা জায়গায় ধুলো তোলার মতো কার্যকলাপ আপাতত বন্ধ রাখার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। বিশেষজ্ঞদের মতে, এই সময় দিল্লিতে দূষণের মাত্রা বেড়ে যাওয়ার পেছনে একাধিক কারণ রয়েছে। অক্টোবরের শেষ দিক থেকে পাঞ্জাব ও হরিয়ানায় ধান কাটার পর ফসলের অবশিষ্টাংশ পো।ানো শুরু হয়, যা বাতাসে প্রচুর পরিমাণে ক্ষতিকারক কণিকা (PM ২.৫ ও PM ১০) ছ।ড়িয়ে দেয়। সেই সঙ্গে শীতের আগমনে বাতাসের গতি

রাসপূর্ণিমার মেলায় ভিড় সামলাতে হাওড়া ডিভিশনে বিশেষ ট্রেনের ব্যবস্থা

হাওড়া, ৩০ অক্টোবরঃআসন্ন রাসপূর্ণিমা ও রাসমেলা উপলক্ষে এবার বিশেষ উদ্যোগ নিল পূর্ব রেল। বিপুল যাত্রী ভি। সামলাতে হাও।া ডিভিশনের অধীনে আগামী ৫ ও ৬ নভেম্বর একজোড়া বিশেষ ট্রেন চালানোর সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। রেল সূত্রে জানা গিয়েছে, ভক্ত ও দর্শনার্থীদের সুবিধার্থেই এই বিশেষ ট্রেন চলবে ব্যান্ডেল ও কাটোয়া রুটে, যাতে উসবে অংশগ্রহণকারী কেউই যাতায়াত সমস্যায় না প।নে।রেল কর্তৃপক্ষের তরফে জানানো হয়েছে, আপ বিশেষ ট্রেনটি ব্যান্ডেল স্টেশন থেকে ছাড়বে দুপুর ২টায়। নির্ধারিত সময় অনুযায়ী, ট্রেনটি কাটোয়ায় পৌঁছবে বিকেল ৪টা ১০ মিনিটে। অন্যদিকে, ডাউন ট্রেনটি কাটোয়া থেকে ছা।বে সন্ধ্যা ৬টা ২০ মিনিটে এবং ব্যান্ডেলে পৌঁছবে রাত ১০টা ৩০ মিনিটে। প্রতিটি স্টেশনে ট্রেনটির দাঁ।ানোর ব্যবস্থা করা হয়েছে, যাতে কোনো যাত্রীকেই ট্রেন ধরার জন্য সমস্যায় পড়তে না হয়।পূর্ব রেলের এক আধিকারিক জানান, রাসপূর্ণিমার সময় নবদ্বীপ, কৃষ্ণনগর ও কাটোয়া অঞ্চলে ব্যাপক ভি। জমে। এই সময় বহু মানুষ দূরদূরান্ত থেকে রাসমেলায় অংশ নিতে আসেন। সাধারণ ট্রেন পরিষেবা তখন চাপ সামলাতে হিমশিম খায়। সেই কারণেই এবার বা।তি যাত্রী চাহিদা মাথায় রেখে এই বিশেষ ট্রেন চালানোর সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। তিনি বলেন, প্রতিটি যাত্রী যেন নিরাপদে ও স্বাচ্ছন্দ্যে গন্তব্যে পৌঁছতে পারেন, সেই লক্ষ্যেই এই পদক্ষেপ।অন্যদিকে, রাসপূর্ণিমা ও রাস উৎসব ঘিরে নবান্ন থেকে শুরু করে জেলা প্রশাসন পর্যন্ত তৈরি রয়েছে বিশেষ নজরদারি ও নিরাপত্তার পরিকল্পনা। কৃষ্ণনগর ও নবদ্বীপে রাস উৎসবকে কেন্দ্র করে প্রতি বছরই কয়েক লক্ষ মানুষ ভি। জমান। শুধুমাত্র ধর্মীয় অনুষ্ঠান নয়, রাসের সময়কার মেলাগুলি স্থানীয় অর্থনীতিকেও নতুন করে চাঙ্গা করে তোলে। ব্যবসায়ী থেকে শুরু করে মিষ্টির দোকান, পিঠে-পায়েস বিক্রেতা, খেলনা ও পোশাক ব্যবসায়ী-সবাই এই সময়টায় প্রচুর আয় করেন। ফলে রাস উৎসব কেবল আধ্যাত্মিক আনন্দের উসব নয়, এটি এক ব। সামাজিক ও অর্থনৈতিক ঘটনাও বটে।এবারের রাস উসব হবে আগামী ৫ নভেম্বর, আর পরদিন অর্থাৎ ৬ নভেম্বর হবে ঐতিহ্যবাহী শোভাযাত্রা। ইতিমধ্যেই কৃষ্ণনগরের প্রশাসন প্রস্তুতি শুরু করেছে উসব নির্বিঘ্নে সম্পন্ন করার জন্য। জানা গিয়েছে, নবদ্বীপ থানা ও কৃষ্ণনগর পুলিশ জেলার উদ্যোগে রবীন্দ্র সাংস্কৃতিক মঞ্চে অনুষ্ঠিত হয়েছে এক বিশেষ সমন্বয় সভা। সেখানে উপস্থিত ছিলেন স্থানীয় বিধায়ক, পুরপিতা, ও বিভিন্ন দফতরের আধিকারিকরা। সভায় রাস উৎসবের নিরাপত্তা, ভিড় নিয়ন্ত্রণ, ও শোভাযাত্রার রুট ম্যানেজমেন্ট নিয়ে বিশদ আলোচনা হয়।প্রশাসনের তরফে জানানো হয়েছে, এবার শোভাযাত্রায় শুধুমাত্র অনুমতিপ্রাপ্ত পুজো কমিটিগুলিই অংশ নিতে পারবে। প্রতিটি অনুমোদিত কমিটির হাতে থাকবে একটি করে কিউ আর কোড, যার মাধ্যমে প্রশাসন রিয়েল টাইমে ট্র্যাক করতে পারবে প্রতিটি প্রতিমার চলাচল। কোন রুট দিয়ে প্রতিমা যাচ্ছে, কোথায় থামছে, কোথায় ভিড় বাড়ছে-সব তথ্যই পাওয়া যাবে সঙ্গে সঙ্গে। এর ফলে শোভাযাত্রার সময় কোনো বিশৃঙ্খলা বা যানজটের আশঙ্কা অনেকটাই কমে যাবে বলে মনে করা হচ্ছে।এছা।া প্রতিটি পুজো কমিটিকে প্রশাসনের নির্দেশে পাঁচজন করে স্বেচ্ছাসেবক দিতে হবে। এই স্বেচ্ছাসেবকেরাই প্রতিমা চলাচলের সময়ে শৃঙ্খলা রক্ষা ও ভি। নিয়ন্ত্রণে পুলিশকে সাহায্য করবেন। নবদ্বীপ, কৃষ্ণনগর ও পার্শ্ববর্তী এলাকার মণ্ডপগুলির ক্ষেত্রেও বিশেষ নজরদারি থাকবে। রাসের দিন থেকে পরদিন পর্যন্ত পুলিশ, সিভিল ডিফেন্স ও বিপর্যয় মোকাবিলা বাহিনীর সদস্যরা মোতায়েন থাকবে গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্টে ।রাস উৎসব উপলক্ষে নবদ্বীপ শহরে যান চলাচলের ক্ষেত্রেও থাকবে বিশেষ বিধিনিষেধ। নির্দিষ্ট কিছু রাস্তা একমুখী করা হতে পারে, আবার কিছু এলাকায় যানবাহন চলাচল সম্পূর্ণ বন্ধ থাকবে। যাত্রীদের সুবিধার জন্য পর্যাপ্ত সংখ্যক নিয়ন্ত্রণ কক্ষ ও হেল্প ডেস্ক খোলা হবে বলে সূত্রের খবর। একইসঙ্গে, মেলায় আসা দর্শনার্থীদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে সিসিটিভি ক্যামেরায় নজরদারির ব্যবস্থাও জোরদার করা হচ্ছে।এই প্রসঙ্গে নদিয়া জেলার এক প্রশাসনিক আধিকারিক বলেন, প্রতিবছর রাস উপলক্ষে বিপুল ভিড় হয় নবদ্বীপে। এবার আমরা প্রযুক্তির সাহায্যে জননিরাপত্তা ব্যবস্থাকে আরও শক্তিশালী করছি। শোভাযাত্রা চলাকালীন শহরের প্রতিটি গুরুত্বপূর্ণ মোড়ে থাকবে পুলিশের পিকেট, যাতে কোনো ধরনের অপ্রীতিকর ঘটনা না ঘটে।উসব ঘিরে স্থানীয় বাসিন্দাদের মধ্যেও উচ্ছ্বাস তুঙ্গে। রাসপূর্ণিমার এই মেলাই তাঁদের বছরের সবচেয়ে বড় সাংস্কৃতিক আয়োজন। ভক্তরা ইতিমধ্যেই প্রস্তুতি শুরু করেছেন নানা ধরনের রাসলীলা, শোভাযাত্রা ও ভজন অনুষ্ঠানের জন্য। বিভিন্ন গ্রাম ও মহল্লায় তৈরি হচ্ছে ঝলমলে মণ্ডপ, বাজছে ঢাকের শব্দ, ছড়িয়ে পড়ছে উৎসবের আমেজ।অন্যদিকে, স্থানীয় হোটেল, লজ, ও যাত্রী নিবাসগুলিও ইতিমধ্যেই প্রায় পূর্ণ। ট্রেন ও বাসে আসন সংরক্ষণের চাপ বে।ছে বহুগুণে। ফলে রেলের এই বিশেষ ট্রেন পরিষেবা অনেকের জন্যই স্বস্তির বার্তা নিয়ে এসেছে।রেলের তরফে আরও জানানো হয়েছে, বিশেষ ট্রেনের সময়সূচি, ভাড়া ও বুকিং সংক্রান্ত তথ্য রেলের ওয়েবসাইট ও স্টেশনে টাঙানো বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে জানিয়ে দেওয়া হবে। এছাড়া ব্যান্ডেল, কাটোয়া ও নবদ্বীপ স্টেশনে অতিরিক্ত টিকিট কাউন্টার খোলা হতে পারে।সামগ্রিকভাবে দেখা যাচ্ছে, প্রশাসন, পুলিশ ও রেল-সব দিক থেকেই রাসপূর্ণিমা উপলক্ষে তৈরি হয়েছে বিশেষ প্রস্তুতি। একদিকে যেমন ধর্মীয় আবেগে ভাসছে মানুষ, অন্যদিকে প্রযুক্তি ও পরিকল্পনার সাহায্যে উসবকে নিরাপদ, সুশৃঙ্খল ও আনঃদঘন করে তোলার চেষ্টা চলছে।এইভাবেই একদিকে মেলামাঠে ঢেউ তুলবে ভক্তদের ভিড়, অন্যদিকে রেলের বিশেষ ট্রেন হবে তাদের যাত্রার সঙ্গী। আকাশে যখন পূর্ণিমার চাঁদ উঁকি দেবে, নদীর ধারে ভেসে উঠবে আলোয় মোড়া রাসলীলা, তখন হাওড়া ডিভিশনের এই বিশেষ ট্রেনই বহন করবে হাজারো ভক্তের স্বপ্ন ও শ্রদ্ধার যাত্রাপথ-এক উৎসবের সেতুবন্ধনে।

ভারত নয়, 'দায়ী' মার্কিন ড্রোন! পাক- আফগান শান্তি বৈঠক ভেস্তে যাওয়ার কারণ প্রকাশ্য

সংবাদ সংস্থা, ইস্তানবুল, ৩০ অক্টোবরঃ চার দিন ধরে ইস্তানবুলে বসেছিল আফগানিস্তান ও পাকিস্তানের প্রতিনিধিদের বৈঠক। তুরস্ক ও কাতারের মধ্যস্থতায় হওয়া এই বৈঠক সীমান্তে যুদ্ধবিরতির মাঝে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বলে ধরা হয়েছিল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত কোনও সমঝোতা হয়নি। সেপ্টেম্বর-অক্টোবরে সংঘর্ষে শতাধিক মানুষের মৃত্যু হওয়ার পরও টানাপড়েন কমার কোনও লক্ষণ মিলল না। আফগান সূত্রের দাবি, তালিবান নেতৃত্বাধীন প্রশাসন পাকিস্তানের বিরুদ্ধে হামলা রুখতে প্রতিশ্রুতি দিতে প্রস্তুত ছিল, তবে শর্ত ছিল ইসলামাবাদ যেন আফগান আকাশসীমা লঙ্ঘন না করে এবং মার্কিন ড্রোন অভিযান বন্ধ করায় উদ্যোগী হয়। পাকিস্তান এই শর্ত মানতে অস্বীকার করায় আলোচনায় ভাঙন ধরে। আলোচনার মাঝেই সামনে আসে বড় তথ্য। পাকিস্তানি ভূখণ্ড থেকে আফগানিস্তানে মার্কিন ড্রোন হামলা চালানোর অনুমতি দিয়েছে ইসলামাবাদই। স্থানীয় সংবাদমাধ্যম টোলো নিউজ জানিয়েছে, পাকিস্তান আলোচনার টেবিলে প্রথমবার এই গোপন চুক্তির কথা স্বীকার করে। পরে তারা জানায়, যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে করা চুক্তি ভাঙার ক্ষমতা তাদের নেই। সূত্রের দাবি, শুরুতে কিছু শর্তে সম্মতি দিয়েছিল পাকিস্তান। কিন্তু একটি ফোনের পর হঠাৎ অবস্থান বদলায় প্রতিনিধিদল। এরপরই আলোচনা অচলাবস্থায় পৌঁছয়। মধ্যস্থতাকারীদের মধ্যে তুরস্ক ও কাতারের কর্মকর্তারাও নাকি পাকিস্তানের আচরণে বিস্ময় প্রকাশ করেন। তবু ইসলামাবাদের অভিযোগ, দিল্লির প্রভাবে আফগান নেতৃত্ব সমঝোতা ভেঙেছে। পাকিস্তানের প্রতিরক্ষামন্ত্রী খওয়াজা আসিফ এক সাক্ষাৎকারে বলেন, কাবুলকে পুতুলনাচের মতো নাচাচ্ছে নয়াদিল্লি। যদিও তিনি উল্লেখ করেননি, আলোচনার মাঝেই কী ভাবে মার্কিন ড্রোনচুক্তি নিয়ে পাকিস্তানের অবস্থান বদলেছে। আসিফ পরে তালিবানকে সরাসরি হুঁশিয়ারি দেন যে, ২০০১ সালের টোরা বোরার মতো ফল ভুগতে হতে পারে। তাঁর দাবি, পাকিস্তান তাদের অস্ত্রভাণ্ডারের সামান্য অংশ ব্যবহার করলেই তালিবান প্রশাসন গুঁড়িয়ে দেওয়া সম্ভব। ঘটনার প্রেক্ষিতে আবার সামনে এল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র-পাকিস্তান সম্পর্কের সামরিক নির্ভরতা। প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের দ্বিতীয় মেয়াদে ইসলামাবাদ ওয়াশিংটনের সঙ্গে প্রতিরক্ষা জোট আরও মজবুত করেছে। প্রধানমন্ত্রী শাহবাজ শরিফের হোয়াইট হাউসে দৌড়ঝাঁপ, সেনাপ্রধান আসিম মুনিরের উপস্থিতির বিষয় আলোচনায় এসেছে। অন্যদিকে, পাক-আফগান সীমান্ত ডুরান্ড লাইনে উত্তেজনা এখনও চরমে। তালিবান ডুরান্ড লাইন মানে না। সেপ্টেম্বরের শুরুতে তেহরিক-ই-তালিবান পাকিস্তানের হামলার জেরে সীমান্তযুদ্ধ তীব্র হয়। পাকিস্তান এরপর আফগান ভূখণ্ডে বিমান হামলা চালায়। জঙ্গি ও বেসামরিক মিলিয়ে দুই পক্ষেই মৃত্যু হয় ২০০-র বেশি মানুষের। তালিবান জানায়, বাজারে হামলায় শিশু ও মহিলাও মারা গেছে। এ অবস্থায় পাকিস্তানের স্বীকারোক্তি যে মার্কিন ড্রোন পাকিস্তান থেকেই উড়ছে- তা বহু প্রশ্ন তুলে দিয়েছে।

গুলি চালানোর নির্দেশই দেননি! ১৪০০ মৃত্যু 'অতিরঞ্জিত', ইউনূস সরকারের বিচার নিয়ে বিস্ফোরক দাবি হাসিনার

সংবাদ সংস্থা, নয়াদিল্লি, ৩০ অক্টোবরঃ এক বছর আগে বাংলাদেশে যা হয়েছিল, তা নিয়ে জাতি হিসাবে ক্ষমা চাইলেন সে দেশের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। তবে ওই ছাত্র গণ আন্দোলনে প্রাণহানির জন্য নিরাপত্তা বাহিনীকেই দুষলেন তিনি। একইসঙ্গে দাবি করলেন, জনতার উপরে তিনি গুলি চালানোর নির্দেশ দিয়েছিলেন নিরাপত্তা বাহিনীকে, এ কথা সম্পূর্ণ মিথ্যা। দেশ ছাড়ার পর এই প্রথম সাক্ষাকার দিলেন শেখ হাসিনা। তিন আন্তর্জাতিক স্তরের সংবাদমাধ্যমকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে তিনি বলেন যে জুলাই আন্দোলন ছিল সহিংস বিদ্রোহ। এর জন্য তিনি ব্যক্তিগত কোনও দায় স্বীকার করেন না। হাসিনা বলেন, ''একজন নেতা হিসেবে আমি অবশ্যই সামগ্রিক দায় স্বীকার করি, কিন্তু আমার বিরুদ্ধে যে অভিযোগ আনা হয়েছে যে আমি নিজে নিরাপত্তা বাহিনীকে গুলি চালাতে বলেছিলাম জনতার উপর, এটা ঠিক নয়।'' আদালতে যে অডিয়ো রেকর্ডিং পেশ করা হয়েছিল, যেখানে শেখ হাসিনাকে বিক্ষোভকারীদের উপরে গুলি চালানোর নির্দেশ দিতে শোনা গিয়েছে, সেই প্রশ্নের উত্তরে তিনি সাক্ষাকারে দাবি করেন যে এই রেকর্ডিংগুলোতে প্রসঙ্গের বাইরে থেকে কথা কেটে নেওয়া এবং বিকৃত করা হয়েছে। তিনি জানান, প্রথমে তাঁর আওয়ামী লিগ সরকারই স্বাধীন তদন্ত শুরু করেছিল, কিন্তু পরে তা বন্ধ করে দেয় অন্তর্বর্তী সরকার। গত বছরের গোটা আন্দোলন, তাঁর সরকারের পতন নিয়ে হাসিনা বলেন, ''চেইন অব কমান্ডের মধ্যে কিছু ভুল অবশ্যই হয়েছিল। সামগ্রিকভাবে, সরকারি কর্মকর্তাদের সিদ্ধান্ত ছিল পরিমিত, স উদ্দেশ্যপ্রণোদিত, এবং যতটা সম্ভব প্রাণহানি কমানোর লক্ষ্যে। প্রাথমিক পর্যায়ের গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তগুলো নিয়েছিলেন আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর সদস্যরা, যাঁদের সুপ্রতিষ্ঠিত কার্যক্রমের নির্দেশিকা মেনে চলার কথা ছিল। নির্দেশিকায় বিশেষ পরিস্থিতিতে আগ্নেয়াস্ত্র ব্যবহারের অনুমোদন দেওয়া ছিল। এমনটা হতে পারে যে জটিল পরিস্থিতির মধ্যে কিছু সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল, যেগুলি ভুল ছিল।'' গণআন্দোলনে প্রায় ১৪০০ আন্দোলনকারী ছাত্র-যুব ও সাধারণ মানুষের মৃত্যুতে বাংলাদেশের আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালে বিচার চলছে শেখ হাসিনা ও তাঁর সহযোগীদের বিরুদ্ধে। শেখ হাসিনার বিরুদ্ধে সরাসরি খুনের অভিযোগ আনা হয়েছে, ছাত্র আন্দোলনের সময় মানবতাবিরোধী অপরাধের মূল পরিকল্পনাকারী হিসাবে উল্লেখ করা হয়েছে। আবেদন করা হয়েছে মৃত্যুদণ্ডের। তবে হাসিনার দাবি, ছাত্র আন্দোলনের সময়ে ১৪০০ মৃত্যুর সংখ্যা 'অতিরঞ্জিত'। তাঁর কথায়, 'এই সংখ্যা ট্রাইব্যুনালের প্রচারের কাজে লাগে, কিন্তু বাস্তবে তা বাড়িয়ে বলা।' মুজিব কন্যা বলেন, ''যদি বাংলাদেশের আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল আমাকে মৃত্যুদণ্ড দেয়, তাতে আমি অবাক হব না বা ভয়ও পাব না। এটি প্রহসনের বিচার, যার পিছনে রাজনৈতিক প্রতিহিংসা কাজ করছে। এই ট্রাইব্যুনাল একটি প্রহসনের আদালত, যেটি পরিচালনা করছে আমার রাজনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বীদের নিয়ে গঠিত একটি অনির্বাচিত সরকার। এই প্রতিদ্বন্দ্বীদের অনেকেই আমাকে সরাতে যেকোনও কিছু করতে পারে।''

বৃহস্পতিবার দেশে অপরিবর্তিত পেট্রোল-ডিজেলের দর

নয়াদিল্লি, ৩০ অক্টোবর ঃ বৃহস্পতিবার দেশীয় বাজারে পেট্রোল - ডিজেলের দামে কোনও পরিবর্তন দেখা গেল না। ভারতের তেল বিক্রয়কারী সংস্থাগুলি বিশ্ব বাজারে অপরিশোধিত তেলের দামের উপর ভিত্তি করে পেট্রোল ও ডিজেলের দাম নির্ধারণ করে।এদিন কলকাতায়. প্রতি লিটার পেট্রোলের দাম ১০৫.৪১ টাকা, ডিজেলের দাম ৯২.০২ টাকা। দিল্লিতে প্রতি লিটারে পেট্রোলের দাম ৯৪.৭৭ টাকা ও ডিজেলের দাম ৮৯.৯৭ টাকা । মুম্বইতে প্রতি লিটার পেট্রোলের দাম ১০৩.৫০ টাকা, ডিজেলের দাম ৯০.০৩ টাকা । আর চেন্নাইতে প্রতি লিটার পেট্রোলের দাম ১০০. ৮০ টাকা, ডিজেলের দাম ৯২.৩৯ টাকা ।

জম্মু-শ্রীনগর জাতীয় সড়কে ফের যান চলাচল স্বাভাবিক

জম্মু, ৩০ অক্টোবর ঃ বৃহস্পতিবার সকাল থেকে জম্মু-শ্রীনগর জাতীয় সড়কে ফের স্বাভাবিক হয়েছে সব ধরনের যান চলাচল। ছোট গাড়িগুলিকে দুই দিক থেকেই যাতায়াতের অনুমতি দেওয়া হয়েছে, তবে বড় গাড়িগুলিকে আপাতত শুধু জম্মু থেকে শ্রীনগরের দিকে যেতেই ছাড়পত্র দেওয়া হযেছে। শ্রীনগর থেকে জম্মুর দিকে বড় গাড়িগুলিকে আপাতত চলাচলের ছাড়পত্র দেওয়া হয়নি।ট্রাফিক বিভাগের এক আধিকারিক জানান, বৃহস্পতিবার সকাল থেকে জাতীয় সড়কে স্বাভাবিক নিয়মে যান চলাচল শুরু হযেছে। যান চলাচলের জন্য নির্ধারিত সময়ের বাইরে কোনও গাড়িকে ছাড়পত্র দেওয়া হচ্ছে না। নির্দিষ্ট সময়ের বাইরে গাড়ি ছাড়ার অনুমতি নেই বলেই জানিয়েছেন তিনি।অন্যদিকে, এসএসজি রোড এবং মুঘল রোডও যান

রাশিফল

মেষঃরাশির জন্য সামগ্রিক ভাবে একটি চ্যালেঞ্জিং দিন হতে চলেছে। প্রতিটি পরিস্থিতিতে ভারসাম্য বজায় রাখতে হবে। জীবনে কিছু অস্থিরতা এবং অনিশ্চয়তা থাকতে পারে, যা মানসিক শান্তিকে প্রভাবিত করতে পারে। তবে এই সময়ে ইতিবাচক
বৃষঃ আপনার বন্ধুর সঙ্গে ভুল বোঝাবুঝি কিছু অপ্রীতিকর পরিস্থিতির সৃষ্টি করতে পারে- কোনো ফয়সালা করার আগে একটি সাম্যজ্ঞস্যপূর্ণ দৃষ্টিভঙ্গী রাখুন।
মিথুনঃ মিথুন রাশির বন্ধুবান্ধব এবং পরিবারের সঙ্গে সময় কাটানো খুবই আনন্দদায়ক হবে। যোগাযোগের এই ধারাবাহিকতায় একে অপরের চিন্তাভাবনা এবং অনুভূতি বুঝতে সক্ষম হবেন, যা পারস্পরিক সম্পর্কে আরও মধুরতা আনবে।
কর্কট রাশি ঃকর্কট রাশির জন্য একটি চ্যালেঞ্জিং দিন হতে চলেছে। চারপাশের পরিবেশে অনিশ্চয়তা এবং অস্থিরতা অনুভব করতে পারেন, যা মানসিক শান্তিকে প্রভাবিত করতে পারে। শুভ দিন
সিংহঃ কিছু আমোদপ্রমোদের জন্য অফিস থেকে তাড়াতাড়ি বেরোতে চেষ্টা করুন। আপনার পরিচিত মানুষের মাধ্যমে উপার্জনের নতুন উৎস সৃষ্টি হবে। অপ্রত্যাশিত দায়িত্ব আপনার দিনের পরিকল্পনাকে ব্যাহত করবে- আপনি দেখবেন আপনি অন্যদের জন্য বেশি কাজ করছেন, নিজের জন্য কম। ।
কন্যা ঃকন্যা রাশির জন্য দিন মিশ্র প্রভাব বয়ে আনবে। মনে হতে পারে যে, চারপাশে সবকিছু ঠিকঠাক চলছে না। এই সময় অভ্যন্তরীণ স্থিতিশীলতা বজায় রাখা প্রয়োজন, কারণ বাহ্যিক পরিস্থিতি কিছুটা চাপ সৃষ্টি করতে পারে। সম্পর্কে অস্বাভাবিক অশান্তি হতে পারে, যা কিছুটা উদ্বেগের কারণ হতে পারে।
তুলাঃআপনি আজ খুব সক্রিয় এবং চটপটে থাকবেন। আপনার স্বাস্থ্য আজ আপনাকে পুরোপুরি সমর্থন করবে। আপনার বন্ধুবান্ধবের সাহায্য আর্থিক ঝঞ্ঝাটকে সহজ করে দেবে।
বৃশ্চিকঃবৃশ্চিক রাশির জীবনের অনেক ক্ষেত্রে ইতিবাচকতা বয়ে আনবে। চারপাশের পরিবেশ আনন্দময় হবে। সমাজ এবং পরিবারে সম্মান এবং প্রতিপত্তি অনুভব করবেন। ব্যক্তিগত অনুভূতিগুলি অন্যদের প্রতি ইতিবাচক সংযুক্তিও প্রতিফলিত করবে, যা বন্ধুবান্ধব এবং প্রিয়জনদের সঙ্গে আরও ভাল সম্পর্ক গড়ে তুলতে সাহায্য করবে।
ধনুঃ আনন্দদায়ক সফর এবং সামাজিক জমায়েত আপনাকে ভারমুক্ত এবং খুশি করে রাখবে। আপনার ভবিষ্যতকে সমৃদ্ধ করতে অতীতে আপনি যে সমস্ত অর্থ হবে।
মকরঃ মকর রাশির জন্য সামগ্রিক ভাবে একটি কঠিন দিন হবে। এই সময়টি ইঙ্গিত দেয় যে, ব্যক্তিগত এবং সামাজিক জীবনে অস্থিরতার মুখোমুখি হতে হবে। বিবাহের যোগ
কুম্ভঃ আপনার ইচ্ছা শক্তির অভাব আপনাকে আবেগগত ও মানসিক মনোভাবের শিকার করতে পারে।
মীনঃ আপনি পরিস্থিতি সামলানোর ফলে আপনার উদ্বেগের সৃষ্টি হবে। আপনি সম্ভবত বুঝতে পারবেন যে এটি সাবানের বুদ্বুদের মতো সবই ভিত্তিহীন যা সাহসের প্রথম স্পর্শেই ধসে গেছে। আজও কাউকে অর্থ ঋণ দেওয়ার চেষ্টা করবেন না এবং যদি প্রয়োজন হয় তবে সেই সময়কাল সম্পর্কে তিনি লিখিতভাবে এটি গ্রহণ করবেন যে সে কী পরিমাণ অর্থ পরিশোধ করবে। আপনার ঘরে ঐক্য আনতে

আবহাওয়া

ঝড় না হলেও ঘূর্ণিঝড় মন্থার মৃদু প্রভাব পড়েছে পশ্চিমবঙ্গে। বুধবার সকাল থেকে বৃষ্টি হয়েছে কলকাতায়। বৃষ্টি হয়েছে আরও একাধিক জেলায়। এ দিন, দক্ষিণবঙ্গের সব জেলায় বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টি এবং দমকা ঝোড়ো হাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। বুধবার সকাল থেকেই মুখ ভার আকাশের, ছিঁটেফোঁটা বৃষ্টিও হয়েছে।পশ্চিমবঙ্গে ঝড় না হলেও, ঘূর্ণিঝড়ের সামান্য প্রভাব দেখা গিয়েছে। আগামী ২৪ ঘণ্টায় দক্ষিণবঙ্গের সব জেলায় বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টি এবং দমকা ঝোড়ো হাওয়ার জন্য হলুদ সতর্কতা জারি করা হয়েছে। এর মধ্যে দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পূর্ব ও পশ্চিম মেদিনীপুর, ঝাড়গ্রামে হতে পারে ভারী বৃষ্টি। উত্তরবঙ্গেও ভারী থেকে অতি ভারী বৃষ্টির সতর্কতা রয়েছে। আগামী ২৪ ঘণ্টায় জলপাইগুড়ি, উত্তর ও দক্ষিণ দিনাজপুর, মালদায় বজ্রপাত এবং ঝড়বৃষ্টির জন্য হলুদ সতর্কতা জারি করা হয়েছে। এদিন সকালে কলকাতার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল ২৭.০ ডিগ্রি সেলসিয়াস, যা স্বাভাবিকের থেকে ৪ ডিগ্রি বেশি।

জোয়ার-ভাটা

জোয়ার-সকাল ০৬টা ৩৫মিনিট এবং রাত ০৯টা ৪২মনিট। **ভাটা**-দুপুর ০১টা ৪০মনিট এবং রাত ০২টা ৪৪মনিট। সূর্যঃউদয় ঃ সকাল ৫টা ৩৫মিনিটে হতে পারে এবং অস্ত যাবে আজ ৫টা ১৯মিনিটে।

অকাল বর্ষনে ধানচাষের ব্যাপক ক্ষতি বাঁকুড়ার কৃষকদের

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ বাঁকুড়ায় মন্থার তেমন প্রভাব পড়ে নি। তবে কিছুটা হলেও ঝড় ও বৃষ্টি হয়েছে। আর এতেই প্রচুর ক্ষতি হয়েছে বাঁকুড়ার কৃষকদের। মাটিতে মুখ থুবড়ে পড়েছে পাকা ধান। শুক্রবার পর্যন্ত বিক্ষিপ্ত ভারী বৃষ্টির পূর্বাভাস রয়েছে দক্ষিণবঙ্গের একাধিক জেলায়। ফলে এখন কার্তিকের এই বৃষ্টিতে পাকা ধান নষ্টের আশঙ্কা করা হচ্ছে। আলু চাষও পিছিয়ে যেতে পারে। হাওয়া অফিসের এই আশঙ্কা যে ক্রমেই সত্যি হচ্ছে তা বর্তমানে একাধিক জেলায় চোখ যেতেই ক্রমে স্পষ্ট হচ্ছে। মঙ্গলবার বিকেল থেকেই বাঁকুড়ার নানা প্রান্তে শুরু হয়েছে বৃষ্টি। সঙ্গে বইছে দমকা ঝোড়ো হাওয়া। আর তাতেই হেক্টরের পর হেক্টর জমিতে মাঠে শুয়ে পড়েছে পাকা ধানের গাছ। ভরা মরসুমে মাথায় হাত চাষীদের। এদিকে চলতি মরসুমে মোটামুটি ঠিকঠাক সময়েই এসেছিল বর্ষা। পর্যাপ্ত বৃষ্টিও হয়েছিল। ফলে অন্য বছরের তুলনায় এবার উল্লেখ যোগ্যভাবে বৃদ্ধি পেয়েছিল আমন ধানার চাষ। এদিকে এবার শুরু হয়ে গিয়েছে ধান কাটার মরসুম। আর ঠিক তার আগেই অকাল বৃষ্টি কার্যত মই দিয়ে গেল পাকা ধানে। কৃষকরা বলছেন বৃষ্টি তো হচ্ছেই কিন্তু তার সঙ্গে চলা দমকা ঝোড়ো হাওয়াই সবথেকে বেশি চাপ তৈরি করছে। মারাত্মক ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে কোতুলপুর, জয়পুর, বিষ্ণুপুর, সোনামুখী, পাত্রসায়ের, ইন্দাসে মতো এলাকার কৃষকরা। সর্বত্রই হেক্টরের পর হেক্টর জমির ধান জমিতেই শুয়ে পড়েছে। পরিস্থিতি দেখে আক্ষেপের সঙ্গেই কৃষকরা আশঙ্কা করছেন এর ফলে চাষের ফলনে ৫০ শতাংশ পর্যন্ত লোকসান হতে পারে। এদিকে কৃষকদের অনেকেই আবার সমবায় বা মহাজনের কাছ থেকে ঋণ নিয়ে চাষ করেছেন।

‘২৬-এ মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে ভাঙড় উপহার দেবো’ - শওকত মোল্লা

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ এ বছর শওকত মোল্লার কাছে ‘ভাঙড়’ একটা বড়ো চ্যালেঞ্জ। গতবার ভাঙড় নিয়েছে নওশাদ সিদ্দিকি। কিন্তু সূচগ্র মেদিনীপুর ছাড়তে রাজি নয় শওকত মোল্লা। এক সাক্ষাৎকারে শওকত মোল্লা বলেন, তিনি ভাঙড়ে নওশাদ সিদ্দিকিকে চান। তাকে হারিয়ে ভাঙড় মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে উপহার দেবেন। আর এই প্রসঙ্গে তুলে আনেন দলের নেতা কাইজারের কথাও। তাঁর বক্তব্য, গত নির্বাচনে দলেরই কয়েকজন হারিয়ে দিয়েছিল। দক্ষিণ ২৪ পরগনার গ্রামীণ জনপদ ভাঙড়ের নাম বাংলার রাজনীতিতে বার বার উচ্চারিত হয়েছে। প্রথমে এর দখল ছিল কংগ্রেসের হাতে। তার পরে বামেদের দাপট। গত বিধানসভা নির্বাচনে দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার একমাত্র আসন যেখানে বিরোধীপক্ষ জিতেছে। যুযুধান প্রতিপক্ষ বিজেপি নয়, বরং গত বিধানসভা নির্বাচনে সদ্য জন্ম নেওয়া আইএসএফ জেতে, তরুণ নেতা নওশাদ সিদ্দিকির হাত ধরে। কিন্তু এবার? নওশাদ এবার সরাসরি চেয়েলেঞ্জের মুখে। শওকত মোল্লা বলেন, তআমরা চাই নওশাদ প্রার্থী হোক। কারণ ২০২১ সালেও নওশাদ ওখান থেকেই ঘুঁটি জিতত না। নেত্রীকে শিক্ষা দিতে গিয়ে তথাকথিত দু’চার জন নেতা নওশাদকে জিতিয়ে দিয়েছিল। সংখ্যালঘুদের শত্রু হচ্ছে সংখ্যালঘু।দ তাঁর কথায়, ‘বিজেপির হাতটা যদি শক্তিশালী করতে হয়, নওশাদের মতো এরকম দু-চার জন রয়েছেন, তাঁরা সেটায় ভীষণভাবে সক্রিয়।’ নওশাদকে খোঁচা দিয়ে বলেন, ‘ভিতরে বিজেপির নেতাদের সঙ্গে কোলাকুলি করবেন, আর বাইরে এসে সংখ্যালঘুদের জন্য মায়াকান্না কাঁদবেন, এই মুখ আর মুখোশ মানুষ বুঝতে পারছে।’

‘অনেক কেন্দ্রে অস্বাভাবিক সংখ্যালঘু ভোটার বেড়েছে ‘- শমীক ভট্টাচার্য

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ (জ্জট্ট ঘোষণা হওয়ার পরেই ভোটার তালিকা নিয়ে শুরু হয়েছে বিতর্ক। এবার ‘২৬ এর নির্বাচন যে যথেষ্ট দ্বন্দ্বমুখর হবে তাতে সন্দেহ নেই। এই প্রক্রিয়া নিয়ে কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের মধ্যে চলছে চরম দ্বন্দ্ব। এর মধ্যে আবার বুধবার রাজ্য বিজেপি শমীক ভট্টাচার্য এক বিস্ফোরক অভিযোগ তুললেন পশ্চিমবঙ্গের তৃণমূল কংগ্রেসের বিরুদ্ধে। বর্তমানে এই নিয়ে সরগরম রাজ্যের রাজনীতি। রাজ্য বিজেপি সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য, পশ্চিমবঙ্গে তৃণমূল কংগ্রেস পরিকল্পিতভাবে বিভাজনের রাজনীতি চালাচ্ছে বলে অভিযোগ তুলেছেন। তাঁর দাবি, গত দুই দশকে রাজ্যের বহু নির্বাচনী কেন্দ্রে ভোটার বৃদ্ধির হার অস্বাভাবিকভাবে বেড়েছে। উদাহরণ হিসেবে শমীক ভট্টাচার্য তৃণমূল সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের লোকসভা কেন্দ্র ডায়মন্ড হারবারের কথা তুললেন। কেন্দ্রীয় তথ্য তুলে ধরে তিনি বলেন, ‘২০০২ সালে এই কেন্দ্রে ভোটার ছিল ১০ লক্ষ ৪৪ হাজার। আজ তা প্রায় ১৯ লক্ষে পৌঁছেছে। বৃদ্ধির হার প্রায় ৮ শতাংশ।’ এখানেই না থেমে তিনি বিতর্ককে আরো অনেকটা এগিয়ে নিয়ে গিয়ে বলেন, ‘২০০২ সালে ডায়মন্ড হারবারে হিন্দু ভোটার ছিলেন প্রায় ৭ লক্ষ। এখন প্রায় ১১ লক্ষ। অন্যদিকে মুসলিম ভোটার ৩ লক্ষ ৪০ হাজার থেকে বেড়ে ৮ লক্ষে পৌঁছেছে।’ শমীকের বক্তব্য, ডায়মন্ড হারবার ও জয়নগর দুই কেন্দ্রেই মুসলিম ভোটার প্রচুর বেড়ে গেছে। এখানেই শমীকের বক্তব্যের মধ্যে সেই সম্প্রদায়িকতার কথা। এখন পর্যন্ত অবশ্য অভিষেকের কোনো প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায় নি।

আসানসোল পৌরসভায় উৎসবের পর প্রথম বোর্ড মিটিং

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব সংবাদদাতা, পশ্চিম বর্ধমান আসানসোল ঃ আসানসোল পৌরসভায় উৎসবের মৌসমের পর প্রথম বোর্ড মিটিং হল এখানে চেয়ারম্যান অমরনাথ চট্টোপাধ্যায় মেয়র বিধান উপাধ্যায় ডেপুটি মেয়র অভিজিৎ ঘটক ওবাসিমুল হক সহ বিভিন্ন এম এমআইসি এবং বোরো চেয়ারম্যান তথা কাউন্সিলরের উপস্থিত ছিলেন এখানে আসানসোল পৌরসভা এলাকার উন্নয়ন নিয়ে আলোচনা হয় এবং কিভাবে আরো ভালোভাবে মানুষের কাছে পৌর পরিষেবা পৌঁছে দেওয়া যায় সে নিয়ে আলোচনা করা হলো বিশেষ করে জলের সমস্যা দূর করার জন্য আজকের বৈঠকে আলোচনা করা হয়।

শিয়ালদা-বনগাঁ এ.সি. লোকাল দাঁড়ালোই না গোবরডাঙ্গা স্টেশনে

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ শিয়ালদা দক্ষিণ শাখায় মাত্র কয়েকদিন হলো চালু হয়েছে ঙঙ্খ ট্রেন। এর মধ্যেই বিভ্রাট। এসি শিয়ালদহ-বনগাঁ-রানাঘাট লোকাল গোবরডাঙা স্টেশন না দাঁড়িয়েই বেরিয়ে যায়। দরজা না খোলার কারণে প্লাটফর্ম ছেড়ে বেরিয়ে যায় ট্রেনটি। এরপর প্রায় কুড়ি মিনিট বাদে আবার ব্যাক করে ফিরে আসে প্ল্যাটফর্মে। ঘটনায় ক্ষুব্ধ যাত্রীরা। জানা গিয়েছে, এদিন ৭টা বেজে ৩৬ মিনিটে শিয়ালদহ-বনগাঁ রানাঘাট লোকালে এই ঘটনা ঘটেছে। গোবরডাঙা স্টেশনে দরজা না খোলার কারণে প্লাটফর্ম ছেড়ে বেরিয়ে যায়। তারপরই শুরু হয় হইচই। জানা গিয়েছে, গোবরডাঙা প্ল্যাটফর্ম ছেড়ে প্রায় তিনশো মিটার এগিয়ে যায় ট্রেনটি। এরপর ট্রেনের ভিতর থাকা স্পিকারের মাধ্যমে গার্ডের সঙ্গে কথা হয়। তারপর আবার প্রায় কুড়ি মিনিট বাদে ট্রেন পিছিয়ে আনা হয়। শেষে ওই এসি ট্রেন আবার গোবরডাঙা স্টেশনে ব্যাকে আসে। তারপর দরজা খোলে। কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে তারপর বনগাঁ হয়ে রানাঘাটের দিকে চলে যায় এসি ট্রেনটি। ক্ষুব্ধ এক যাত্রী বলেন, ট্রেনের দরজা না খোলায় কিভাবে চালক ট্রেন নিয়ে গাড়ি চালানো শুরু করতে পারে। এটা তার বিরাট অবহেলা।

শান্তি সম্মান পেলেন শান্তির দূত ডক্টর স্বপন দত্ত বাউল

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব সংবাদদাতা, বনস্পতি দে হুগলী ঃ সম্প্রতি আন্তর্জাতিক বাংলা সাহিত্য সাধনা মঞ্চর আন্তর্জাতিক কবিতা উৎসব অনুষ্ঠিত হয়ে গেলো সাড়ম্বরে। কলকাতা শিয়ালদা কৃষ্ণ পদ মেমোরিয়াল ট্রাস্ট হলে। উক্ত অনুষ্ঠানে আন্তর্জাতিক শান্তি সম্মান পুরস্কার দেওয়া হলো রাষ্ট্রপতির পুরস্কার প্রাপ্ত শিল্পী, শান্তির দূত সম্মানিত শিল্পী ডক্টর স্বপন দত্ত বাউল মহারাজ কে। দীর্ঘ বহু বছর ধরে একনাগাড়ে সব সময় বিনা পারিশ্রমিকে বাউল গানে শান্তি সম্প্রীতি রক্ষায় তার বার্তা সমাজের পক্ষে এক মহতী উদ্যোগ। এছাড়া সমাজ সচেতন, সমাজের যে কোনো সমস্যা সমাধানের জন্য, কুসংস্কার কুপ্রথা দূরীকরণ এবং দেশে বিদেশে শান্তি সম্প্রীতির বাউল গানের বার্তায় মুগ্ধ হয়ে ডক্টর স্বপন দত্ত বাউলকে আন্তর্জাতিক শান্তি সম্মান প্রদান করা হলো। আন্তর্জাতিক বাংলা সাহিত্য সাধনা মঞ্চের সম্পাদক চন্দ্রনাথ বসু ও বিশিষ্ট গুণীজন অতিথি বৃন্দ ডক্টর স্বপন দত্ত বাউলকে উত্তরীয় পরিয়ে প্রশংসা পত্র এবং পুরস্কারের মোমেন্টো দিয়ে সম্মানিত করলেন বহু স্বনামধন্য গুণীজনের মাঝে। উক্ত অনুষ্ঠানে স্বপন দত্ত বাউল গানে গানে সকলের মন জয় করলেন। তমেনোকা মাথায় দেলো ঘোমটা বাউল গানে অনুষ্ঠান আনন্দমুখর করে তোলেন স্বপন বাউল। আন্তর্জাতিক বাংলা সাহিত্য সাধনা মঞ্চের সম্পাদক চন্দ্রনাথ বসু বলেন ডক্টর স্বপন দত্ত বাউল এমন একজন রাজ্যের ও আমাদের দেশের শিল্পী যিনি সারা জীবন সমাজের জন্য, মানুষের জন্য, নিঃস্বার্থ বিনা পারিশ্রমিকে ওনার বহুমূখী প্রতিভার নানান শিল্পকলার মাধ্যমে যেমন কাজ করে চলেছেন। পাশাপাশি তিনি দির্ঘ বহু বছর ধরে বাউল গানের মাধ্যমে সচেতনতার বার্তা ও শান্তি সম্প্রীতির বার্তা পৌঁছে দিয়ে চলেছেন মানুষের ঘুমন্ত মনকে জাগাতে। সারা পশ্চিম বাংলার ২৩টি জেলায় ঘুরে শান্তি সম্প্রীতির বাউল গানের বার্তায় প্রশংসিত। ভারতের রাজধানী দিল্লী বহু বার গিয়েছেন, দিল্লী সহ উত্তরপ্রদেশ, বিহার, ঝারখন্ড, আসাম, উড়িষ্যা, বিশাখাপত্যনম, ভাইজাক অযোধ্যা, আগ্রা, মথুরা, বৃন্দাবন, উত্তরাখণ্ড, কেদারনাথ, বদ্রিনাথ, বেনারস, কাশি, হরিদ্বার, এলাহাবাদ মহা কুম্ভে প্রভৃতি জায়গায় বাউল গানে শান্তি সম্প্রীতির বার্তায় দেশের মানুষের কাছে জনপ্রিয়। এছাড়াও বাংলাদেশের বিভিন্ন জেলা এবং রাজধানী ঢাকায় বহুবার আমন্ত্রণে গিয়ে বহুল প্রশংসিত এমনকি ঢাকা হাই কমিশন থেকে সম্মানিত ও পুরস্কৃত, আমেরিকা ইউ এস এ থেকেও সম্মানিত। দুই বাংলার জনপ্রিয় কবি অনুষ্ঠানের মুখ্য পৃষ্ঠপোষক বরুণ চক্রবর্তী বলেন সারা রাজ্যে ও সারা দেশে এমন নিঃস্বার্থ ভাবে বিনা পারিশ্রমিকে সমাজ সচেতন এর বাউল বলতে খাজা আনোয়ার বেড় পূর্ব বর্ধমানের ডক্টর স্বপন দত্ত বাউল একজনই আছেন যার জুড়ি মেলা ভার। স্বপন দত্ত বাউল শুধু বাংলার গর্ব নয় আজ উনি সারা ভারতের গর্ব করার মত শিল্পী।

চুপি চুপি কারচুপি! এসআইআর-এর আগেই নাম গায়েব, বিস্ফোরক অভিযোগ তৃণমূলের

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব সংবাদদাতা, কলকাতা ঃ পশ্চিমবঙ্গের ভোটার তালিকা নিয়েই ফের রাজনৈতিক উত্তাপ। নির্বাচন কমিশনের বিরুদ্ধে গুরুতর অভিযোগ আনল রাজ্যের শাসকদল তৃণমূল কংগ্রেস। অভিযোগ, রাজ্যে এসআইআর বা স্পেশ্যাল সামারি রিভিশন প্রক্রিয়া শুরুর আগেই ভোটার তালিকা থেকে নাম গায়েব হয়ে যাচ্ছে। শুধু তাই নয়, ২০০২ সালের মূল হার্ড কপির সঙ্গে বর্তমানে প্রকাশিত কমিশনের ডিজিটাল তালিকার মধ্যে দেখা যাচ্ছে ভয়ঙ্কর গরমিল। এই গরমিলের জেরেই এখন রাজ্য রাজনীতিতে নতুন বিতর্কের সূত্রপাত। বৃহস্পতিবার কলকাতায় সাংবাদিক সম্মেলন করে তৃণমূলের মুখ পাত্র ও দলের রাজ্য সাধারণ সম্পাদক কুণাল ঘোষ অভিযোগ করেন, ‘চুপি চুপি বাদ দেওয়া হচ্ছে ভোটারদের নাম। কমিশন যে ২০০২ সালের ডিজিটাল ভোটার তালিকা প্রকাশ করেছে, তাতে অনেকের নামই নেই, যাঁদের নাম সেই বছরের আসল হার্ড কপিতে ছিল।’ তাঁর দাবি, এই ঘটনা এক-দুটি বুথের নয়, একাধিক কেন্দ্রেই একই ধরনের অসঙ্গতি ধরা পড়ছে। তৃণমূলের তরফে কুণালের সঙ্গে উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের মন্ত্রী চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য। তিনি বলেন, ‘মানুষের মনে আতঙ্ক তৈরি করা হচ্ছে। ভোটাধিকার নিয়ে প্রশ্ন তুলে দেওয়া হচ্ছে।’ এরপরই কুণাল ঘোষ সরাসরি কমিশনের বিরুদ্ধে অভিযোগ তুলে বলেন, ‘২০০২ সালের ভোটার তালিকাকে এবার এসআইআর প্রক্রিয়ায় সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ধরা হচ্ছে। কমিশনের নিয়ম অনুযায়ী, যাঁদের নাম সেই সময়কার তালিকায় আছে, তাঁদের আর আলাদা করে কোনও প্রমাণপত্র দেখাতে হবে না। কিন্তু সেই তালিকাতেই যদি নাম গায়েব হয়ে যায়, তাহলে কীভাবে গণতান্ত্রিক অধিকার রক্ষা হবে?’ কুণাল ঘোষ আরও দাবি করেন, তকোচবিহার বিধানসভার নাটাবাড়ি কেন্দ্রের বুথ নম্বর ২-এ ২০০২ সালের হার্ড কপিতে ভোটারের সংখ্যা ছিল ৭১৭। কিন্তু এখন কমিশনের ওয়েবসাইটে যে তালিকা আপলোড করা হয়েছে, সেখানে দেখা যাচ্ছে মাত্র ১৪০টি নাম।দ প্রশ্ন তুলেছেন তিনি, ‘৭১৭ থেকে ১৪০ নাম কমে গেল কীভাবে? বাকিদের নাম গেল কোথায়? এই পার্থক্যের জবাব কে দেবে?’ তৃণমূলের দাবি, এই ঘটনাই প্রমাণ করছে যে পরিকল্পিতভাবে রাজ্যের ভোটার তালিকায় হেরফের চলছে। আর তার পেছনে সক্রিয় ভূমিকা নিচ্ছে বিজেপি। কুণাল ঘোষের কথায়, তবিজেপির পার্টি অফিসে বসে এই চক্রান্ত হচ্ছে। সেই পরিকল্পনাই কমিশনের ওয়েবসাইটে বাস্তবায়িত হচ্ছে। না হলে বিজেপির নেতারা আগেভাগে কীভাবে বলে দিতে পারেন যে, বহু মানুষের নাম বাদ যাবে?দ তৃণমূলের অভিযোগের মূল ভিত্তি হল, ২০০২ সালে পশ্চিমবঙ্গে শেষবার এসআইআর প্রক্রিয়া সম্পন্ন হয়েছিল। সেই বছরের ভোটার তালিকাকেই এবার ভিত্তি হিসেবে ধরে কাজ করছে কমিশন। নিয়ম অনুযায়ী, যাঁদের নাম ২০০২ সালের তালিকায় রয়েছে, তাঁদের নতুন করে ফর্ম বা পরিচয়পত্র জমা দিতে হবে না। কিন্তু অভিযোগ অনুযায়ী, সেই তালিকাতেই যদি নাম গায়েব হয়ে যায়, তাহলে হাজারো ভোটার সমস্যায় পড়বেন। রাজ্য রাজনীতির বিশেষজ্ঞদের মতে, তৃণমূলের এই অভিযোগ কেবল কমিশনের বিরুদ্ধে নয়, বরং এর মাধ্যমে বিজেপিকেও কোণঠাসা করার কৌশল নিচ্ছে শাসকদল। কারণ, এই অভিযোগ ভোটার তালিকায় কারচুপির সম্ভাবনা সামনে এনে সরাসরি গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ার ওপর প্রশ্ন তুলেছে। তৃণমূলের এক নেতা বলেন, ‘যদি পুরনো তালিকায় থাকা নাম গায়েব হয়ে যায়, তাহলে তা মানুষের ভোটাধিকার কেড়ে নেওয়ার শামিল। এটা শুধু প্রশাসনিক ভুল নয়, এটা পরিকল্পিত রাজনৈতিক খেলা।’ অন্যদিকে, বিজেপির তরফে এখনও পর্যন্ত এই অভিযোগের বিষয়ে কোনও সরকারি প্রতিক্রিয়া মেলেনি। তবে রাজনৈতিক মহলের ধারণা, আগামী কয়েকদিনের মধ্যেই বিরোধী শিবির এই ইস্যুতে তৃণমূলের পাল্টা অবস্থান নেবে। কারণ, ভোটার তালিকাকে কেন্দ্র করে বাংলার রাজনীতি নতুন করে উত্তপ্ত হতে চলেছে। উল্লেখযোগ্যভাবে, সম্প্রতি নির্বাচন কমিশন রাজ্যের ভোটার তালিকার ডিজিটাল সংস্করণ প্রকাশ করেছে, যেখানে ২০০২ সালের পুরনো হার্ড কপি অনুসারে নামগুলির মিলিয়ে দেখা হচ্ছে। সেই তালিকা নিয়েই এখন প্রশ্ন তুলেছে তৃণমূল। তাদের দাবি, ‘যদি এখনই এমন কারচুপি শুরু হয়, তাহলে আসন্ন নির্বাচন প্রক্রিয়ার স্বচ্ছতা কীভাবে নিশ্চিত হবে?’ কুণাল ঘোষের কথায়, ‘আমরা শুধু অভিযোগ করছি না, প্রমাণসহ বলছি কোথায় কোথায় গরমিল রয়েছে। যদি কমিশন নিরপেক্ষভাবে তদন্ত করে, তাহলে সত্য সামনে আসবে।’

ভবানীপুরে মমতার বিরুদ্ধে লড়াইয়ের ডাক শুভেন্দুর, কিন্তু বিজেপির মণ্ডল অফিসই নেই!

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব সংবাদদাতা, কলকাতা ঃ ২০২৬ সালের বিধানসভা নির্বাচনের আগে ভবানীপুর কেন্দ্রে রাজনৈতিক উত্তেজনা ক্রমশ চড়ছে। বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী ইতিমধ্যেই ঘোষণা করেছেন, এবার মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের গড় ভবানীপুরেই তাঁকে কড়া চ্যালেঞ্জ জানাবে বিজেপি। কিন্তু ভোটের মাত্র পাঁচ মাস আগে বিজেপির সেই লড়াইয়ের প্রস্তুতি নিয়েই প্রশ্ন উঠেছে দলের অন্দরে। কারণ, মুখ্যমন্ত্রীর বিধানসভা ভবানীপুরের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ মণ্ডল; ভবানীপুর-২; এর কোনও স্থায়ী পার্টি অফিসই এখন নেই। এই মণ্ডলেই রয়েছে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নিজস্ব ওয়ার্ড, ৭৩ নম্বর। ওই ওয়ার্ডেই মুখ্যমন্ত্রীর পরিবারও ভোটার হিসেবে নথিভুক্ত। ফলে রাজনৈতিকভাবে এই মণ্ডলের গুরুত্ব অপরিসীম। অথচ, এখন সেখ ানে বিজেপির কোনও স্থায়ী কার্যালয় নেই; যা স্বাভাবিকভাবেই সংগঠনের সক্রিয়তা নিয়ে নানা প্রশ্ন তুলছে। ভবানীপুর-২ মণ্ডলের একাধিক কর্মীর বক্তব্য, অফিস না থাকায় নিয়মিতভাবে বৈঠক বা প্রচারের পরিকল্পনা করা সম্ভব হচ্ছে না। অনেকে অস্থায়ী জায়গায় বসে কাজ চালাচ্ছেন, কিন্তু তা সংগঠনের কাঠামো বজায় রাখার জন্য যথেষ্ট নয়। দক্ষিণ কলকাতা বিজেপির এক সূত্র জানিয়েছে, কয়েক মাস আগেও ভবানীপুর-২ মণ্ডলের একটি অস্থায়ী অফিস ছিল। সেটি ছিল হরিশ পার্কের উল্টো দিকে। ২০২১ সালের বিধানসভা নির্বাচনের ফল ঘোষণার দিন পর্যন্ত সেই অফিসই ছিল বিজেপির অন্যতম কেন্দ্র। কিন্তু ২ মে ভোটের ফল ঘোষণার দিন রাতেই কে বা কারা সেই অফিসে আগুন ধরিয়ে দেয় বলে অভিযোগ। তারপর থেকেই বিজেপি নেতৃত্ব সেখানে আর বসতে পারেননি। দলের দাবি, সেই দিন থেকে ভবানীপুরে তাদের সংগঠনের কাজ কার্যত অচল হয়ে পড়ে। পরিস্থিতি কিছুটা সামলাতে ২০২৩ সালের লোকসভা ভোটের আগে তৎকালীন ভবানীপুর-২ মণ্ডলের সভাপতি সঞ্জিত শর্মা তাঁর নিজের বাসভবন ২৬, স্কুল রোডের ছাদে একটি অস্থায়ী অফিস তৈরি করেন। সেখান থেকেই শুরু হয় সংগঠনের কাজকর্ম। কিন্তু এবছরের মার্চ-এপ্রিলে মণ্ডল স্তরে নেতৃত্ব পরিবর্তনের সময় সঞ্জিতকে সরিয়ে সভাপতির দায়িত্ব দেওয়া হয় শিবসাগর যাদবকে। নতুন সভাপতি দায়িত্ব নেওয়ার পরই বন্ধ হয়ে যায় ওই অস্থায়ী অফিসটিও। বর্তমান সভাপতি শিবসাগর যাদব বলেন, তএখন আমাদের মণ্ডলের কোনও স্থায়ী অফিস নেই, এটা সত্যি। তবে আমরা নির্বাচনের আগেই নতুন অফিস তৈরি করব। মুখ্যমন্ত্রীর বিরুদ্ধে আমাদের লড়াই সংগঠিতভাবে হবে।দ তবে নতুন অফিস কোথায় হবে, বা কবে তৈরি হবে; সে বিষয়ে তিনি কোনও নির্দিষ্ট উত্তর দিতে পারেননি। অন্যদিকে, প্রাক্তন সভাপতি সঞ্জিত শর্মা নিজের অবস্থান পরিষ্কার করে বলেছেন, ‘আমার বাড়িতে কোনওদিনই পার্টি অফিস ছিল না। দলের কাজ অনেক সময় নেতাকর্মীরা বাড়িতে করতে পারেন, কিন্তু সেটা পার্টি অফিস হয় না। শুধু মণ্ডল-২ নয়, ভবানীপুরের অন্য দুই মণ্ডলেরও এখন কার্যত কোনও অফিস নেই।’ তবে ভবানীপুরের অন্য মণ্ডলগুলির নেতৃত্ব সঞ্জিতের বক্তব্যের বিরোধিতা করেছেন। দক্ষিণ কলকাতা বিজেপির এক নেতার দাবি, ভবানীপুর-১ মণ্ডল, যা ৬৩, ৭০ ও ৭২ নম্বর ওয়ার্ড নিয়ে গঠিত, তাদের একটি অফিস রয়েছে গিরিশ মুখার্জি রোডে। যদিও তা বর্তমানে ব্যবহার করা হচ্ছে না। আবার ভবানীপুর-৩ মণ্ডল, যা ৭৪ ও ৭৭ নম্বর ওয়ার্ড নিয়ে, তাদের অফিস রয়েছে অরফ্যানগঞ্জ রোডে। সেখানে সম্প্রতি বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী নিজে উপস্থিত থেকে বিজয়া সম্মিলনীও করেছেন। ফলে সঞ্জিত শর্মার বক্তব্য পুরোপুরি সঠিক নয় বলেই দাবি সেই গোষ্ঠীর। দক্ষিণ কলকাতা জেলা বিজেপির সাধারণ সম্পাদক ইন্দ্রজিৎ খটিক এই বিতর্কে মুখ খুলে বলেন, ‘২০২১ সালের ২ মে সারা রাজ্যের মতো ভবানীপুরেও আমাদের ওপর আক্রমণ হয়েছিল। আমাদের পার্টি অফিস জ্বালিয়ে দেওয়া হয়েছিল, এটা সত্যি। এখন অফিস না থাকলেও আমরা নতুন করে সংগঠন গড়ে তুলছি। শুধু মণ্ডল অফিস নয়, ওয়ার্ড স্তরেও অফিস তৈরি হবে। আমরা মুখ্যমন্ত্রীর বিরুদ্ধে সমস্ত শক্তি নিয়ে লড়াইয়ে নামব।’ রাজনৈতিক পর্যবেক্ষকদের মতে, ভবানীপুর বিজেপির সংগঠনগত দুর্বলতা বিরোধী দলনেতার ঘোষণার সঙ্গে এক গভীর বিরোধ তৈরি করছে। শুভেন্দু অধিকারী যেখানে ভবানীপুরে ‘মমতাকে হারানোর ডাক’ দিচ্ছেন, সেখানে বিজেপির মাটির সংগঠন কার্যত দিশাহারা; যা ভোটের আগেই তাদের কৌশলগত অবস্থান দুর্বল করে দিতে পারে। ভবানীপুর আসনে মুখ্যমন্ত্রীর বিপক্ষে প্রার্থী নির্বাচনের প্রস্তুতি এবং দলীয় সংগঠন পুনর্গঠন; এই দুটি দিক এখন দক্ষিণ কলকাতা বিজেপির সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ। দলীয় মহলের একাংশ মনে করছে, যদি দ্রুত অফিস এবং সাংগঠনিক কাঠামো তৈরি না হয়, তাহলে মুখ্যমন্ত্রীর ঘাঁটিতে বিজেপির প্রতিদ্বন্দ্বিতা শুধুই রাজনৈতিক প্রচারণায় সীমাবদ্ধ থেকে যাবে।

আত্মহত্যার অভিযোগ সাজানো ঃ বিরোধী দলনেতার

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ আমরা পুকুর কেটেছি, অভিষেক মাছ খেয়েছে। আমরা ন্যাচারাল প্রোডাক্ট, লড়াই করে মমতা ব্যানার্জীকে মুখ্যমন্ত্রী করেছি কিন্তু অভিষেক কার্বাইড দিয়ে পাকানো মাল, আবারো কি তৃণমূল ছাড়ার আসল কারণ স্পষ্ট করলেন শুভেন্দু? এন আর সি আতঙ্কে আগরপাড়ার বাসিন্দা প্রদীপ কর গত মঙ্গলবার আত্মঘাতী হয়েছিলেন। গতকাল তার বাড়িতে গিয়েছিলেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। প্রদীপ করকে আত্মহত্যায় প্ররোচনা দেওয়া হয়েছে, এই অভিযোগে খড়দা থানায় অভিযোগ দায়ের করলেন মৃত প্রদীপ করের ভাইয়ের স্ত্রী, নন্দীগ্রামে একটি পুজোর উদ্বোধনে এসে শুভেন্দু অধিকারী বলেন, এই অভিযোগ পুরো সাজানো, ৭ই ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত গাছ থেকে পড়ে গেলে, বাজ পড়ে মারা গেলে এইসব করবে। ১২ টি রাজ্যে এবং কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলগুলিতে এস.অই.আর. হচ্ছে, কারোর অসুবিধা হচ্ছে না, শুধু পিসি ভাইপোর হচ্ছে। ২০০২ সালে ভাইপোর জন্মই হয়নি। নন্দীগ্রামেও প্রচুর সংখ্যক মৃত ভোটার রয়েছে, যাদের নামে ভোট পড়ে এখনো। আতে ঘা লেগেছে, বুঝতে পারছে যাবে। চিঠির হস্তাক্ষর পরীক্ষা সেন্ট্রাল ফরেনসিক ল্যাবে হোক এবং তা যেন হাইকোর্টের তত্ত্বাবধানে হয় এমন দাবি তোলেন বিরোধী দলনেতা। পাশাপাশি অভিষেক ব্যানার্জি গতকাল আক্রমণ সানিয়েছিলেন নির্বাচন কমিশনকে, সেই নিয়েও কটাক্ষ ছুড়ে দেন শুভেন্দু অধিকারী। বিরোধী দলনেতা বলেন, আমরা লড়াই করে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে মুখ্যমন্ত্রী করেছি। আমরা পুকুর কেটেছি, অভিষেক মাছ খেয়েছে। আমরা ন্যাচারাল প্রোডাক্ট, কিন্তু অভিষেক কার্বাইড দিয়ে পাকানো মাল।

জগদ্ধাত্রী পুজোর উদ্বোধনে শ্রীসমীরেশ্বর ও গায়ক সনজিৎ মন্ডল

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব সংবাদদাতা, নববারাকপুর ঃ নব বারাকপুর পুরসভার ১৮ নং ওয়ার্ডের দক্ষিণ কোদালিয়া অঙ্কুর ১৮ নং ওয়ার্ড জগদ্ধাত্রী পূজা কমিটির ২০ তম বর্ষের সার্বজনীন জগদ্ধাত্রী পুজো শুভ উদ্বোধন করেন বিশ্ব সেবাশ্রম সঙ্ঘের প্রতিষ্ঠাতা শ্রীসমীরেশ্বর ব্রহ্মচারী ও জনপ্রিয় সংগীত শিল্পী সনজিৎ মন্ডল। বুধবার রাতে ফিতে কেটে মঙ্গলদ্বীপ প্রজ্বলন করে মাতৃ প্রতিমার আবরণ উন্মোচন করেন শ্রী সমীরেশ্বর ও গায়ক সনজিৎ মন্ডল। পূজ্যপদ শ্রীসমীরেশ্বর বলেন মা তো জগৎকে ধারণ করেছেন। জগতকে প্রতিপালন করেন। বার্তা জগৎ যেন ভালো থাকে। মায়ের সৃষ্টিকে সুন্দর করতে পারি। সবচেয়ে বড় কথা মাটির মূর্তি দিয়ে মা কে পুজো করলে ঘরের মাকে আমরা বৃদ্ধাশ্রমে পাঠাচ্ছি এটা যেন না হয়। জগত টাকে ভালো করে দেখতে হবে। শক্তি যখন আর্বিভাব হয় তার পিছনে একটা শুভ লক্ষন থাকে, অশুভ কে নাশ করে শুভকে আহ্বান। শক্তি টা শুভ কাজে ব্যবহার করা হয়। সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। জগদ্ধাত্রী পূজা কমিটির পক্ষ থেকে শ্রী সমীরেশ্বর ও গায়ক সনজিৎ মন্ডল কে স্মারক প্রদান করে সম্মানিত করা হয়। শ্রোতাদের অনুরোধে গায়ক সনজিৎ মন্ডল খালি গলায় একটি শ্রুতিমধুর ভক্তিমূলক সংগীত পরিবেশন করেন। বৃহস্পতিবার সকাল থেকেই মহা নবমীর পুজা অর্চনা পুষ্পাঞ্জলি হোম যঞ্জ মায়ের মহাভোগ চলে। জগদ্ধাত্রী পুজোকে কেন্দ্র করে এলাকাবাসীর স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণ উন্মাদনা ছিল বেশ ভালো। উপস্থিত ছিলেন অঙ্কুর জগদ্ধাত্রী পূজা কমিটির পক্ষে সঞ্জয় সাহা, বাবু সরকার, আশীষ ঘোষ, বিশ্বজিৎ ভট্টাচার্য, কেশব সরকার সহ বিশিষ্ট জনেরা।

মাত্র ১২ বছর বয়সেই আন্তর্জাতিক মঞ্চে সাফল্য

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ বাঙালি হিসাবে এটা আমাদের গর্বের মুহূর্ত। বর্ধমানের ছোট্ট মেয়ে প্রত্যুষা সকলকে পিছনে ফেলে গলায় পারলো বিজয় মালা। আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতায় ১২টি দেশের প্রতিযোগীকে হারিয়ে স্বর্ণপদক জয় করেছে পূর্ব বর্ধমানের জামালপুর ব্লকের কোরা গ্রামের ১২ বছর বয়সী প্রত্যুষা কোলে। আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতায় ট্র্যাডিশনাল যোগায় ১০-১২ বছর বিভাগে প্রথম স্থান অধিকার করে স্বর্ণপদক জয় করেছে সে। পাশাপাশি প্রত্যেকটি বিভাগের চ্যাম্পিয়নদের নিয়ে অনুষ্ঠিত চ্যাম্পিয়ন্স অফ দ্য চ্যাম্পিয়ন্স রাউন্ডে রানার্স আপ হয়েছে প্রত্যুষা। মাত্র ১২ বছর বয়সেই তাঁর এই সাফল্যে দেশের পাশাপাশি পূর্ব বর্ধমান জেলার নাম উজ্জ্বল হল। প্রত্যুষার এই সাফল্যে খুশি গ্রামবাসীরাও। ছোটবেলা থেকেই বর্ধমানের এই কন্যা যোগাসনে জেলা ও রাজ্য স্তরে সাফল্য অর্জন করেছে। এই গর্ব শুধু প্রত্যুষা বা বর্ধমান জেলার নয়, এই গর্ব সমগ্র ভারতবর্ষের। আন্তর্জাতিক যোগাসন প্রতিযোগিতাটি নেপালে অনুষ্ঠিত হয়েছিল। ভারত, নেপাল, ভুটান, থাইল্যান্ড, ইন্দোনেশিয়া, রাশিয়া, জাপান, সিঙ্গাপুর, ইউএসএ, বাংলাদেশ, শ্রীলঙ্কা সহ ১২টি দেশ অংশগ্রহণ করেছিল। নেপালে আয়োজিত এই আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতায় অংশ নেওয়ার আগে জেলা, রাজ্য ও জাতীয় পর্যায়ে প্রতিযোগিতায় অংশ নিয়েছিল প্রত্যুষা। সেখানে সে সাফল্যের সঙ্গেই প্রথম স্থান অধিকার করেছিল। সেই ধারা অব্যাহত রেখে নেপালেও সে প্রথম হয়ে স্বর্ণপদক জয় করে। প্রতিযোগিতায় প্রথম হয়ে একটি গোল্ড মেডেল, একটি ট্রফি ও সার্টিফিকেট পায় সে। সমস্ত গ্রুপের প্রথম ও দ্বিতীয়দের নিয়ে হওয়া চ্যাম্পিয়নের চ্যাম্পিয়ন প্রতিযোগিতায় খুদে বঙ্গতনয়া তাঁর থেকে অনেক বড়দের সঙ্গে লড়াই করে রানার্স হয়।

এসআইআর নিয়ে বৃহস্পতিবার সর্বদলীয় বৈঠক হয়ে গেল হাওড়ায়

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব সংবাদদাতা, সুমন আদক ঃ এসআইআর নিয়ে সর্বদলীয় বৈঠক হয়ে গেল হাওড়ায়। পশ্চিমবঙ্গের ভোটার তালিকার বিশেষ নিবিড় সংশোধন নিয়ে বৃহস্পতিবার এক সর্বদলীয় বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। আগামী বছর এরাজ্যে বিধানসভা ভোট। তার আগে তালিকা সংশোধনের কাজ শেষ করার পরিকল্পনা নিয়েছে নির্বাচন কমিশন। এস. আই. আরের চূড়ান্ত তালিকা ধরেই এবার পশ্চিমবঙ্গের বিধানসভা নির্বাচন হবে। সেই লক্ষ্যেই পশ্চিমবঙ্গের ভোটার তালিকার বিশেষ নিবিড় সংশোধন কর্মসূচী-২০২৬-কে সামনে রেখে বাড়ি বাড়ি গণনা পর্ব আগামী ৪ঠা নভেম্বর থেকে শুরু হতে চলেছে। এক্ষেত্রে সকল ভোটারকে গণনা ফর্ম পূরণ করে জমা দিতে হবে। ‘এস আই আর’ শুরুর আগে বৃহস্পতিবার হাওড়ায় এক সর্বদলীয় বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। ডিএম সহ প্রশাসনের আধিকারিকরা ওই বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন। জানা গেছে, বিএলও-রা ৪ঠা নভেম্বর, ২০২৫ থেকে ৪ঠা ডিসেম্বর, ২০২৫ এর মধ্যে বাড়িতে বাড়িতে যাবেন। দু’কপি গণনা ফর্ম দেওয়া হবে পূরণ করার জন্য। ফর্ম পূরণে তাঁরা সহায়তাও করবেন। এরপর ভোটারের সই সহ পূরণ করা গণনা ফর্ম সংগ্রহ করে রশিদ প্রদান করবেন তাঁরা। ভোটারদের ফর্মটির উভয় কপি পূরণ করতে হবে। গণনা ফর্মে বর্তমান ছবি আটকাতে হবে। এদিনের সর্বদলীয় বৈঠক শেষে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে তৃণমূল কংগ্রেসের হাওড়া জেলা সদরের সভাপতি বিধায়ক গৌতম চৌধুরী বলেন, কোনও ভোটার যেন বাদ না পড়েন তা দেখতে হবে। ‘এসআইআর’ হোক। কিন্তু আমরা ‘এনআরসি’ আমরা মানব না।

‘দিল্লিতে স্বাধীনভাবে আছি’- শেখ হাসিনা

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ অবশেষে বাংলাদেশের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা স্বীকার করলেন তিনি দিল্লিতে আছেন। সেখান থেকেই প্রেস মিটে গভীর ক্ষোভ প্রকাশ করলেন ইউনুস সরকারের বিরুদ্ধে। ২০২৪ সালের ৫ অগস্ট। অগ্নিগর্ভ পড়শি দেশ, বাংলাদেশ। বৈষম্য বিরোধী ছাত্র আন্দোলন তখন গণ আন্দোলনের রূপ নিয়েছে। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ছাত্র আন্দোলন নিয়ে ‘রাজাকার’ মন্তব্য সেই আগুনে ঘৃতাহুতি দিয়েছে। পরিস্থিতি যখন নিয়ন্ত্রণের বাইরে, তখন সেদিন দুপুরে দেখা যায়, সেনার কপ্টারে উঠছেন শেখ হাসিনা। বাংলাদেশ ছাড়লেন শেখ হাসিনা। দেশ ছাড়ার আগে ইস্তফা দিলেন প্রধানমন্ত্রী পদ থেকে। আশ্রয় নিলেন ভারতে। বছর কেটে গেলেও, আর দেশে ফেরেননি বাংলাদেশের তিনি। সত্যিই কি আর কখনও বাংলাদেশে ফিরে যাবেন না শেখ হাসিনা? গত বছর বাংলাদেশ সরকারের পতন ও নতুন অন্তর্বর্তী সরকার গঠনের পর থেকেই ভারতে রয়েছেন শেখ হাসিনা। আড়ালেই থাকেন তিনি। কখনও প্রকাশ্যে দেখা যায়নি। এবার কিছুটা হলেও প্রকাশ্যে এসে বার্তা পাঠালেন। এই প্রথম তিনি তিনটি আন্তর্জাতিক সাক্ষাৎকার দিলেন ইমেইল মারফত। রয়টার্স, এএফপি ও দ্য ইন্ডিপেনডেন্টকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে মুজিব কন্যা জানিয়েছেন, দিল্লিতে তিনি স্বাধীনভাবে থাকলেও, অবশ্যই নিজের দেশে ফিরে যেতে চান। তবে তাঁর দল, আওয়ামী লিগ-কে বাদ দিয়ে যদি কোনও নির্বাচন হয় ও সরকার গঠিত হয়, সেই সরকারের অধীনে তিনি কখনওই বাংলাদেশে ফিরে যাবেন না। ক্রমাগত চাপের মুখে আগামী বছরের ফেব্রুয়ারি মাসে বাংলাদেশে জাতীয় নির্বাচনের ঘোষণা করেছেন অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা মহম্মদ ইউনূস। তবে বাংলাদেশের নির্বাচন থেকে গত মে মাসেই নিষিদ্ধ করা হয়েছে হাসিনার আওয়ামী লিগকে। এই নিয়ে একরাশ ক্ষোভ উগরে মুজিব কন্যা বলেন যে আওয়ামী লিগের লক্ষ লক্ষ সমর্থকরা আগামী বছরের জাতীয় নির্বাচন বয়কট করবে। তিনি বলেন, আওয়ামী লিগের উপরে নিষেধাজ্ঞা শুধু অনৈতিক নয়, বরং এটি আত্ম-পরাজয়ও।

আলোই ঈশ্বরের প্রতিবিম্ব
দুরন্ত বার্তা
৩০ বর্ষ, দৈনিক সংখ্যা ৩২৬, সংখ্যা, শুক্রবার ১৩ কার্ত্তিক ১৪৩২

সাহিত্যিক সমরেশ বসু

সব স্মৃতি মনে পড়ছিল, সমরেশ বসু ,তারাশঙ্করের ঠাণ্ডা পা দুটো দু'হাত দিয়ে চেপে ধরে নীরবে প্রশ্ন করেন - কী জবাব পেয়ে গেলেন জীবন এত ছোট কেন? সেদিন ছিল ১৪ সেপ্টেম্বর ১৯৭১ । সেদিন প্রয়াত হয়েছেন বাংলা সাহিত্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কথাশিল্পী তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়। লেখক সমরেশ বসুকে খুব পছন্দ করতেন তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়। সমরেশ বসু ছেলেবেলায় ভাবতেন কী বিরাট নাম তারাশঙ্কর। সংকোচ কাটিয়ে তাঁর মুখোমুখি হতে সমরেশের বেলা বয়ে যায়। এর মাঝে 'পিপলস ওয়ার' পত্রিকায় হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের লেখা প্রবন্ধের পাশে ওঁর একটা মুদ্রিত ছবি দেখেছিলেন। মন তৃপ্ত হয় না পিপাসা বাড়ে। শেষ পর্যন্ত দেখা হয় বেঙ্গল পাবলিশার্সে। শচীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় পরিচয় করিয়ে দিতে সমরেশ, তারাশঙ্করের পায়ের কাছে নত হয়ে পড়েছেন। তারাশঙ্কর তাঁকে জোর করে পাশের চেয়ারে বসিয়ে শচীনের দিকে তাকিয়ে মানে 'উত্তরঙ্গ'? তখনও সমরেশের একটা হাতে তারাশঙ্করের হাত। বললেন পড়েছি, ভাল। তুমি কমিউনিস্ট? সমরেশ নীরব। উত্তর না পেয়ে তারাশঙ্কর বললেন তা হোক, তোমার সাথে কথা আছে। একদিন বাড়িতে এসো। শচীনের কাছ থেকে টেলিফোন নম্বর নিও। একটু নিস্তব্ধতা, হঠাৎ তারাশঙ্কর, সমরেশকে বললেন নাও সিগারেট নাও। সমরেশ বিব্রত, লজ্জা ভাঙাতে সাহায্য করেন তারাশঙ্কর,আহা খাও তো বটে? মৃদুস্বরে সমরেশের স্বীকারোক্তি,খাই। বাজখাঁই গলায় তারাশঙ্করের আন্তরিকতা, তবে আবার কি আমি দিছি খাও। সিগারেট ধরাতে হয়েছিল সমরেশকে, মনে পড়ে জনৈক সমালোচক 'উত্তরঙ্গ' উপন্যাসের সমালোচনা করতে গিয়ে লিখেছিলেন ওই উপন্যাসে তারাশঙ্করের প্রভাব সুস্পষ্ট। অদ্ভুত বিষয় কিছুদিন পরে লোকে সমরেশ বসুকে বলতেন ছোট তারাশঙ্কর। একদিন তারাশঙ্করের কাছে সমরেশ গেলেন, সস্নেহে তিনি বললেন শুনেছিস লোকে তোকে কী বলে? অনুজের উত্তর জানি। শুনেছি। অগ্রজ এবার অভিভাবক সুলভ কণ্ঠে বললেন - ভাল করে লিখবি। এমনি করেই তিনি অপরিসীম স্নেহে সমরেশের দিকে গভীর ব্যগ্রতা নিয়ে আমৃত্যু তাকিয়ে ছিলেন। নৈতিক চেতনা ঘরের বাঁধন ভেঙে তারাশঙ্করকে দেশের কাজে টেনে এনেছিল। তাঁর জীবনে নানাবিধ নিগ্রহ আসে এবং শেষপর্যন্ত কারাগারেও যেতে হয়েছে তাঁকে। দারিদ্র্য, পারিবারিক বিপর্যয়, দেশসেবা রাজনীতি চর্চা ও কারাবাস তারাশঙ্করের শৈশব ও যৌবনকে আন্দোলিত করেছে, কিন্তু তাঁর মা ও পিসীমা তাঁকে যাবতীয় দুর্যোগের হাত থেকে অবিরত বাঁচিয়ে রাখার চেষ্টা করেছেন। তাঁর পিসীমা তাঁকে শাসন করেছেন আর মা জননী তারাশঙ্করের মনে শিল্পের বীজ, দেশপ্রেমের বীজ রোপণ করেছেন। এই দুই সম্মিলিত শক্তি তাঁর মনে নীতিবোধের জন্ম দিয়েছিল। তারাশঙ্কর যৌবনে উত্তাল রাজনৈতিক পরিবেশে দীক্ষিত হয়ে ছিলেন। সেইকালে তাঁর লেখক হওয়ার তেমন সম্ভাবনা বোধহয় ছিল না! দলীয় রাজনীতির কার্যকলাপ দেখে মোহভঙ্গ ঘটলে জেলখানায় বসে সিদ্ধান্ত নেন আত্মার যন্ত্রনাকে সাহিত্যে রূপ দেবেন। এই বিষয়ে তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে সমরেশ বসুর জীবনের প্রচুর মিল। তারাশঙ্কর নিশ্চিত ভাবে শিল্পসৃজনে আত্মস্থ হন।

প্রেসিডেন্সির অধ্যাপক ডিবি

নোবেল পুরস্কার জয়ী অভিজিৎ বিনায়ক বন্দ্যোপাধ্যায়ের পিতা ডিবি বলেই ছাত্রমহলে খ্যাত ছিলেন তিনি।শুধু অর্থনীতি নয় সব বিভাগেই তাঁর সম্পর্কে নানা গল্প হাওয়ায় হাওয়ায় ভেসে বেড়াতো। সেগুলো সবই প্রথাবিরোধী প্রতিষ্ঠানবিরোধী মনোভঙ্গীকেই প্রশ্রয় দিত,আর অজান্তেই ছাত্রদের এক পরোক্ষ আশ্রয় ও সমর্থন হয়ে উঠতেন ডিবি। কেমিস্ট্রি নিয়ে প্রেসিডেন্সিতে ভর্তি হয়েছিলেন তিনি। সম্ভবত সেকেন্ড ইয়ারে পড়ার সময় প্রেসিডেন্সির বিখ্যাত পোর্টিকোতে ততোধিক বিখ্যাত অধ্যাপক তারকনাথ সেনের সঙ্গে বিতণ্ডায় জড়িয়ে পড়েন তিনি। ডিবিকে রাস্টিকেট করা হয়। উনি জাহাজে খালাশির কাজ নিয়ে লণ্ডনে চলে যান। সেখানে ডকে এক অধ্যাপকের সঙ্গে তাঁর আলাপ হয়। সেই পণ্ডিত মানুষটি ডিবির পরিচয় জেনে তাঁকে লণ্ডন স্কুল অফ ইকনমিক্স-এ ভর্তির ব্যবস্থা করেন। সেখান থেকে ফার্স্ট হয়ে প্রেসিডেন্সি কলেজে অধ্যাপক পদে যোগ দেন তিনি। এই রকম নাটকীয় জীবন যাঁর তিনি তো ছাত্রকুলের চোখের মণি হবেনই। কলেজ প্রশাসনের উর্ধতন পদের লোকদের তিনি হামেশাই খুল্লামখুল্লা হতচ্ছেদ্দা করতেন এবং যুক্তিসঙ্গত ভাবেই করতেন। তাঁর সমস্ত পক্ষপাত ছিল ছাত্রদের দিকে। ডিবিকে নিয়ে একটা ঘটনা এখনো মিথ হয়ে আছে। প্রেসিডেন্সিতে বিতর্ক সভা হচ্ছে- 'বাংলা কবিতার বাণিজ্যিকীকরণ ঘটেছে' । তাতে এর পক্ষে - বিপক্ষে বলতে এসেছেন কবি সুনীল গাঙ্গুলি, শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায় এবং আরো কয়েকজন । ছাত্ররা অধিকাংশ স্বভাবতই প্রস্তাবের পক্ষে। এহেন সভার সভাপতি ডিবি। সুনীল বিপক্ষে বলতে গিয়ে নিজের কবিতার দুটি লাইন কবিতা পাঠ করেন। আরো নানারকম সোরগোল চিৎকার চেঁচামেচি, বক্রোক্তি, শ্লেষ, কটূক্তি ইত্যাদি হতে থাকে। এই সমস্ত সময়টা জুড়ে ডিবি স্মিত হাসি নিয়ে দেখছিলেন পক্ষ ও বিপক্ষকে। তাদের তুমুল বাদানুবাদকে। এরপর এই সভার সাম আপ করতে গিয়ে তিনি যা বলেছিলেন তা যে কোন আন্তর্জাতিক মানের সভাকেও চুপ করিয়ে রাখবে। তিনি বলেছিলেন, কোনো আলোচনাসভার সাম আপ হয় । কিন্তু কোনো মোচ্ছবের কি সাম আপ হয়? আমি বরং গল্প বলি। প্রথম গল্পটা ঃ পাড়াগাঁর এক পুকুর ঘাটে বাসন মাজছে, চান করছে গাঁয়ের বৌ ঝি রা । সাথে সাথে পরনিন্দা পরচর্চা চলছে। তো একটি বৌ কাপড় থোপাতে থোপাতে বলল, অমুক বাড়ির বৌ তমুকের সাথে পালিয়েছে! প্রৌঢ়া উত্তর দিল, ভাসুরের সঙ্গে ঘর করছি।

শ্রীশ্রীঅনুকূল ঠাকুর

ধর্ম মানুষকে আলোর পথ দেখাবে। ধর্ম মানেই হচ্ছে সেবা। মানব সেবা। সেবাই হচ্ছে পরম ধর্ম। সব ধর্মে ওপরে তার স্থান। সত্যের বিকাশ করতে হবে। জ্ঞানের বিকাশ করতে হবে। প্রাণের বিকাশ করতে হবে। মানব শক্তি হচ্ছে এই জগতের সবচেয়ে বড় শক্তি। এই শক্তিকে উন্নয়নের কাজে ব্যবহার করতে হবে। মানুষের বিপদের সময়ে গিয়ে পাশে দাঁড়াতে হবে। নিজের মনকে সম্পদশালী করতে হবে। পিছনে দিকে তাকালে চলবে না। সব সময়ে সমানে দিকে তাকিয়ে চলবে হবে। বিপদের সঙ্গে মোকাবিলা করতে হবে। তাদেরকে পরাস্ত করতে হবে।

সাধক বামাক্ষ্যাপা

মায়ের আরাধনা করতে হবে। জাগাতে হবে মনের ভক্তিকে। মনের শক্তিকে। মনের শক্তি এবং ভক্তি জাগরিত হলে আর কোনও অপশক্তি আপনাকে পরাস্ত করতে পারবে না। সব অপশক্তি পরাস্ত হবে। লেখাপড়া সম্পদ সৃষ্টি করার প্রথম ধাপ। শিক্ষা গ্রহণ করে নিজেকে শক্ত খুঁটি ওপরে দাঁড় করানোর কথা ব্যক্ত করেছেন। তন্ত্র সাধক বামাক্ষ্যাপা বললেন, নারী শিক্ষাকে প্রাধান্য দিতে হবে।সমাজে নারীরা যাতে মাথা তুলে দাঁড়াতে পারে তার ব্যবস্থা করতে হবে। নারীদের শিক্ষিত করে তুলে হবে। যদি শিক্ষা গ্রহণ করে নিজেদের সম্পদশালী করতে সক্ষম হয় তাহলে গোটা দেশটা সম্পদে পরিপূর্ণ হয়ে যেতে বেশি সময় নেবে না। বাংলার প্রতিটি ঘর ঘরে প্রতিভা বিকশিত হতে থাকে। সেই সময়ে শিক্ষা ব্যবস্থা খুব শক্ত ভিতের ওপর দাঁড়িয়ে ছিল বলেই এটা সম্ভব হতে পেরেছে। তারাপীঠের মা কালী হচ্ছেন শক্তিদাত্রী। তারাপীঠের মায়ের পুজো করতে হবে। আরাধনা করতে হবে। নারী শক্তির জাগরণ চাই। নারী শক্তিকে কোনও সময়ে অবদামিত করে রাখা যায় না।

শিশু সাহিত্যিক উপেন্দ্র কিশোরের পর শিশু সাহিত্যে উজ্জ্বলতার ঝলক আনেন সুকুমার

রবীন্দ্রকুমার শীল

কবি সুকুমার রায় জন্মগ্রহণ করেন ১৮৮৭ সালে ৩০ অক্টোবর জন্মগ্রহণ করেন। তিনি বিজ্ঞানের ছাত্র ছিলেন। ১৯০৬ সালে তিনি প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে রসায়ন ও পদার্থবিদ্যা নিয়ে ডাবল অনার্স পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে বন্ধুদের নিয়ে গঠন করলেন 'ননসেন্স ক্লাব'। এই ননসেন্স ক্লাব গঠন করার পেছনে

রয়েছে সেই সময়ের যুব সম্প্রদায়ের একটি ক্ষোভ। ভারত তখন পরাধীন। মাত্র কয়েকটি ইংরেজ গোটা ভারতবর্ষে রাজত্ব করে চলেছে আর ভারতবাসীরা তাদের কাছে মাথা নত করে ইংরেজ শাসন ব্যবস্থাকে মেনে নিয়েছে। পরাধীন যুগে ভারতবাসীরা তাদের জন্মভিটেয় অবহেলিত, কালা আদমি বলে চিহ্নিত, ইংরেজদের কাছে ক্রীতদাসের মতো জীবন যাপন করছে। অনেকটা ননসেন্স-এর মতো। নিজ মাতৃভূমিতে পরদেশী হয়ে বসবাস করার যে কতটা লজ্জা তা কবি সুকুমার রায় আঘাত দিয়ে ছিল।

তাঁর সাহিত্যে এমন সব উদ্ভট কল্পনা চিত্র প্রয়োগ করতেন যার কোনও সেন্স থাকতো না। প্রকৃত অর্থে অস্বাভাবিক সাহিত্য রচনা করাই ছিল তার আসল উদ্দেশ্য। কিন্তু অস্বাভাবিক কল্পনা চিত্র অঙ্কিত করে সাহিত্য রচনা করার মধ্যে দিয়েও সেই যুগের চিত্র ধরা পড়ে তাঁর সৃষ্টিশীল সাহিত্যধারার মধ্যে। বিজ্ঞানের ছাত্র হওয়ার সুবাদে তিনি তাঁর বহু কবিতা গল্পে বিজ্ঞানকে যথোপযুক্ত ভাবে ব্যবহার করে হাস্যরসকে আরও রসঘন করে তুলেছেন। রসায়ন এবং পদার্থ বিজ্ঞানকে তিনি সাহিত্যের সঙ্গে মিলিয়ে কল্প বিজ্ঞান সাহিত্য জগত তৈরি করে দিয়েছিলেন। এটা বলা যেতেই পারে তিনিই প্রথম বিজ্ঞানকে সাহিত্যের মধ্যে মিশিয়ে তাকে এমনভাবে পাঠকদের সমানে উপস্থিত করেছিলেন যা সেই সময়ে আর কোনও কবির পক্ষে তা সম্ভব হয়নি। রসায়ন ও পদার্থ বিজ্ঞানের সঙ্গে সাহিত্যের সংযোগ ঘটিয়ে বাংলা সাহিত্যের একটি নতুন দিক রচনা করলেন যা পরবর্তীকালে তাঁর সুযোগ্য সন্তান সত্যজিৎ রায় আধুনিক বিজ্ঞানের সংযোগ ঘটিয়ে পিতার সৃষ্টিকৃত বাংলা সাহিত্যের দিকগুলোকে আরও শ্রীবৃদ্ধি রচনায় ব্রতী হয়েছিলেন। স্বয়ং কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর পর্যন্ত তাঁকে ভালোবেসে ফেলেছিলেন তাঁর অসাধারণ বিজ্ঞানভিত্তিক রচনার জন্য। 'আবোল তাবোল' কবিতা গ্রন্থে তিনি 'খুড়োর কল' নামে একটি কবিতা রচনা করেছেন। সেখানে তিনি পদার্থ বিজ্ঞানকে ব্যবহাক করেন।' কল করেছেন আজব রকম চণ্ডীদাসের খুড়ো / সবাই শুনে সাবাস বলে পাড়ার ছেলে বুড়ো/ ..সেই খুড়ো আজ কল করেছেন আপন বুদ্ধি বলে/ পাঁচ ঘন্টার রাস্তা যাবে দেড় ঘন্টায় চলে।' আজব খাবার ঝোলানো কল নিয়ে কবিতা একমাত্র সুকুমার রায়ই লিখতে পেরেছেন। 'হাতুড়ে' কবিতায় তিনি লিখেছেন-'একবার দেখে যাও ডাক্তারি কেরামত/ কাটা ছেঁড়া ভাঙা চোরা চটপট মেরামত'। গ্রাম বাংলায় বহু হাতুড়ে ডাক্তার এখনও রয়েছেন। যারা ডাক্তারি না জেনেও চিকিৎসা করে চলেছেন। তাদেরকে নিয়ে চমকপদ কবিতা রচনা করে পাঠকদের মুগ্ধ করতে সক্ষম হয়েছিলেন কবি সুকুমার রায়। (ক্রমশ)

ক্ষণজন্মা কবি। শব্দটা আমাদের বেশ ক্লেশ দেয়। বাঙালি সমাজে রসিক কবি ছিলেন সুকুমার রায়। স্বল্প দৈর্ঘ্যের জীবন এবং বিশাল বৈচিত্রময় কর্মভাণ্ডার। ১৮৮৭ সালে 'রাজর্ষি' নামে একটি উপন্যাস লেখেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। সেখানে হাসি ও তাতা নামে দুই চরিত্র ছিল। সেই অনুসারে উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরীর বড় মেয়ে সুখলতা আর বড় ছেলে সুকুমারের ডাকনাম ঠিক হয়।

মধ্য কলকাতার ঠনঠনিয়া অঞ্চলে সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজের যে উপাসনা মন্দির ও সমাজ ভবন আছে, তার ঠিক উল্টো দিকে একটি বিশাল বাড়ি। এক কালে তা 'লাহাবাবুদের বাড়ি' নামে পরিচিত ছিল। সুকুমারের বোন পুণ্যলতার স্মৃতিকথায় দেখা যায় যে বাড়িতে আমাদের জন্ম হয়েছিল আর শিশুকাল কেটেছিল সেটা ছিল একটা বিরাট সেকেলে ধরনের বাড়ি। তার বাইরের অংশে আমাদের স্কুল হত, ভিতরের অংশের দোতলায় আমরা থাকতাম আর তিনতলায় আমাদের দাদামশাইরা থাকতেন। দাদামশাইরা বলতে দ্বারকানাথ ও কাদম্বিনী গঙ্গোপাধ্যায়, আর তাঁদের সন্তানেরা। বহু ব্রাহ্ম পরিবারের বাস ছিল সেই বাড়িতে। আশপাশের এলাকার নাম ছিল 'সমাজ-পাড়া' বা 'ব্রাহ্ম-সমাজ পাড়া'। আই বাড়িতে বড় হয়ে ওঠা রসিক কবি সুকুমার রায়ের।

উপেন্দ্রকিশোরের সব ছেলেমেয়ের মধ্যেই আশ্চর্য সাহিত্যপ্রতিভা বিকশিত হয়েছিল। 'আরো গল্প', 'গল্প আর গল্প', 'নিজে লেখ', 'নিজে পড়'র লেখক সুখলতা রাওকে ছোট ছেলেমেয়েরা ভালো করে চেনে। পরের মেয়ে পুণ্যলতা চক্রবর্তীর 'ছেলেবেলার দিনগুলি' বইটি সে কালের রায়বাড়িকে এবং কলকাতাকে চেনায়। 'সন্দেশ' পত্রিকার পাতায় পুণ্যলতার খুদে গল্পগুলি মাতিয়ে রাখতশিশুদের। তাছাড়া এই সন্দেশ পত্রিকাটি শিশুদের আনন্দ দান করার পত্রিকা ছিল। শিশু সাহিত্য মাসিক পত্রিকা। পরের ভাই সুবিনয় (মণি) কয়েক বছর 'সন্দেশ' পত্রিকা সম্পাদনা করেছিলেন। মজার গল্প লিখতেন, খেলাধুলো আর ধাঁধা নিয়ে বই প্রকাশ করেন। ছোট ভাই সুবিমলও লেখক। তাঁর 'বেড়ালের হারমো নিয়াম' তো এখটি সেরা শিশু সাহিত্য। ছোট বোন শান্তিলতাও (টুনী) ছোটবেলায় 'সন্দেশ'-এ লিখেছিলেন। তবে বলা যেতে পারে য়ে এঁদের সকলের চেয়ে প্রতিভায় ভিন্ন ছিলেন সুকুমার। প্রবল চঞ্চল, ফুর্তিবাজ। সব কিছুতে উৎসাহী ছিলন শিশু সুকুমার। উপেন্দ্রকিশোরের প্রকাণ্ড একটি বই থেকে জীবজন্তুর ছবি দেখিয়ে টুনি, মণি আর খুসীকে আশ্চর্য মজার গল্প বলত। বই শেষ হয়ে গেলে জীবজন্তুর গল্প বলত। হেমন্তকুমার আঢ্য লিখছেন, অসূয়াশূন্য, আঘাতশূন্য, উজ্জ্বল হাস্যরস সৃষ্টিতে আপামর বাঙালীকে যিনি মুগ্ধ করেছেন বাল্যকালের একটি নির্দোষ ক্রীড়া-কৌতুকের মধ্যে তাঁর ভাবী পরিচয় ফুটে ওঠে। 'রাগ বানাই' বলে একটা খেলা ছিল তাতার। তার নিজেরই তৈরি। হয়তো কারও উপরে রাগ হয়েছে, কিন্তু শোধ নেওয়ারও উপায় নেই। তখন সে 'আয়, রাগ বানাই' বলে সেই লোকটার সম্পর্কে অদ্ভুত অদ্ভুত সব গল্প বানিয়ে বলতে থাকত। 'হ য ব র ল'র হিজিবিজবিজের কথা মনে পড়তে পারে। উদ্ভট সব কল্পনা করে নিজেই হেসে গড়িয়ে পড়ত হিজিবিজবিজ!

মজা করতে যেমন পারত, তেমনই নানা বিষয়ের; বিশেষত ভাষার উপরে অসামান্য দখল ছিল ছোট বেলা থেকেই। 'কবিতায় গল্প বলা' নামে এক খেলা চলত তাদের বাড়িতে। বড়রাও যোগ দিতেন। কোনও একটা জানা গল্প কেউ কবিতায় বলবে, শুধু প্রথম লাইনটা। পরের জন দ্বিতীয় লাইন। এ রকম ভাবে চলতে থাকবে। না পারলে 'পাস'। প্রবোধচন্দ্র সেনের মত, কবি মধুসূদনের পর বাংলার প্রধান ছন্দশিল্পী তিনজন; রবীন্দ্রনাথ (১৮৬১-১৯৪১), দ্বিজেন্দ্রলাল (১৮৬৩-১৯১৩) এবং সত্যেন্দ্রনাথ (১৮৮২-১৯২২)। এই তিন ছন্দ শিল্পী কবির পরেই উল্লেখ করতে হয় কবি সুকুমার রায়ের (১৮৮৭-১৯২৩) নাম। মাত্র আট বছর বয়সে শিবনাথ শাস্ত্রীর 'মুকুল' পত্রিকায় তাতার 'নদী' কবিতা প্রকাশিত হয়। পরের বছর দ্বিতীয় কবিতা 'টিক্ টিক্ টং'।

শিবনাথ শাস্ত্রীর পরিকল্পনা করা ব্রাহ্ম বালিকা শিক্ষালয়ে ১২ বছর বয়স অবধি পড়তে পারত ছেলেরাও। সব ভাইবোনের মতো তাতাও ওখানেই পড়ত। পুণ্যলতা লিখেন; বাড়ির মধ্যেই স্কুল। এ দরজা দিয়ে বেরিয়ে ও দরজা দিয়ে ঢুকলেই হল। শিবনাথ শাস্ত্রীর ভাবনায়; ব্রাহ্ম পাড়ায় ছোট ছেলেমেয়ে দিগকে সর্বদা সমাজের মাঠে খেলিতে দেখিয়া মনে চিন্তা করিতে লাগিলাম, ইহাদিগকে বেথুন স্কুল প্রভৃতি বিদ্যালয়ে না পাঠাইয়া এদের জন্য একটি ছোটো স্কুল করা যাক্। দ্বারকানাথের পুত্র তথা সাংবাদিক প্রভাতচন্দ্র গঙ্গো পাধ্যায় (জংলী গাঙ্গুলী), দেশপ্রিয় যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত, বিজ্ঞানী তথা বসু বিজ্ঞান মন্দিরের প্রাক্তন অধ্যক্ষ দেবেন্দ্রমোহন বসু প্রমুখ এই স্কুল থেকে পাশ করেছেন।

১৮৯৫ সালে উপেন্দ্রকিশোরের পরিবার বাড়ি বদল করে শিবনারায়ণ দাস লেনের বাড়িতে চলে এলে তাতা ভর্তি হল সিটি কলেজিয়েট স্কুলে। তাতা বড় হল, 'সুকুমার' নামটা পরিচিত হতে শুরু করল। লীলা মজুমদার লিখছেন, তাই বলে যে তিনি হাঁড়িমুখো গম্ভীর হয়ে উঠবেন, সে-আশা করলে ভুল হবে। বরং তাঁর রসবোধ আরও পাকাপোক্ত সুদূরব্যাপী হতে থাকল।

স্বাধীনতা সংগ্রামী রানি গানদিনলিউ-এর ইতিহাস

রানা সরকার

রানি গাইদিনলিউ ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে এক অনন্য ও প্রেরণাদায়ক চরিত্র। উত্তর-পূর্ব ভারতের পাহাড়ি অরণ্যে জন্ম নেওয়া এই কিশোরী যোদ্ধা ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে অস্ত্র তুলে নিয়েছিলেন নিজের জনগোষ্ঠী, সংস্কৃতি এবং জাতির স্বাধিকারের জন্য। কিন্তু দুঃখজনকভাবে জাতীয় ইতিহাস চর্চার মূল স্রোতে তাঁর নাম আজও প্রায় অনুপস্থিত।

রানি গাইদিনলিউ ১৯১৫ সালের ২৬ জানুয়ারি জন্মগ্রহণ করেন মণিপুরের তামেংলং জেলার নংখাও গ্রামে। তিনি ঝেলিয়াংরং জনগোষ্ঠীর সন্তান ছিলেন, যা মূলত তিনটি উপজাতি;জেলিয়াং, রংমাই ও লুয়াং;এর সংমিশ্রণে গঠিত। ছোটবেলা থেকেই তিনি ছিলেন দৃঢ়চেতা, সাহসী ও পরিশ্রমী। তাঁর শৈশব কেটেছে পাহাড়ি প্রকৃতির কোলে, যেখানে ধর্মীয় আচার, নৃত্য, গান এবং পূর্ব পুরুষপূজার শিক্ষা তাঁকে গড়ে তুলেছিল এক আত্মবিশ্বাসী কিশোরীতে।

ঊনবিংশ শতকের শেষ থেকে উত্তর-পূর্ব ভারতে খ্রিষ্টান মিশনারি কার্যকলাপ এবং ব্রিটিশ প্রশাসনের হস্তক্ষেপে স্থানীয় উপজাতিদের ঐতিহ্যবাহী ধর্ম, সংস্কৃতি ও সমাজ ব্যবস্থা বিপন্ন হয়ে পড়ে। এই প্রেক্ষাপটে উদ্ভব ঘটে এক নতুন আন্দোলনের;হেরাকা আন্দোলন। এর নেতা ছিলেন হাওপাউ জাদোনাং, যিনি ঝেলিয়াংরং জনগোষ্ঠীর স্বাধীনতা ও ধর্মীয় পুনরুজ্জীবনের আহ্বান জানান। তাঁর শিষ্য ছিলেন গাইদিনলিউ। মাত্র তেরো বছর বয়সে গাইদিনলিউ তাঁর দলে যোগ দেন এবং দ্রুত এক শক্তিশালী নেতৃত্বে পরিণত হন। জাদোনাং বিশ্বাস করতেন, ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে লড়াই মানে কেবল রাজনৈতিক স্বাধীনতা নয়, বরং ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক মুক্তি।

১৯৩১ সালে ব্রিটিশ প্রশাসন জাদোনাংকে গ্রেফতার করে এবং মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করে। তাঁর মৃত্যুর পর তরুণী গাইদিনলিউ নেতৃত্বের ভার গ্রহণ করেন। তখন তাঁর বয়স মাত্র ষোল বছর। তিনি পাহাড়ি গ্রামগুলোতে ঘুরে ঘুরে মানুষকে সংগঠিত করেন, ব্রিটিশবিরোধী প্রচার চালান এবং সশস্ত্র প্রতিরোধ গড়ে তোলেন। তাঁর এই সাহস ও নেতৃত্বের জন্য জনগণ তাঁকে ভালোবেসে রানি নামে অভিহিত করে। সেই থেকেই তিনি পরিচিত হন রানি গাইদিনলিউ নামে।

১৯৩২ থেকে ১৯৩৩ সালের মধ্যে গাইদিনলিউর নেতৃত্বে ঝেলিয়াংরং উপজাতিরা ব্রিটিশ বাহিনীর বিরুদ্ধে একাধিক আক্রমণ চালায়। ব্রিটিশরা তাঁকে বিপজ্জনক বিদ্রোহী ঘোষণা করে এবং তাঁর মাথার দাম ধার্য করে। অবশেষে ১৯৩২ সালে কুকি পাহাড় অঞ্চলে অভিযান চলাকালে তিনি বন্দি হন। তাঁর বিরুদ্ধে রাষ্ট্রদ্রোহ ও হত্যা অভিযোগ আনা হয় এবং আজীবন কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হয়। তখন তাঁর বয়স মাত্র ১৪ বছর।

এই কিশোরী স্বাধীনতাকামীকে প্রাপ্তবয়স্ক অপরাধীর মতো আচরণ করে ব্রিটিশ সরকার ইম্ফল, গুয়াহাটি ও শিলচর কারাগারে বন্দি রাখে দীর্ঘ পনেরো বছর ধরে। ১৯৪৭ সালে ভারত স্বাধীন হওয়ার পর জওহরলাল নেহরু তাঁর মুক্তির নির্দেশ দেন। নেহরু তাঁকে ব্যক্তিগতভাবে দেখতে যান এবং তাঁকে দ্য ডটার অব দ্য হিলস ; অর্থাৎ পর্বতের কন্যা আখ্যা দেন। মুক্তির পর রানি গাইদিনলিউ আবার নিজের জনগোষ্ঠীর কাছে ফিরে যান। তিনি হেরাকা ধর্মের পুনর্জাগরণে মনোনিবেশ করেন এবং উপজাতিদের মধ্যে ঐক্য, আত্মসম্মান ও ধর্মীয় পরিচয়ের সচেতনতা ছড়িয়ে দেন। তিনি খ্রিষ্টধর্মে রূপান্তরের বিরোধিতা করে ঐতিহ্যবাহী দেবতা তিংকাও রাগওয়াং-এর পূজা পুনরায় প্রতিষ্ঠিত করেন। একই সঙ্গে তিনি নাগা স্বাধীনতা আন্দোলনের সহিংস পথের বিরোধিতা করেন। তাঁর মতে, ভারতের সংবিধানের কাঠামোর মধ্যে থেকেই উত্তর -পূর্বাঞ্চলের স্বায়ত্তশাসন ও উন্নয়নের পথ খুঁজে নেওয়া উচিত। রানি গাইদিনলিউ জীবদ্দশায় ভারত সরকারের কাছ থেকে বহু সম্মান অর্জন করেন। ১৯৭২ সালে তাঁকে পদ্মভূষণ প্রদান করা হয়, ১৯৭৫ সালে তাম্রপত্রে ভূষিত করা হয়, এবং পরবর্তী কালে তাঁর নামে ডাকটিকিট প্রকাশ করা হয়। ২০১৫ সালে তাঁর জন্মশতবর্ষ উপলক্ষে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি দিল্লিতে রানি গাইদিনলিউ জাদুঘর স্থাপনের উদ্যোগ নেন।

রানি গাইদিনলিউর সংগ্রাম কেবল ব্রিটিশবিরোধী রাজনৈতিক লড়াই নয়, বরং সংস্কৃতি, ধর্ম ও পরিচয়ের সংগ্রামও ছিল। তিনি বুঝেছিলেন যে, কোনো জাতির স্বাধীনতা কেবল রাজনৈতিক সীমান্তে সীমাবদ্ধ নয়; এটি মানুষের মানসিক ও সাংস্কৃতিক মুক্তির সঙ্গে যুক্ত। তাঁর জীবন তাই এক গভীর প্রতীক; ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলন কেবল কলকাতা, দিল্লি বা বোম্বাইয়ের শহুরে নেতাদের নেতৃত্বে সীমাবদ্ধ ছিল না, বরং পাহাড়ের অন্তঃস্থল থেকে এক কিশোরীও সেই মুক্তিযুদ্ধের মশাল জ্বালিয়েছিলেন।

রানি গাইদিনলিউ উত্তর-পূর্ব ভারতের জনগোষ্ঠীর আত্মপরিচয় ও সাংস্কৃতিক গর্বের প্রতীক হয়ে উঠেছিলেন। কিন্তু জাতীয় ইতিহাস চর্চার মূলধারায় তিনি এখনো এক প্রান্তিক নাম।

শিশু সাহিত্যে রসিক রাজা কবি সুকুমার

নবদ্বীপ হালদার

সুকুমার রায় চৌধুরী ছিলেন একজন বাঙালি শিশুসাহিত্যিক ও ভারতীয় সাহিত্যে ননসেন্স ছড়ার প্রবর্তক। তিনি একাধারে লেখক, ছড়াকার, শিশুসাহিত্যিক, রম্যরচনাকার, প্রাবন্ধিক, নাট্যকার ও সম্পাদক। তিনি ছিলেন জনপ্রিয় শিশু সাহিত্যিক উপেন্দ্রকিশোর রায় চৌধুরীর সন্তান এবং তার পুত্র খ্যাতিমান ভারতীয় চলচ্চিত্রকার

সত্যজিৎ রায়। তার লেখা কবিতার বই আবোল তাবোল, গল্প হ-য-ব-র-ল, গল্প সংকলন পাগলা দাশু, এবং নাটক চলচ্চিত্তচঞ্চরী বিশ্বসাহিত্যে সর্বযুগের সেরা ননসেন্স ধরনের ব্যঙ্গাত্মক শিশু সাহিত্যের অন্যতম বলে মনে করা হয়, কেবল অ্যালিস ইন ওয়ান্ডার ল্যান্ড ইত্যাদি কয়েকটি মুষ্টিমেয় ধ্রুপদী সাহিত্যই যাদের সমকক্ষ।

মৃত্যুর বহু বছর পরেও তিনি বাংলা সাহিত্যের জনপ্রিয়তম শিশু সাহিত্যিকদের একজন। রায় পরিবারের ইতিহাস থেকে জানা যায় তাদের এক পূর্বপুরুষ শ্রী রামসুন্দর দেও (দেব) নদীয়া জেলার চাকদহ গ্রামের বাসিন্দা ছিলেন। ভাগ্যাণ্বেষণে তিনি পূর্ববঙ্গের শেরপুরে গমন করেন। সেখানে শেরপুরের জমিদার বাড়িতে তার সাক্ষাৎ হয় যশোদলের জমিদার রাজা গুণীচন্দ্রের সাথে। রাজা গুণীচন্দ্র রামসুন্দরের সাবলীল চেহারা ও তীক্ষ্ণ বুদ্ধি দেখে মুগ্ধ হন এবং রামসুন্দরকে তার সাথে তার জমিদারিতে নিয়ে যান। যশোদলে জমিজমা, ঘরবাড়ি দিয়ে তিনি রামসুন্দরকে তার জামাতা বানান। সেই থেকে রামসুন্দর যশোদলে বসবাস শুরু করেন। তার বংশধররা কালক্রমে সেখান থেকে সরে গিয়ে ব্রহ্মপুত্র নদীর ধারে মসূয়া গ্রামে বসবাস শুরু করেন। সুকুমার রায়ের জন্ম ১৮৮৭ সালের ৩০শে অক্টোবর কলকাতার এক ব্রাহ্ম পরিবারে। সুকুমার ছিলেন বাংলা শিশু সাহিত্যিক উপেন্দ্রকিশোর রায় চৌধুরীর পুত্র। সুকুমারের মা বিধুমুখী দেবী ছিলেন ব্রাহ্মসমাজের দ্বারকা নাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের মেয়ে। তার আদিনিবাস বৃহত্তর ময়মনসিংহ জেলার কিশোরগঞ্জ মহকুমার (বর্তমান কিশোরগঞ্জ জেলা) কটিয়াদি উপজেলার মসূয়া গ্রামে। সুবিনয় রায় ও সুবিমল রায় তার দুই ভাই। এ ছাড়াও তার তিন বোন ছিল, তারা হলেন সুখলতা, পুণ্যলতা ও শান্তিলতা। সুকুমার রায় জন্মেছিলেন বাঙালি নবজাগরণের স্বর্ণযুগে। তার পারিবারিক পরিবেশ ছিল সাহিত্যানুরাগী, যা তার মধ্যকার সাহিত্যিক প্রতিভা বিকাশে সহায়ক হয়। পিতা উপেন্দ্রকিশোর ছিলেন শিশুতোষ গল্প ও জনপ্রিয় -বিজ্ঞান লেখক, চিত্রশিল্পী, সুরকার ও শৌখিন জ্যোতির্বিদ।

উপেন্দ্রকিশোরের ঘনিষ্ঠ বন্ধু ছিলেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, যিনি সুকুমারকে সরাসরি প্রভাবিত করেছিলেন। এছাড়াও রায় পরিবারের সাথে জগদীশ চন্দ্র বসু, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় প্রমুখের সম্পর্ক ছিল। উপেন্দ্রকিশোর ছাপার ব্লক তৈরির কৌশল নিয়ে গবেষণা করেন, এ নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালান এবং মানসম্পন্ন ব্লক তৈরির একটি ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলেন। মেসার্স ইউ. রয় এন্ড সন্স নামে ঐ প্রতিষ্ঠানের সাথে সুকুমার যুক্ত ছিলেন। তিনি গ্রামে প্রাথমিক শিক্ষা লাভের পর কলকাতার সিটি স্কুল থেকে এন্ট্রান্স পাশ করেন।

কলকাতার প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে ১৯০৬ সালে রসায়ন ও পদার্থবিদ্যায় বি.এস.সি. (অনার্স) করার পর সুকুমার মুদ্রণবিদ্যায় উচ্চতর শিক্ষার জন্য ১৯১১ সালে বিলেতে যান। সেখানে তিনি আলোকচিত্র ও মুদ্রণ প্রযুক্তির ওপর পড়াশোনা করেন এবং কালক্রমে তিনি ভারতের অগ্রগামী আলোক চিত্রী ও লিথোগ্রাফার হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেন। ১৯১৩ সালে সুকুমার কলকাতাতে ফিরে আসেন।

সুকুমার ইংল্যান্ডে পড়াকালীন, উপেন্দ্রকিশোর জমি ক্রয় করে, উন্নত-মানের রঙিন হাফটোন ব্লক তৈরি ও মুদ্রণক্ষম একটি ছাপাখানা স্থাপন করেছিলেন। তিনি ছোটদের একটি মাসিক পত্রিকা,'সন্দেশ',এই সময় প্রকাশনা শুরু করেন। সুকুমারের বিলেত থেকে ফেরার অল্প কিছুদিনের মধ্যেই উপেন্দ্রকিশোরের মৃত্যু হয়। উপেন্দ্রকিশোর জীবিত থাকতে সুকুমার লেখার সংখ্যা কম থাকলেও উপেন্দ্রকিশোরের মৃত্যুর পর সন্দেশ পত্রিকা সম্পাদনার দায়িত্ব সুকুমার নিজের কাঁধে তুলে নেন। শুরু হয় বাংলা শিশুসাহিত্যের এক নতুন অধ্যায়। পিতার মৃত্যুর পর আট বছর ধরে তিনি সন্দেশ ও পারিবারিক ছাপাখানা পরিচালনার দায়িত্ব পালন করেন।

তার ছোটভাই এই কাজে তার সহায়ক ছিলেন এবং পরিবারের অনেক সদস্য 'সন্দেশ'-এর জন্য নানাবিধ রচনা করে তাদের পাশে দাড়ান। সুকুমার রায়ের স্বল্পস্থায়ী জীবনে তার প্রতিভার শ্রেষ্ঠ বিকাশ লক্ষ্য করা যায়। সন্দেশের সম্পাদক থাকাকালীন তার লেখা ছড়া, গল্প ও প্রবন্ধ আজও বাংলা শিশুসাহিত্যে মাইলফলক হয়ে আছে। তার বহুমুখী প্রতিভার অনন্য প্রকাশ তার অসাধারণ ননসেন্স ছড়াগুলোতে। তার প্রথম ও একমাত্র ননসেন্স ছড়ার বই আবোল তাবোল শুধু বাংলা সাহিত্যে নয়, বরং বিশ্বসাহিত্যের অঙ্গনে নিজস্ব জায়গার দাবিদার। প্রেসিডেন্সী কলেজে পড়বার সময় তিনি ননসেন্স ক্লাব নামে একটি সংঘ গড়ে তুলেছিলেন। এর মুখপাত্র ছিল সাড়ে বত্রিশ ভাজা নামের একটি পত্রিকা।সেখানেই তার আবোল -তাবোল ছড়ার চর্চা শুরু। পরবর্তীতে ইংল্যান্ড থেকে ফেরার পর মানডে ক্লাব নামে একই ধরনের আরেকটি ক্লাব খুলেছিলেন তিনি। মনডে ক্লাবের সাপ্তাহিক সমাবেশে সদস্যরা 'জুতো সেলাই থেকে চণ্ডীপাঠ' পর্যন্ত সব বিষয়েই আলোচনা করতেন। সুকুমার রায় মজার ছড়ার আকারে এই সাপ্তাহিক সভার কয়েকটি আমন্ত্রণপত্র করেছিলেন সেগুলোর বিষয়বস্তু ছিল রস সাহিত্য।

কবি জীবনানন্দ-প্রেম আজও কাব্য সৃষ্টিতে অমর

গৌতম মিত্র

ইনি হলেন কবি জীবনানন্দ দাশের প্রেম শোভনা। যেখানে যেখানে শোভনা গেছেন পেছন পেছন জীবনানন্দ গেছেন। ১৯৩২ ডায়াশেসন কলেজের ছাত্রী শোভনা, কত-ই বা বয়স তখন শোভনার, ১৮-র বেশি তো নয়, জীবনানন্দ ৩৩ বছরের বিবাহিত যুবক। কানা দারোয়ানের হাতে স্লিপ পাঠিয়ে নিচে বসে অপেক্ষা করতেন, কখনও মর্জি হলে শোভনা দেখা করতেন, কখনও বা করতেন না।

সাল ১৯২৯ ডিব্রুগড়ে ক্লাস নাইনের ছাত্রী শোভনা। বেকার জীবনানন্দ চাকরি খোঁজের বাহানায় সেখানে গিয়েও উপস্থিত। দরজা বন্ধ করে শোভনাকে কবিতা শোনাচ্ছেন। শোভনার মা, জীবনানন্দর কাকিমা, সরযূবালা দাস রাগ করছেন, তবুও। সবাই মিলে শিকারে গেল, শোভনার বাবা অতুলানন্দ পেশায় ফরেস্টার, আইএফএস, জীবনানন্দ লেখাপড়ার অছিলায় শিকারে গেলেন না, শোভনাও শরীর খারাপের বাহানায় থেকে গেলেন সারা রাত। ডিব্রু নদীর ধারে বলে শহরের নাম ডিব্রুগড়। এই শহরেই এক দিশাহীন ও অনির্দিষ্ট প্রেমে দুজনে জড়িয়ে পড়লেন, যা সারাজীবন ধরে জীবনানন্দর লিখনে প্রধান চালিকাশক্তি হিসেবে কাজ করবে।

নীচের কবিতাটিও তারই প্রমাণ। আসলে কোনও আড়াল নেই জীবনানন্দর রচনায়। একমাত্র ভালোবাসার আড়াল ছাড়া। বিমূঢ় রক্তের উত্তেজনায় পাখি যেভাবে পাখিনীকে পায় জীবনানন্দ দাশও কি সেভাবেই তাঁর প্রেমিকাকে কামনা করেছিলেন? এই তো সে-দিন ডিব্রু নদীর পাড়ে আমরা ঘুরছিলাম মনে হয় যেন হাজার বছরের ও-পারে চলে গিয়েছ তুমি শুধু অন্ধকারে বাবলা ফুলের গন্ধ যখন পাই, কিংবা কখনও-কখনও গভীর রাতে ঘাস মাড়িয়ে ,তারার আলোয় সেই ব্যথিত ঘাসের শব্দ যখন শুনি, রক্তের বিমূঢ় উত্তেজনায়, তখন তোমাকে আমি পাখির কাছে পাখিনীর মত পাই' শোভনা তখন শিলঙে। কোনও একটা স্কুল বা কলেজে পড়াচ্ছেন। জীবনানন্দ সেখানেও গিয়ে হাজির।১৯৪৭/৪৮ অবধি জীবনানন্দ দাশের কবিতা ও গল্প উপন্যাসে যে জোয়ার এসেছিল তা আমার মনে হয় অনেকটাই শোভনার জন্য। একসময় সরাসরি শোভনা গল্প উপন্যাস ও কবিতায় জায়গা করে নিয়েছে।

ভাঙনটা শুরু হয়েছিল আগেই। ১৯৫০-এর পর শোভনা যখন জীবনানন্দর ল্যান্সডাউনের ভাড়া বাড়িতে যাচ্ছেন, তখন ঢুকবার বা বেরোবার সময় একবার মিলুদার ঘরে মুখটা বাড়িয়ে দেখেছেন মাত্র। মূল কথাবার্তা বা আড্ডাটা হয়েছে লাবণ্য বৌদির সাথে। শোভনা নিজে আমাকে একথা জানিয়েছেন।জীবনানন্দও ১৯৪৮ -এর পর আর তেমন লিখেছেন কি? এতটাই হতাশ জীবনানন্দ যে বারবার তাঁর ডায়েরিতে তথা বেবি তথা শোভনা-কে হেরোদিয়াসের কন্যা রূপে উল্লেখ করেছেন।

প্রেমের কবি ছিলেন তিনি। সব কিঠুকেই তিনি প্রেমের দৃষ্টিতে দেখেছেন। কবিরা তো মানুষ। তাদের মনের মধ্যে বেশি করে প্রেম আসে উপস্থিত হয়। মানসিক প্রেম, শারীরিক প্রেম নয় কিন্তু। শারীরিক প্রেমের প্রতি কবিরা কোনও সময়ে আকৃষ্ট হন না। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মানসিক প্রেম করতেন। কিন্তু কিন্তু শারীরিক প্রেমের দিকে কোনও দিন বেশি ঝোঁকেননি। সেই কারণে তাঁর প্রেমিকার সংখ্যা অসংখ্য।

মুর্শিদাবাদ থেকে উদ্ধার বিপুল পরিমান সোনা, গ্রেপ্তার ২

মিঠুন হালদার, মুর্শিদাবাদ, ৩০ অক্টোবর ঃ মুর্শিদাবাদ জেলায় বড় করে সোনার দোকান খোলার নাম করে নদীয়া জেলার এক স্বর্ণ ব্যবসায়ীকে ডেকে এনে তাঁর কাছ থেকে সোনার গয়না লুট করে নেওয়ার ঘটনায় জড়িত থাকার অভিযোগে এক ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করল

নওদা থানার পুলিশ। ধৃতের হেফাজত থেকে উদ্ধার হয়েছে নদীয়ার স্বর্ণ ব্যবসায়ীর খোয়া যাওয়া সমস্ত গয়না। পুলিশ হতে জানা গেছে, সম্প্রতি নদীয়ার তাহেরপুর থানার অন্তর্গত কালীনারায়নপুর এলাকার বাসিন্দা প্রহ্লাদ বিশ্বাস নামে এক স্বর্ণ ব্যবসায়ীর সঙ্গে মুর্শিদাবাদের নওদা থানার অন্তর্গত কিশোরীতলা এলাকার বাসিন্দা হাবিব শেখ ওরফে বান্টি নামে বছর ছত্রিশের এক যুবকের সমাজমাধ্যমে পরিচয় হয়। পুলিশ সূত্রের খবর, দু'জনের পরিচয় গভীর হওয়ার পর হাবিব একদিন প্রহ্লাদকে ফোন করে জানায় সে মুর্শিদাবাদ জেলার ডোমকল থানা এলাকার জিপুরে একটি বড় সোনার দোকান তৈরি করবেন। এরপর থেকে সোনার দোকান খোলার জন্য হাবিব, প্রহ্লাদের কাছ থেকে বিভিন্ন বিষয়ে মাঝেমধ্যেই মতামত নিতে থাকেন। সূত্রের খবর, কিছুদিন আগে প্রহ্লাদ নদীয়া থেকে মুর্শিদাবাদের নওদায় আসেন এবং হাবিবের বাড়িতে বসে দু'জনের মধ্যে সোনার দোকান খোলা নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়। বুধবার দুপুর নাগাদ প্রায় ৩৮০ গ্রাম সোনার গয়না নিয়ে প্রহ্লাদ, হাবিবের বাড়িতে এসে পৌঁছান। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে হাবিব, প্রহ্লাদবাবুকে কথা দিয়েছিলেন সমস্ত গয়নাই তিনি কিনে নেবেন। এসডিপিও (বেলডাঙা) উত্তম কুমার গড়াই বলেন, 'প্রহ্লাদের কাছ থেকে সোনা নেওয়ার পর হাবিব ঘন্টা দু'য়েকের জন্য বাড়ি থেকে বেরিয়ে যান। এরপর বাড়িতে ফিরে এসে তিনি প্রহ্লাদবাবুকে বলেন যে গয়না বিক্রির জন্য আনা হয়েছে সেগুলো সবই নকল।' এসডিপিও বলেন, 'হাবিবকে গয়না বিক্রি করতে এসে প্রতারিত হচ্ছেন বুঝতে পেরে প্রহ্লাদবাবু দ্রুত নওদা থানার সঙ্গে যোগাযোগ করেন। এরপর থানা থেকে একটি দল এসে ঘটনাস্থল থেকে বেশ কিছু নকল সোনার গয়না আটক করে থানায় নিয়ে যায়। এরপর প্রহ্লাদ বিশ্বাসের লিখিত অভিযোগের ভিত্তিতে আমরা হাবিব শেখের বিরুদ্ধে 'চিটিং' এবং চুরির ধারায় মামলা রুজু করে তাকে গ্রেপ্তার করি।' তিনি বলেন, 'পুলিশি জিজ্ঞাসাবাদে হাবিব ভেঙে পড়ে জানায় প্রহ্লাদ যে গয়না দিয়েছিলো সে তা বদলে দিয়েছে। এরপর আমরা খোয়া যাওয়া সমস্ত সোনার গয়না হাবিবের দেখিয়ে দেওয়া জায়গা থেকে উদ্ধার করি।' এসডিপিও আরও জানান, 'দীর্ঘদিন ধরেই হাবিব শেখ আসল সোনার পরিবর্তে নকল সোনা বিক্রি করার এবং লোক ঠকানোর একটি চক্রের সঙ্গে যুক্ত রয়েছে। ২০২২ সালে হরিহরপাড়া থানা এলাকায় প্রায় দেড় কোটি টাকা মূল্যের সোনা এবং হীরের গয়না চুরির অভিযোগে আরও ন'জনের সঙ্গে সে গ্রেপ্তার হয়েছিল। প্রায় আড়াই বছর বিচার বিভাগীয় হেফাজতে থাকার পর সম্প্রতি সে জামিন পেয়েছে। কিন্তু জেল থেকে বার হয়ে ফের মানুষ ঠকানোর কাজ শুরু করেছে হাবিব। ধৃত ব্যক্তির ১০ দিনের পুলিশ হেফাজতের আবেদন করে বৃহস্পতিবার তাকে আদালতে পেশ করা হচ্ছে।' নওদা থানা সূত্রে জানা গেছে, নদীয়ার স্বর্ণ ব্যবসায়ী প্রহ্লাদ বিশ্বাস বিভিন্ন ধরনের কানের দুল, নেকলেস, পেন্ডেন্ট, টিকলি, বালা, আংটি সহ আরও নানা ধরনের সোনার অলংকার হাবিবকে বিক্রি করার জন্য নিয়ে এসেছিল। নদীয়ার ব্যবসায়ীর খোয়া যাওয়া সমস্ত গয়নাই ইতিমধ্যে উদ্ধার করা হয়েছে। অন্যদিকে অপর একটি ঘটনায় গোপন সূত্রের খবর পেয়ে মুর্শিদাবাদের জলঙ্গি থানার পুলিশ বৃহস্পতিবার সকাল ১১ টা নাগাদ দক্ষিণ ঘোষপাড়া এলাকায় অভিযান চালিয়ে শাকিল আহমেদ (২৮) নামে এক যুবককে দু'টি সোনার বিস্কুটসহ গ্রেপ্তার করলো। ধৃত যুবকের বাড়ি জলঙ্গি থানার অন্তর্গত জয়কৃষ্ণপুর গ্রামে। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে ধৃত যুবকের কাছ থেকে যে দু'টি সোনার বিস্কুট উদ্ধার হয়েছে তার ওজন প্রায় ২৫০ গ্রাম।

এস আই আর আতঙ্কে ৯৫ বছর বয়স্ক বৃদ্ধর আত্মহত্যা

দেবশ্রী মজুমদার, ইলামবাজার, ৩০ অক্টোবর ঃ এস আই আর আতঙ্কে আরেক বলি বীরভূমে। ৯৫ বছর বয়স্ক বৃদ্ধ গলায় দড়ি দিলেন। পানিহাটির পর বীরভূমের ইলামবাজারে। কোচবিহারে আরেকজন মৃত্যুর সঙ্গে পাঞ্জা লড়ছেন। এই মৃত্যু নিয়ে প্রতিবাদে সরব হয়েছেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি তাঁর এক্স হ্যাণ্ডেলে রাজ্যবাসীর উদ্দেশ্য লিখেছেন, চরম কোনো পদক্ষেপ নেবেন না। মা মাটি সরকার পাশে রয়েছে। ৯৫ বছর বয়স্ক মানুষের অন্তিম সময়ে মর্মান্তিক আতঙ্কের মৃত্যুর ঘটনায় বীরভূমের ইলামবাজারে নেমে এসেছে শোকের ছায়া। জানা গেছে, ক্ষিতিশ মজুমদারের বয়স ৯৫। এই রাজ্যের পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার কোতোয়ালি থানার কোরা পাড়া গ্রামের বাসিন্দা তিনি। ক্ষিতিশ মজুমদার গত পাঁচ-ছয় মাস ধরে মেয়ে ও জামাইয়ের সঙ্গে ইলামবাজারের চেকপোস্ট মোড়ে সুভাষপল্লী স্কুলবাগানে থাকছিলেন। বুধবার গভীর রাতে পরিবারের অগোচরে গলায় ফাঁস দিয়ে আত্মঘাতী হন তিনি। পরিবারের সদস্যদের দাবি, ছেলে নিরঞ্জন মজুমদার। তিনি কর্মসূত্রে অন্যত্র থাকায় এবং বৌমা মৃত হওয়ায় ইলামবাজারে মেয়ে পুতুল বিশ্বাসের বাড়িতে পাঁচ ছয় মাস ধরে থাকতেন। বয়স্ক হলেও পাড়ায় হাঁটা চলা করতেন। স্বাভাবিক জীবন যাত্রা ছিল তাঁর। সম্প্রতি পাড়ায় একটি কানাঘুঁষো ও আলোচনার বিষয় ছিলো এস আই আর। বাড়ি ফিরে সেই একই কথা আওড়াতেন। আত্মীয় মমতা বাড়ুইয়ের বাড়ি আউশগ্রাম ব্লকের মৌখিরা গ্রামে। তিনি জানান, চার পাঁচ দিন আগে তাঁদের বাড়িতেও একই কথা বলেছেন ক্ষিতিশবাবু। সেখানে ক্ষিতিশবাবু বলেন, আমাদের কি তাড়ায়ে দিবে? তেরোটা নথি লাগবে। অভিভাবকের নাম ২০০২ সালের ভোটার লিস্টে থাকতে হবে। ক্ষিতিশ বাবুর এস আই আর আতঙ্কে মৃত্যু হয়েছে বলে জোরালো দাবি করেন আত্মীয় মমতা বাড়ুই। তিনি বলেন, কেউ কেউ মিথ্যে বলছে। কই কোথাও তো লেখা নেই, সি এ এ তে আবেদন করলে বাংলাদেশের হিন্দুরা নাগরিকত্ব পাবে। বরং ১৩টি নথি চাওয়া হচ্ছে। ২০০২ সালের ভোটার লিস্টে বাবার নাম থাকতে হবে। যদি সি এ এ আবেদন করলেই এতো সহজ হতো, তাহলে ৯৫ বছরের বয়স্ক মানুষ এভাবে মরতেন না। ২০০২ সালের ভোটার তালিকায় ক্ষিতিশবাবুর নাম ছিলো না। ক্ষিতিশবাবুর আদি বাড়ি বরিশাল। তাঁর আতঙ্ক ছিলো আবার উদ্বাস্তু হয়ে বাংলাদেশ না হলে ডিটেনশন ক্যাম্পে থাকতে হবে। একই কথা বলেন, হিরুবালা মজুমদার। তিনি সম্পর্কে ক্ষিতিশ মজুমদারের নাতনি। আউশগ্রাম দুই ব্লকের অমরপুর অঞ্চলে তাঁর বিয়ে হয়। তিনি বলেন, পিসতুতো দাদা সোহাগ বিশ্বাস ও ববিতা বিশ্বাসের কাছে দাদু এই এস আই আর আতঙ্ক নিয়ে চিন্তা প্রকট করেন তিনি। তাঁর একটাই চিন্তা কুঁড়ে কুঁড়ে খাচ্ছিলো এখানে সব কেড়ে নিয়ে ডিটেনশন ক্যাম্প রেখে ফের ছিন্ন মূলের মতো বাংলাদেশে পাঠিয়ে দেওয়া হবে তাদের। শেষ বয়সে কী করবেন? একই চিন্তা ক্ষিতিশবাবুর নাতনি হিরুবালা মজুমদারের। তিনি উদ্বেগ প্রকাশ করে বলেন, আমার জন্ম, পড়াশোনা এখানে হলেও, আমার দাদুর নাম ২০০২ সালের ভোটার লিস্টে নেই। তাহলে বাবার সাথে আমরাও রিফিউজি হয়ে যাবো। আমার দাদু বরিশাল থেকে অনেকদিন আগে এলেও, বাংলাদেশের কোনো কাগজ ছিলো না। এখানে এসেও কোনো নথি তৈরি করেননি। মাত্র তিন বছর আগে আধার কার্ড ভোটার কার্ড তৈরি করেন। স্থানীয় ব্লক নেতৃত্বের পাশাপাশি, জেলা তৃণমূল নেতা অনুব্রত মণ্ডল পরিবারের সাথে দেখা করেন এবং পাশে থাকার আশ্বাস দেন। জেলা সভাধিপতি কাজল সেখ জেলা পরিষদ থেকেই পরিবারের খোঁজ খবর নেন এবং শুক্রবার দেখা করার কথা জানান। বিজেপির কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব জগন্নাথ চট্টোপাধ্যায় বলেন, তৃণমূল নেতৃত্ব সকাল থেকেই অস্বাভাবিক মৃত্যুর খোঁজ শুরু করেছে। কোনো অস্বাভাবিক মৃত্যু হলেই তার সঙ্গে এস আই আর যুক্ত করে দিচ্ছে। বাঙালির উপর অত্যাচার যেমন বাংলার মানুষ বিশ্বাস করে নি, তেমনি যে কোনো অস্বাভাবিক মৃত্যুর সঙ্গে এস আই আর যুক্ত করার ঘটনা বাঙালি বিশ্বাস করবে না। বোলপুর সিপিএম নেতা গৌতম ঘোষ এব্যাপারে তাঁর প্রতিক্রিয়ায় বলেন, এস আই আর জন মানসে এক অসহায়তা সৃষ্টি করেছে। এটা ঠিকই। তাই ক্ষিতিশবাবুর এই আত্মহত্যার পিছনে এস আই আর একটি অন্যতম কারণ বলে মনে করি। স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, বৃদ্ধের মৃতদেহ উদ্ধার করে পুলিশ বোলপুর মহকুমা হাসপাতালে ময়নাতদন্তের জন্য পাঠিয়েছে। ক্ষিতিশবাবুর মৃত্যুর কারণের ব্যাপারে তাঁর মেয়ে পুতুল বিশ্বাস খুব একটা আলোকপাত করতে পারেন নি। তিনি বলেন, আমার মাথা কাজ করছে না। তবে, ক্ষিতিশবাবুর ছেলের মেয়ে সহ অন্যান্য আত্মীয়রা একবাক্যে জানিয়েছেন এস আই আর আতঙ্কে এই বয়স্ক মানুষটি আত্মহননের পথ বেছে নিতে বাধ্য হলেন। আর কটা দিনই বা বাঁচতেন? দীর্ঘ জীবন কাটিয়ে তাঁর অন্তিম পরিণতির দায় কে নেবে? কমিশন? না, কেন্দ্র সরকার?

ভৈরবী-সাইরাং এবং আরারিয়া-গলগলিয়া নতুন রেল লাইন প্রকল্পের সাথে জড়িত টিমগুলিকে সম্মানিত করেন রেলমন্ত্রী

মালিগাঁও, ৩০ অক্টোবর ঃ রেলমন্ত্রী অশ্বিনী বৈষ্ণব, ২৯ অক্টোবর ২০২৫ তারিখে রেলওয়ে বোর্ড, নতুন দিল্লীতে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে ভৈরবী - সাইরাং এবং আরারিয়া - গলগলিয়া নতুন রেল লাইন প্রকল্পের সফল সমাপ্তির জন্য সমর্পিত রেলওয়ে টিমগুলিকে সম্মানিত করেন। এই অনুষ্ঠানে রেলওয়ে বোর্ডের চেয়ারম্যান ও চিফ এগজিকিউটিভ অফিসার সতীশ কুমার উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের (নির্মাণ) জেনারেল ম্যানেজার অরুণ কুমার চৌধারী উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের (নির্মাণ) চিফ এডমিনিস্ট্র্যাটিভ অফিসার শ্রী অঞ্জনি কুমার, উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওযের (নির্মাণ) চিফ এডমিনিস্ট্র্যাটিভ অফিসার হিতেন্দ্র গোয়েল এবং উক্ত দুটি ঐতিহাসিক প্রকল্পের সাথে যুক্ত অন্যান্য বরিষ্ঠ আধিকারিক এবং টিমের সদস্যরা উপস্থিত ছিলেন। ভৈরবী-সাইরাং নতুন লাইন রেল প্রকল্প, উত্তর-পূর্বাঞ্চলের জন্য একটি ঐতিহাসিক মাইলফলক, যা প্রথমবারের মতো মিজোরামের রাজধানী আইজলকে রেল সংযোগ স্থাপন করেছে, যার ফলে এই রাজ্যটি ভারতের জাতীয় রেল নেটওয়ার্কের সাথে একীভূত হয়েছে। এই প্রকল্পের উদ্বোধন ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী দ্বারা ১৩ সেপ্টেম্বর ২০২৫ তারিখে আইজল, মিজোরামে করা হয়। ৫১.৩৮ কিলোমিটার বিস্তৃত এই রেল লাইনে ৪৫ টি টানেল, ১৪৩ টি ব্রিজ (কুতুব মিনারের থেকে উঁচু একটি ব্রিজ সহ) এবং হরতকি, কাউনপুই, মুয়ালখাং এবং সাইরাং সহ চারটি নতুন স্টেশন রয়েছে, যা ইঞ্জিনিয়ারিং-এর অসাধারণ উদাহরণ প্রদর্শন করে। এই অঞ্চলের প্রতিকূল ভূখণ্ড এবং প্রতিকূল আবহাওয়া সত্ত্বেও, উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে (নির্মাণ) টিম এই জটিল প্রকল্পটি সফলভাবে বাস্তবায়ন করেছে, যা মিজোরাম এবং বৃহত্তর উত্তর-পূর্বাঞ্চলে বাণিজ্য, পর্যটন এবং আর্থ-সামাজিক বিকাশকে ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি করবে বলে আশা করা হচ্ছে। একইভাবে, উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের অধীনে ১১০.৭৫ কিলোমিটারের

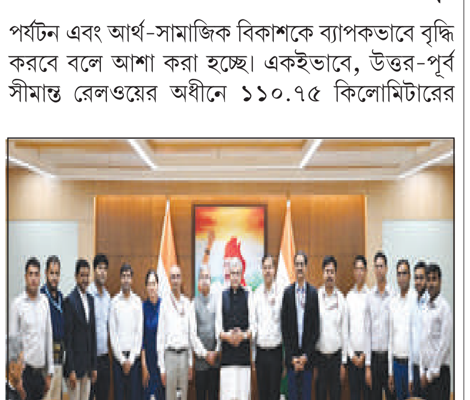

আরারিয়া-গলগলিয়া ব্রডগেজ লাইন প্রকল্প, রেলওয়ে সুরক্ষা কমিশনার সুমিত সিংঘল দ্বারা ৯ থেকে ১১ জুলাই ২০২৫ তারিখ পর্যন্ত আয়োজিত বিধিবদ্ধ পরিদর্শনের পর সম্পূর্ণ সমাপ্তিতে পৌঁছেছে। ১৫ সেপ্টেম্বর ২০২৫ তারিখে, ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী আরারিয়া - গলগলিয়া (ঠাকুরগঞ্জ) নতুন রেল লাইন সেকশনে ট্রেন পরিষেবার সূচনা করেন, যা প্রকল্পটির কার্যকারিতার ক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ মাইলফলক। রহমতপুর-পাওয়াখালী অংশ সহ সমস্ত সেকশন এখন চালু হওয়ার সাথে সাথে, এই লাইনে ৬৪ টি মেজর ব্রিজ, ২৬৪ টি মাইনর ব্রিজ এবং ১৫টি স্টেশন রয়েছে। এটি ১০০ কিলোমিটার প্রতি ঘণ্টায় ট্রেন চলাচলের জন্য অনুমোদিত হয়েছে, যার ফলে বিহার এবং সংলগ্ন অঞ্চলে সংযোগ মজবুত হবে এবং আঞ্চলিক বিকাশকে উৎসাহিত করবে।

নির্বাচন কমিশনের নির্দেশে রাজ্যে শুরু এসআইআর ঃ জামালপুরে সর্বদলীয় বৈঠক

নিজস্ব প্রতিনিধি, বর্ধমান, ৩০ অক্টোবর ঃ নির্বাচন কমিশনের নির্দেশ অনুযায়ী পশ্চিমবঙ্গে শুরু হয়েছে এসআইআর প্রক্রিয়া। এই নির্দেশ জারি হওয়ার পর থেকেই রাজ্য থেকে জেলা এবং ব্লক প্রশাসনের মধ্যে তৎপরতা শুরু হয়েছে। এরই অংশ হিসেবে সর্বত্র অনুষ্ঠিত হচ্ছে সর্বদলীয় বৈঠক। পূর্ব বর্ধমান জেলার জামালপুর ব্লক অফিসে বৃহস্পতিবার অনুষ্ঠিত হয় এসআইআর বিষয়ক সর্বদলীয় বৈঠক। বৈঠকটি পরিচালনা করেন ই.আর.ও (ERO) নীলিমা সামন্ত। উপস্থিত ছিলেন জামালপুরের বিডিও পার্থসারথি দে। তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষ থেকে বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন ব্লক সভাপতি মেহেমুদ খান ও সহ-সভাপতি ভূতনাথ মালিক। বিজেপির পক্ষ থেকে ছিলেন প্রথম মণ্ডল সভাপতি প্রধানচন্দ্র পাল ও দেবব্রত বিশ্বাস। সিপিআই(এম)-এর পক্ষ থেকে অংশ নেন সুকুমার মিত্র ও নারায়ণ ঘোষ, এবং কংগ্রেসের প্রতিনিধিত্ব করেন সৌজন্য ঘোষ। বৈঠকে মূলত এসআইআর প্রক্রিয়া কীভাবে সম্পন্ন হবে, ভোটার তালিকা সংশোধনের ক্ষেত্রে রাজনৈতিক দলগুলোর ভূমিকা কী হবে- সে বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়। ই.আর.ও নীলিমা সামন্ত জানান, সমস্ত রাজনৈতিক দলের সহযোগিতায় যাতে মসৃণভাবে এসআইআর প্রক্রিয়াটি সম্পন্ন করা যায়, প্রশাসন সেই লক্ষ্যেই কাজ করছে।

খাঁচাবন্দী হল চিতাবাঘ

নিজস্ব প্রতিনিধি, ফালাকাটা, ৩০ অক্টোবর ঃ বাড়ির সামনে পরশু রাতে এক চিতাবাঘকে ঘুরে বেড়াতে দেখেছিল এক গৃহস্থ। এরপরেই জলদাপাড়া বন বিভাগে খবর দেন তিনি। গতকাল সন্ধ্যায় খাঁচা পাতেন বন কর্মীরা। তিন ঘণ্টা পর কেল্লাফতে, খাঁচাবন্দী হল চিতাবাঘ। ফালাকাটা শহরে ছড়িয়ে পড়েছে আতঙ্ক। শহরবাসীদের মতে রাত বাড়লেই চিতাবাঘ তারা দেখতে পান। বন বিভাগে তারা অভিযোগ জানাচ্ছিলেন চিতাবাঘ তাঁদের বাড়ির গৃহপালিত পশুদের ক্ষতি করছে। অনেকে চিতাবাঘের ছবি তুলে রেখেছিলেন। ছবি দেখতেই বনকর্মীরা খাঁচা পাতেন ফালাকাটার খাউচাঁদপাড়া এলাকার একটি বাড়িতে। গতকাল সন্ধ্যায় খাঁচা পেতে চলে যাওয়ার পর, আবার রাতে ফিরতে হয় বন কর্মীদের। চিতাবাঘের গর্জন শুনতে পাচ্ছিলেন এলাকাবাসীরা। বনকর্মীরা খাঁচার সামনে যেতে দেখতে পান লেপার্ডটি খাঁচার ভেতর গর্জন করছে। সেটি বেরোনোর জন্য লাফালাফি করছে। এরপর বন কর্মীরা লেপার্ডটিকে সেখান থেকে নিয়ে যায়। এলাকাবাসীদের কথায়, লেপার্ড আরও আছে এলাকায়। নাহলে এত তাড়াতাড়ি কোনও লেপার্ড ধরা পরে না। এলাকাবাসীরা চাইছেন, আরও কয়েকটি খাঁচা পাতা হোক এলাকাজুড়ে।

কলকাতা ও ছাপড়ার মধ্যে অসংরক্ষিত বিশেষ ট্রেন

কলকাতা, ৩০ অক্টোবর ঃ ছট পরবর্তী সময়ে যাত্রীদের অতিরিক্ত ভিড় নিরসনের কথা মাথায় রেখে রেল কর্তৃপক্ষ কলকাতা ও ছাপড়ার মধ্যে একটি অসংরক্ষিত বিশেষ ট্রেন চালানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে। ০৫০৮৮ ছাপড়া - কলকাতা অসংরক্ষিত বিশেষ ট্রেন ৩০.১০.২০২৫ তারিখে ছাপড়া থেকে দুপুর ২.০৫ মিনিটে ছেড়ে পরের দিন ০৬.০০ টায় কলকাতায় পৌঁছাবে এবং ০৫০৮৭ কলকাতা - ছাপড়া অসংরক্ষিত বিশেষ ট্রেন ৩১.১০.২০২৫ তারিখে কলকাতা থেকে সকাল ৯.০০ টায় ছেড়ে পরের দিন ০১.৩০ টায় ছাপড়ায় পৌঁছাবে। ট্রেনটি নৈহাটি, ব্যান্ডেল, বর্ধমান, দুর্গাপুর, আসানসোল, চিত্তরঞ্জন, মধুপুর, জাসিডিহ, ঝাঝা, কিউল, বারাউনি, সমষ্টিপুর, মুজাফফরপুর এবং হাজিপুর স্টেশনে উভয়দিকেই থামবে।

Abujhati 1 Gram Panchayat
Vill-Jhapandanga P.O.-Keotara,
Dist.-Purba Bardhaman
(Jamalpur Panchayat Samity)
NOTICE INVITING E-TENDER No. 913/Abuj-I/2025(2 nd Call), Dated: 30/10/2025

The Prodhan, Abujhati 1 Gram Panchayat invites e-tender on behalf of Abhujhati 1 Gram Panchayat for the work of Up gradation of Health Sub Centre. Last date of submission of Bid **19/11/2025 up to 10.55 A.M.** Technical Bid Opening Date **21/11/2025 at 11.00 am.** For details please visit website **https://wbtenders.gov.in**

Sd/- Pradhan
Abujhati 1 Gram Panchayat

পূর্ব রেলওয়ে

নং. ঃ এমসি/এসিএস-১২/ওটি/পিভিসি/২৫/২৩৯৭ তারিখ ঃ ২৯.১০. ২০২৫, ডেপুটি চিফ মেকানিকাল ইঞ্জিনিয়ার/সি, পূর্ব রেলওয়ে, কাঁচরাপাড়া ওয়ার্কশপ, উত্তর ২৪ পরগনা, পশ্চিমবঙ্গ, পিন-৭৪৩১৪৫ কর্তৃক নিম্নলিখিত কাজের জন্য ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে ঃ **ই-টেন্ডার নোটিস নং. ঃ পিভিসি_২৫-২৬; তারিখ ঃ ২৫.১০. ২০২৫, স্থান সহ কাজের নাম ঃ** ০১ (এক) বছরের মেয়াদের জন্য ওপেন টেন্ডারের ভিত্তিতে ওয়ার্কস কনট্র্যাক্ট-এর মাধ্যমে ক্যারেজ কমপ্লেক্স, কাঁচরাপাড়াতে পিওএ চলাকালীন কনভেনশনাল, এলএইচবি, এমইএমইউ (ট্রেলার এবং মোটর) এবং ডিইএমইউ (ট্রেলার এবং মোটর) কোচগুলির মেঝেতে থাকা পিভিসি খুলে ফেলা, বিছানো এবং ওয়েল্ডিং করার কাজ; **কাজের আনুমানিক মূল্য ঃ** ৬৩,২২,৮১৫.৪০ টাকা (জিএসটি সমেত); **টেন্ডার নথির মূল্য (টিডিসি) ঃ** শূন্য; **প্রদেয় দরপ্রস্তাব জামিন ঃ** ১,২৬,৫০০.০০ টাকা; **কাজ সম্পূর্ণ করার মেয়াদ ঃ** ০১ (এক) বছর; **বিজ্ঞাপনের মেয়াদ ঃ** ২৫.১০.২০২৫ থেকে ১৭.১১.২০২৫ সকাল ১১ টা পর্যন্ত; **দরপ্রস্তাব দাখিলের মেয়াদ ঃ** ১৭.১১. ২০২৫ তারিখ সকাল ১১ টার ১৫ (পনেরো) দিন পূর্ব থেকে; **টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময় ঃ** ১৭.১১.২০২৫ তারিখ সকাল ১১ টা পর্যন্ত; **টেন্ডারের বৈধতা ঃ** ৬৯ (উনসত্তর) দিন; **টেন্ডার খোলার তারিখ ও সময় ঃ** ১৭.১১.২০২৫ তারিখ দুপুর ১২টা বা তার পরে। **যে ওয়েবসাইট থেকে টেন্ডার নথি পাওয়া যাবে ঃ** ২৫.১০.২০২৫ থেকে ১৭.১১.২০২৫ তারিখ সকাল ১১ টা পর্যন্ত ভারতীয় রেলওয়ের ই-প্রোকিওরমেন্ট ওয়েবসাইট **www.ireps.gov.in** থেকে টেন্ডার নথির সম্পূর্ণ সেট পাওয়া যাবে।

(MISC-256/2025-26)

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি www.er.indianrailways.gov.in/ www.ireps.gov.in ওয়েবসাইট-এও পাওয়া যাবে।

আমাদের অনুসরণ করুন @EasternRailway
@easternrailwayheadquarter

পূর্ব রেলওয়ে

নং. ওএএইচ/২/১/জিইএনএল. তারিখ ঃ ২৯.১০.২০২৫। ডিভিসনাল রেলওয়ে ম্যানেজার, পূর্ব রেলওয়ে, হাওড়া, ডিআরএম বিল্ডিং, রেলওয়ে স্টেশনের নিকটে, হাওড়া - ৭১১১০১ কর্তৃক সমতুল ধরনের কাজে অভিজ্ঞ এবং প্রয়োজনীয় আর্থিক সঙ্গতিপন্ন টেন্ডারদাতা যাঁরা সেচ/সিপিডব্লুডি/ এসইবি/এমইএস বা যে কোনও রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থাতে নথিভুক্ত তাঁদের নিকট থেকে নিম্নলিখিত কাজের জন্য নিম্নোক্ত ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছেঃ **এক্সইএন/বিআরএল/এইচডব্লুএইচ এর অধীনে। ১) ই-টেন্ডার নং. ঃ ১৫০_২০২৫-২৬; কাজের বিবরণ ঃ** হাওড়া ডিভিসনে মেন লাইন শাখাতে গাঙপুর এবং বর্ধমান স্টেশনের মধ্যে ডাউন/এইচবিসি এবং ডাউন/মেন-এ ব্রিজ নং.-২০৯-এর গার্ডারগুলির প্রতিস্থাপন। **আনুমানিক মূল্যঃ** ১৩,৪৮,৩৪,৪৩২.০০ টাকা; **বায়না অর্থ ঃ** ৮,২৪,২০০.০০ টাকা; **সম্পূর্ণ করার মেয়াদ ঃ** স্বীকৃতিপত্র পাওয়ার তারিখ থেকে ১২ (বারো) মাস। **২) ই-টেন্ডার নং. ঃ ১৬২_২০২৫-২৬; কাজের বিবরণ ঃ** হাওড়া ডিভিসনে এসিসিএল শাখায় আরসিসি জ্যাকেটিং দ্বারা অবকাঠামো শক্তিশালী করা সমেত ব্রিজ নং.-১৭ ডাউন/ এসিসিএল-এর বিজিএমএল স্ট্যান্ডার্ড গার্ডারগুলির প্রতিস্থাপন; **আনুমানিক মূল্যঃ** ১,৪৮,৩০,০৭৬.৭৬ টাকা; **বায়না অর্থ ঃ** ২,২৪,২০০.০০ টাকা; **সম্পূর্ণ করার মেয়াদঃ** স্বকৃতিপত্র পাওয়ার তারিখ থেকে ৯ (নয়) মাস; **টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময় ঃ** ১৯.১১.২০২৫ তারিখ দুপুর ২ টো। টেন্ডার আহ্বায়ক বিজ্ঞপ্তিতে উল্লিখিত তারিখটিতে যদি কোনো কারণে ছুটি/বন্ধ/ ধর্মঘট ঘোষিত হয়, তাহলেও অনলাইনে টেন্ডার বন্ধের তারিখটির কোনো পরিবর্তন হবে না, কারণ আইআরইপিএস ওয়েবসাইটের প্রায়োগিক পদ্ধতি টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময়ের পরে কোনও প্রস্তাব দাখিলের অনুমোদন দেবে না। যদিও, অনলাইনে টেন্ডার খোলার কাজটি পরবর্তী কাজের দিনে করা হবে। **www.ireps.gov.in** ওয়েবসাইটে বিশদ টেন্ডার পাওয়া যাবে। টেন্ডারদাতাগণকে উপরোক্ত ওয়েবসাইটে অনলাইনে তাহদের প্রস্তাব দাখিল করতে অনুরোধ করা হচ্ছে। **ইএমডি এবং টিডিসি অর্থ পরিশোধ ঃ** ই-টেন্ডারিং-এর পরিপ্রেক্ষিতে প্রদেয় বায়না অর্থ [ইএমডি] এবং টেন্ডার নথির মূল্য [টিডিসি] কেবলমাত্র নেট ব্যাঙ্কিং অথবা পেমেন্ট গেটওয়ে পদ্ধতিতে গৃহীত হবে। **দ্রষ্টব্য ঃ** আইআরইপিএস (ই-টেন্ডার পোর্টাল) - এ আহ্বান করা টেন্ডারগুলির ক্ষেত্রে প্রদেয় বায়না অর্থ (ইএমডি) রূপে ফিক্সড ডিপোজিট রিসিপ্ট (এফডিআর) গৃহীত হবে না। হাতেহাতে দাখিল করা প্রস্তাব গৃহীত হবে না।

(HWH-363/2025-26)

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি www.er.indianrailways.gov.in/ www.ireps.gov.in ওয়েবসাইট-এও পাওয়া যাবে।

আমাদের অনুসরণ করুন @EasternRailway
@easternrailwayheadquarter

ভাগলপুর থেকে আনন্দ বিহার অসংরক্ষিত বিশেষ ট্রেন

কলকাতা, ৩০ অক্টোবর ঃ উৎসবের মরশুমে বিশেষ ট্রেন চালানোর একাধিক সুবিধা রয়েছে। ছটের সময় প্রত্যাশিত উৎসবের ভিড় সামলাতে, রেলওয়ে ভাগলপুর থেকে আনন্দ বিহার পর্যন্ত একমুখী অসংরক্ষিত বিশেষ ট্রেন চালানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে। ০৩৪৩৩ ভাগলপুর - আনন্দ বিহার অসংরক্ষিত একমুখী বিশেষ ট্রেনটি ৩১.১০.২০২৫ তারিখে দুপুর ১.৪০ মিনিটে ভাগলপুর থেকে ছেড়ে পরের দিন বিকেল ৪.৩০ মিনিটে আনন্দ বিহারে পৌঁছাবে। ট্রেনটি পূর্ব রেলওয়ে অধিক্ষেত্রের সুলতানগঞ্জ, জামালপুর এবং আভাইপুর স্টেশন সহ ১৯ টি স্টেশনে থামবে।

OFFICE OF THE BLOCK DEVELOPMENT OFFICER
HARIPAL DEVELOPMENT BLOCK
HARIPAL, HOOGHLY, PIN 712405
TENDER NOTICE

The Block Development officer, Haripal Development Office, Hooghly invites e-Tender in on percentage basis in the prescribed form for **Eighty (80) nos.** works vide **E-NIT No: 14/APAS/BDO/HPL/2025-2026 & 15/APAS/BDO/HPL/2025-2026, Dated 30/10/2025 of Chandanpur Gram Panchayat** For more information visit **www.wbtenders.gov.in**

Sd/-
Block Development Officer
Haripal Development Block

Office of the Makalpur Gram Panchayat
Makalpur, Hooghly

NOTICE INVITING E-TENDER No. 11/MGP/2025-26

The Prodhan, Makalpur Gram Panchayat invites tender through e-tendering for total **16 (Sixteen) Nos.** different works. Last date of submission of Bid: **17.11.2025 at 12.00 Hrs.** Date of Opening (Technical) **17.11.2025 at 12.00 Hrs.** for details visit **https://wbtenders.gov.in**

Sd/- Prodhan
Makalpur Gram Panchayat

Hooghly-Chinsurah Municipality
Mahendra Mitra Road, Pipulpati, PO & Dist.-Hooghly
Tel.: 2680-2899/2319, Telefax:-2680-6092

Notice for invitation e-Tender
e-Tender Notice No- WBMAD/C/HCM/ENG/APAS/NIT16/10e/25
Memo No-: 2398/Eng/S.D Dated: 30.10.2025

e-Tenders are invited from the experience and reliable contractors for civil, electrical works under this Municipality. **Vide e-Tender ID No. 2025_MAD_934407_01-10** Closing date of Bid submission is 18.11.2025 up to 14.50 hours. Detailed information will be available from PWD Dept. of this Municipality under APAS Scheme & visit www.wbtenders.gov.in

Sd/- Chairman/Executive Officer
Hooghly Chinsurah Municipality

Office of the
SANKRAIL GRAM PANCHAYAT
VILL.+P.O.-SANKRAIL, P.S.-SANKRAIL, DIST.-HOWRAH

NOTICE INVITING e-TENDER No:-WB/HZP/SANK/SGP/NIeT 17/25/APAS

For and on behalf of the Sankrail Gram Panchayat, The Pradhan, invites percentage rate tenders through e-tendering for **10(Ten) Nos.** different works. Document download/sale start date from **29/10/2025 at 5.00 PM.** Bid Submission starting from **29/10/2025 at 05.00 PM**. Last date of submission of Bid on **17/11/2025 at 01.00 P.M**. Bid Opening Date (Technical) **19/11/2025 at 01.30 P.M.** For Details please visit website **https://wbtenders.gov.in.**

Sd/- Prodhan
Sankrail Gram Panchayat

KOLKATA MUNICIPAL CORPORATION e-TENDER

ABRIDGED NIT

The **Executive Engineer (C)/BR-I, KMC** invites e-tender online percentage rate two bid system for following works :

1. NIT No. : KMC/EEC/I/007/83/2025-2026
Name of work : **Repairing of IPS, paver block, passage & footpaths at 16A, 17, 18, etc Baghbazar Street in Ward No.-007**. Estimated Cost (Including GST & CESS): **Rs. 3,94,165.00**. Earnest Money: **Rs. 8,000.00**. Period of Completion: **21 Days**.

2. NIT No. : KMC/EEC/I/007/81/2025-2026
Name of work : **Repairing of sewerage system at 16/2, 16/3, etc Nandlal Bose Lane in Ward No.-007**. Estimated Cost (Including GST & CESS): **Rs. 1,98,696.00.** Earnest Money: **Rs. 4,000.00**. Period of Completion: **21 Days**.

3. NIT No. : KMC/EEC/I/007/79/2025-2026
Name of work : **Repairing of privies at 16, 16/1, etc Nandlal Bose Lane in Ward No.-007**. Estimated Cost (Including GST & CESS): **Rs. 1,98,188.00.** Earnest Money: **Rs. 4,000.00**. Period of Completion: **30 Days**.

4. NIT No. : KMC/EEC/I/007/78/2025-2026
Name of work : **Repairing of IPS pavements at 22, 24, etc Nandlal Bose Lane and others area in Ward No.-007.** Estimated Cost (Including GST & CESS): **Rs. 1,49,412.00.** Earnest Money: **Rs. 3,000.00**. Period of Completion: **21 Days**.

5. NIT No. : KMC/EEC/I/007/74/2025-2026
Name of work : **Relaying of kerb and channel along Marhatta Ditch Lane in Ward No.-007**. Estimated Cost (Including GST & CESS): **Rs. 2,47,426.00.** Earnest Money: **Rs. 5,000.00**. Period of Completion: **21 Days**.

6. NIT No. : KMC/EEC/I/007/70/2025-2026
Name of work : **Repairing of IPS pavement at 12B, etc Nebu Bagan Lane and surrounding areas in Ward No.-007**. Estimated Cost (Including GST & CESS): **Rs. 1,47,908.00**. Earnest Money: **Rs. 3,000.00**. Period of Completion: **21 Days**.

7. NIT No. : KMC/EEC/I/007/66/2025-2026
Name of work : **Maintenance of drainage system at 19, Gallif Street etc in Ward No.-007**. Estimated Cost (Including GST & CESS): **Rs. 2,48,184.00**. Earnest Money: **Rs. 5,000.00**. Period of Completion: **21 Days**.

8. NIT No. : KMC/EEC/I/007/64/2025-2026
Name of work : **Repairing of privies at 11, Gallif Street etc. in Ward No.-007**. Estimated Cost (Including GST & CESS): **Rs. 2,48,743.00**. Earnest Money: **Rs. 5,000.00**. Period of Completion: **30 Days**.

9. NIT No. : KMC/EEC/I/007/54/2025-2026
Name of work : **Repairing of IPS and paver block pavements and also relaying of kerb & channel along Gopal Neogi Lane, Annanda Neogi Lane in Ward No.-007**. Estimated Cost (Including GST & CESS): **Rs. 3,46,416.00**. Earnest Money: **Rs. 7,000.00**. Period of Completion: **21 Days**.

10. NIT No. : KMC/EEC/I/003/44/2025-2026/US
Name of work : **Repairing of IPS and paver block pavement 1/6Y, 1/7A/15 etc J.K. Ghosh Road Uttaran area and other places in Ward No.-003, under Br-I**. Estimated Cost (Including GST & CESS): **Rs. 2,09,974.00**. Earnest Money: **Rs. 5,000.00**. Period of Completion: **21 Days**.

11. NIT No. : KMC/EEC/I/009/044/2025-2026
Name of work : **Repairing of sewer line at 1A, 3A, Nepal Neogi Street in Ward No.-009, under Br-I, KMC**. Estimated Cost (Including GST & CESS): **Rs. 1,49,280.00**. Earnest Money: **Rs. 3,000.00**. Period of Completion: **15 Days**.

12. NIT No. : KMC/EEC/I/006/192/2025-2026
Name of work : **Conversion of open drain to UG sewer at junction of P N Mukherjee Road and Kali Kumar Banerjee Lane in Ward No.-006 under Br-I, KMC.** Estimated Cost (Including GST & CESS): **Rs. 4,49,282.00**. Earnest Money: **Rs. 9,000.00**. Period of Completion: **21 Days**.

13. NIT No. : KMC/EEC/I/003/214/2025-2026
Name of work : **Repairing of privies at 14/1, Beer Para Lane and other places in Ward No.-003**. Estimated Cost (Including GST & CESS): **Rs. 2,97,368.00**. Earnest Money: **Rs. 6,000.00**. Period of Completion: **30 Days**.

14. NIT No. : KMC/EEC/I/003/212/2025-2026
Name of work : **Repairing of drainage system at 5/H, Beer Para Lane and other places in Ward No.-003**. Estimated Cost (Including GST & CESS): **Rs. 2,98,520.00**. Earnest Money: **Rs. 6,000.00**. Period of Completion: **21 Days**.

15. NIT No. : KMC/EEC/I/007/92/2025-2026
Name of work : **Repairing of IPS and paver block passages and footpath at 28, etc Nivedita Lane and other areas in Ward No.-007**. Estimated Cost (Including GST & CESS): **Rs. 2,97,774.00**. Earnest Money: **Rs. 6,000.00**. Period of Completion: **21 Days**.

16. NIT No. : KMC/EEC/I/007/89/2025-2026
Name of work : **Repairing of drainage system at 3, Sachin Mitra Lane and other places in Ward No.-007**. Estimated Cost (Including GST & CESS): **Rs. 1,97,617.00**. Earnest Money: **Rs. 4,000.00**. Period of Completion: **21 Days**.

17. NIT No. : KMC/EEC/I/003/208/2025-2026
Name of work : **Repairing of drainage system at 38/D/8, 38/D/10 etc Belgachhia Road and others places in Ward No.-003**. Estimated Cost (Including GST & CESS): **Rs. 2,98,051.00**. Earnest Money: **Rs. 6,000.00**. Period of Completion: **21 Days**.

18. NIT No. : KMC/EEC/I/007/86/2025-2026
Name of work : **Repairing of privies at 1, 7, etc. Bagbazar Street in Ward No.-007**. Estimated Cost (Including GST & CESS): **Rs. 2,47,728.00**. Earnest Money: **Rs. 5,000.00**. Period of Completion: **30 Days**.

19. NIT No. : KMC/EEC/I/003/206/2025-2026
Name of work : **Maintenance of drainage system at 35, 37 etc Belgachhia Road and others places in Ward No.-003**. Estimated Cost (Including GST & CESS): **Rs. 4,93,521.00**. Earnest Money: **Rs. 10,000.00**. Period of Completion: **30 Days**.

20. NIT No. : KMC/EEC/I/003/201/2025-2026
Name of work : **Repairing of drainage system at 27 Jiban Krishna Mitra Road and other places in Ward No.-003**. Estimated Cost (Including GST & CESS): **Rs. 1,98,730.00**. Earnest Money: **Rs. 4,000.00**. Period of Completion: **15 Days**.

Last date and time of submission of bid : **14.11.2025 - 1 p.m.** (for sl. no. 1 to 20). Tender will be opened on : **18.11.2025 - 1 p.m.** (for sl. no. 1 to 20). The bid forms and other details are available on and from **01.11.2025 (6 p.m.)** (for sl. no. 1 to 20). The website **https://etender.wb.nic.in** (for sl. no. 1 to 20).

The **Executive Engineer (Civil)/Borough-XIV, KMC** invites e-tender online percentage rate two bid system for the following works :

1. NIT No. : KMC/XIV/130/003/25-26/APAS (1st call)
Name of work : **Maintenance of bituminous road in the bye lane of B. S. Road near Pr. No. 137 & 125/5 etc. in Ward No.-130 (Part No. 158).** Estimated Cost (Incl. GST & CESS) : **Rs. 3,78,979.68**. Earnest Money: **Rs. 7,600.00**. Period of Completion: **21 Days**.

2. NIT No. : KMC/XIV/129/009/25-26/APAS (1st call)
Name of work : **Maintenance of C.C. passage at Pallysree near Pre. No. 111/N, M.I.D. Road in Ward No.-129 (Part No. 117)**. Estimated Cost (Incl. GST & CESS) : **Rs. 4,92,507.86**. Earnest Money: **Rs. 10,000.00**. Period of Completion: **15 Days**.

3. NIT No. : KMC/XIV/129/051/25-26/R (1st call)
Name of work : **Dev. of passage with Cement Concrete at the bye lane of G.M. Road near Pre. No. 94, 43/2 etc in Ward No.-129.** Estimated Cost (Incl. GST & CESS) : **Rs. 2,49,642.71**. Earnest Money: **Rs. 5,000.00**. Period of Completion: **15 Days**. Last date of submission of bid : **08.11.2025** up to **11 a.m.** (for sl. no. 1 to 3). Tender will be opened on : **10.11.2025 (11 a.m.)** (for sl. no. 1 to 3).

4. NIT No. : KMC/XIV/128/082/25-26/APAS (1st call)
Name of work : **Development of drainage system by laying of U/G sewer and development of cement concrete passage near house no. 218/1, 216, 538 Dr. A.K. Paul Road etc. at part no. 194 of 154- Behala Paschim A.C. in Ward No.-128.** Work Value : **Rs. 4,56,496.69**. Earnest Money: **Rs. 9,200.00**. Period of Completion: **30 Days**.

5. NIT No. : KMC/XIV/127/067/25-26/APAS (1st call)
Name of work : **Dev. of surface drain 81/1A Ram Narayan Mukherjee Road Part No. 249 in Ward No.-127.** Work Value : **Rs. 4,27,122.50**. Earnest Money: **Rs. 8,600.00**. Period of Completion: **14 Days**.

6. NIT No. : KMC/XIV/128/083/25-26/APAS (1st call)
Name of work : **Improvement of cement concrete road near house no. 198, 199C Dr. A.K. Paul Road and 38, 50/1, 226 B.B. Sengupta Road etc. at Part No. 194 of 154 - Behala Paschim A.C. in Ward No.-128.** Work Value : **Rs. 2,78,299.39**. Earnest Money: **Rs. 5,600.00**. Period of Completion: **30 Days.**

7. NIT No. : KMC/XIV/128/084/25-26/APAS (1st call)
Name of work : **Improvement of cement concrete road near house no. 262/1, 263/6, 266/1, Dr. A.K. Paul Road etc. at Part No. 194 of 154 - Behala Paschim A.C. in Ward No.-128.** Work Value : **Rs. 2,64,912.69**. Earnest Money: **Rs. 5,300.00**. Period of Completion: **30 Days**. Last date of submission of bid : **17.11.2025** up to **11 a.m.** (for sl. no. 4 to 7). Tender will be opened on : **19.11.2025 (11 a.m.)** (for sl. no. 4 to 7). The bid forms and other details are available on and from **31.10.2025 (5 p.m.)** (for sl. no. 1 to 3) and **04.11.2025 (from 5 p.m.)** (for sl. no. 4 to 7). The website **https://etender.wb.nic.in** (for sl. no. 1 to 7).

1274/25-26

Abujhati 1 Gram Panchayat
Vill-Jhapandanga P.O.-Keotara,
Dist.-Purba Bardhaman
(Jamalpur Panchayat Samity)
NOTICE INVITING E-TENDER No. 914/Abuj-I/2025, Dated: 30/10/2025

The Prodhan, Abujhati 1 Gram Panchayat invites e-tender on behalf of Abhujhati 1 Gram Panchayat for the work of Estimate for Construction of Boundary Wall. Last date of submission of Bid **19/11/2025 up to 10.55 A.M.** Technical Bid Opening Date **21/11/2025 at 11.00 am.** For details please visit website **https://wbtenders.gov.in**

Sd/- Pradhan
Abujhati 1 Gram Panchayat

E-Tender Notice

e-Tenders are invited for different type of works under APAS of **N.I.e.T. No.-15/HPS/APAS/2025-26**. Documents and other details is available in the website **tenders.gov.in**. The last date of submission for all the tenders are up to **16.00 hours** on dated **19/11/2025** respectively. Further, contact with the office of the undersigned for any quarries in the office hours.

Sd/- Executive Officer
Hariharpara Panchayat Samiti
Hariharpara, Murshidabad

অফবিট

এক হাতে সীমান্তের দায়িত্ব, অন্য হাতে কলম!

ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে শিক্ষার 'শক্তি' জোগান রাইফেলম্যান

পি. ঘোষ

দেশের সেবার জন্য যে হাতে বন্দুক ওঠে, আবার সেই হাতই তুলে নেয় কলম, মুখে তুলে দেয় খাবার। পরনের সেনা পোশাক মনে করিয়ে দেয় দেশরক্ষার শপথ। আর নিজের শিকড় ভুলতে দেয় না যে, এখানেই থেমে থাকলে হবে না, যাদের কাছে শিক্ষার আলো চুঁইয়ে এসে পড়ে, তাদের স্বার্থে বন্দুকের ওই হাতেই তুলে ধরতে হবে বই। শুধু তো তাই নয়, তাদের জন্য করতে হবে দু'বেলা দু'মুঠো অন্নের জোগাড়ও। অসম রাইফেলসের 'রাইফেলম্যান' শক্তি পালের কাছে সেই দেশসেবা, দায়িত্বের সংজ্ঞা আরও বিস্তৃত। সীমান্ত পাহারা দেওয়ার পাশাপাশি তিনি লড়ছেন আরও এক কঠিন যুদ্ধে- দারিদ্র্য আর অশিক্ষার বিরুদ্ধে। ১৯৯১ সালে শিলিগুড়িতে জন্ম শক্তি পালের। ছোটবেলাটা কেটেছে অন্ধকার আর অভাবের সঙ্গে যুদ্ধ করেই। খুব অল্প বয়সে বাবাকে হারিয়ে দেখেছেন মায়ের নিরন্তর সংগ্রাম, কেরোসিন তেল আর ডিম বিক্রি করে সংসার চলত তাঁদের। ছোট্ট শক্তির অনেক রাত কেটেছে হারিকেনের ম্লান আলোয় পড়াশোনা করে। কিন্তু সেই টিমটিমে কিন্তু দৃঢ় আলোই ভেতরে জাগিয়ে দিয়েছিল বড় এক স্বপ্ন। দীর্ঘ অধ্যবসায়ের পর ২০০৯ সালের নভেম্বরে সফলভাবে ভারতীয় সেনাবাহিনীর নিয়োগ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন শক্তি, যোগ দেন দেশের সেবায়। সেনাজীবনে শক্তি পাল প্রমাণ করেছেন অসাধারণ সাহসিকতা। মায়ানমার সীমান্ত (২০১০-২০১৩), অসম, মণিপুর - দেশের সবচেয়ে কঠিন এলাকাগুলিতে দায়িত্ব পালন করেছেন তিনি। এমনকী ২০২২ সালের প্রজাতন্ত্র দিবস প্যারেডে দিল্লির রাজপথে সৈন্যদলের নেতৃত্ব দেওয়ার সম্মানও পেয়েছেন। তবু এত বছরের সামরিক দায়িত্বের মাঝেও নিজের শেকড়ের সঙ্গে সম্পর্ক অটুট রেখেছেন এই সেনা।

'বিদ্যাছায়া পাঠশালা'-এক সৈনিকের আলোকযাত্রা

নিজের মতো আর কোনও শিশুকে যেন অভাবের তাড়নায় জীবনের সঙ্গে যুঝতে না হয়, পড়াশোনার জীবন থেকে দলছুট যেন না হয়ে পড়ে কেউ-আরও একরকম কঠিন দেশসেবার স্বপ্ন নিয়েই শক্তি পাল গড়ে তোলেন 'বিদ্যাছায়া পাঠশালা'। শিলিগুড়ির কাওয়াখালিতে তাঁর এই ছোট্ট স্কুল আজ এক দশকেরও বেশি সময় ধরে আশার আলো হয়ে উঠেছে। এখানে প্রায় ৮০ জন অনাথ ও দরিদ্র শিশু বিনা খরচায় শিক্ষা পাচ্ছে। এখানেই থেমে থাকেননি শক্তি। কলকাতার দমদম ক্যান্টনমেন্ট এলাকার ঝুপড়ি-বস্তিতে, স্থানীয় এনজিও 'আশার আলো - দ্য হোপ'-এর সঙ্গে যৌথভাবে নিয়মিত বিনামূল্যে ক্লাসের আয়োজন করেন শক্তি। পাশাপাশি উত্তরবঙ্গের চা-বাগান এলাকার দারিদ্র্যপীড়িত পরিবারগুলির মধ্যে পোশাক ও প্রয়োজনীয় সামগ্রী বিতরণ করেন নিজেই। শক্তি পালের কাছে পড়ানোও একধরনের দেশরক্ষা। তাঁর কথায়, ''আমি জানি, শূন্য হাতে বড় হওয়া কতটা কঠিন। যদি আমার উদ্যোগে একজন শিশুও স্কুল ছেড়ে না যায়, তাহলেই মনে করি আমার ইউনিফর্মের মর্যাদা রাখতে পেরেছি।'' এই সেনার যাত্রা মনে করিয়ে দেয়, দেশরক্ষা শুধু সীমান্ত পাহারা নয়, ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে শিক্ষার আলোয় আলোকিত করাও এক মহ দায়িত্ব। রাইফেলম্যান শক্তি পালের জীবন সত্যিকারের এক অনুপ্রেরণা, যেখানে বীরত্ব মানে সাহস, সহানুভূতি ও অটল দায়বদ্ধতা। তার সঙ্গেই মিশেছে এই 'পোড়া দেশে'র মানুষের জন্য কিছু করার তাগিদ, তাদের প্রতি নিটোল ভালবাসা।

আইএমই ২০২৫-এ টাটা হিটাচি উদ্ভাবন প্রদর্শনী

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ৩০ অক্টোবরঃ দেশের নির্মাণ ও খনন যন্ত্রপাতি খাতে শীর্ষস্থানীয় সংস্থা টাটা হিটাচি অংশ নিচ্ছে ইন্টারন্যাশনাল মাইনিং, ইকুইপমেন্ট অ্যান্ড মিনারেলস এক্সিবিশন ২০২৫-এ, যা কলকাতার বিশ্ব বাংলা মেলা প্রাঙ্গণে ৩০ অক্টোবর থেকে ২ নভেম্বর পর্যন্ত অনুষ্ঠিত হচ্ছে। আইএমই ২০২৫-এ অংশগ্রহণের মাধ্যমে টাটা হিটাচি টেকসই ও দায়িত্বশীল খনন প্রক্রিয়া এগিয়ে নেওয়ার প্রতিশ্রুতি নতুন করে ব্যক্ত করেছে। সংস্থার প্রতিনিধিরা প্রদর্শনী চলাকালীন গ্রাহক, অংশীদার ও শিল্প বিশেষজ্ঞদের সঙ্গে মতবিনিময় করবেন অঙ্গীকারবদ্ধ। উল্লেখ্য টাটা হিটাচি ভারতের অন্যতম শীর্ষ নির্মাণ যন্ত্রপাতি প্রস্তুতকারক সংস্থা এবং দেশের বৃহত্তম হাইড্রোলিক এক্সকাভেটর নির্মাতা। এটি টাটা মোটরস এবং হিটাচি কনস্ট্রাকশন মেশিনারি-এর একটি যৌথ উদ্যোগ। ১৯৮৪ সালে শুরু হওয়া এই অংশীদারিত্ব আজ শিল্পের অন্যতম দীর্ঘস্থায়ী যৌথ উদ্যোগ হিসেবে পরিচিত। সংস্থাটির উৎপাদন কেন্দ্র রয়েছে ধারওয়াড় ও খড়গপুরে, এবং সারা দেশে ২৭৫টিরও বেশি গ্রাহকমুখী সেবা কেন্দ্র বিস্তৃত রয়েছে। ১৯৬১ সালে টাটা ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যান্ড লোকোমোটিভ কোম্পানি-র নির্মাণ

উন্নত প্রযুক্তি, অপারেশনাল উৎকর্ষতা এবং পরিবেশসম্মত সমাধান নিয়ে-যা ভারতের স্বনির্ভর ও টেকসই শিল্পোন্নয়নের লক্ষ্য পূরণে সহায়ক হবে।টাটা হিটাচির জেনারেল ম্যানেজার (মার্কেটিং) শ্রী সিদ্ধার্থ চতুর্বেদী এই অনুষ্ঠানের প্রতি তাঁর উৎসাহ প্রকাশ করে বলেন, ''আইএমই এমন একটি গুরুত্বপূর্ণ প্ল্যাটফর্ম, যেখানে খনন শিল্পের সঙ্গে যুক্ত প্রতিষ্ঠান ও বিশেষজ্ঞরা একত্রিত হয়ে খনিজ সম্পদ উন্নয়ন, ধারণা বিনিময় এবং শিল্পের ভবিষ্যৎ গঠনে সহযোগিতার সুযোগ পান। এ বছরের আমাদের অংশগ্রহণ টাটা হিটাচির প্রতিশ্রুতি পুনর্ব্যক্ত করছে- আগামীকালের ভারতের জন্য একটি টেকসই ও প্রযুক্তিনির্ভর খনন বাস্তুতন্ত্র গড়ে তোলার উদ্দেশ্যে।'' তিনি আরও বলেন, 'চলো দেশ বানায়ে' ব্র্যান্ড দর্শনের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে টাটা হিটাচি উদ্ভাবন, অংশীদারিত্ব এবং মানুষকেন্দ্রিক প্রবৃদ্ধির মাধ্যমে দেশের অগ্রগতিকে শক্তিশালী করতে সরঞ্জাম ইউনিট হিসেবে যাত্রা শুরু করা এই সংস্থা বর্তমানে মিনি এক্সকাভেটর, কনস্ট্রাকশন এক্সকাভেটর, মাইনিং এক্সকাভেটর, ব্যাকহো লোডার, হুইল লোডার এবং ডাম্প ট্রাকসহ নানা ধরণের যন্ত্রপাতি উৎপাদন করে। পাশাপাশি, সংস্থাটি বিভিন্ন আনুষঙ্গিক অংশ, যন্ত্রাংশ এবং বিশেষজ্ঞ সেবা প্রদানেও অগ্রণী। টাটা হিটাচি ভারতের অবকাঠামো ও খনন চাহিদা পূরণে বিশ্বমানের নির্মাণ যন্ত্রপাতি সরবরাহে অগ্রণী ভূমিকা পালন করছে।

৬ বছর পর মুখোমুখি হয়ে ট্রাম্প-জিনপিং বললেন 'অসাধারণ বন্ধুত্ব'

সংবাদ সংস্থা, সিওল, ৩০ অক্টোবরঃ ছয় বছর পর মুখোমুখি মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প ও চিনের প্রেসিডেন্ট শি জিনপিং। তাঁকে 'গ্রেট লিডার' বলেই সম্মোধন করলেন ট্রাম্প। তাদের সম্পর্ককে 'অসাধারণ সম্পর্ক' বলে উল্লেখ করেন। শি জিনপিংয়ের সঙ্গে সাক্ষা করার পর মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প বলেন, ''দীর্ঘ সময় পরে আমার বন্ধু, চিনের প্রেসিডেন্টের সঙ্গে দেখা করে খুব ভাল লাগল। আমরা একাধিক বিষয়ে সহমত হয়েছি, আরও বিষয়ে সহমত হব। এক মহান দেশের মহান নেতা প্রেসিডেন্ট শি জিনপিং, আমি মনে করি যে অসাধারণ সম্পর্ক হবে আমাদের।'' ট্রাম্পের সুরে কথা বলেন চিনা প্রেসিডেন্ট শি জিনপিং-ও। তিনি বলেন যে, অনেক বছর পর মার্কিন প্রেসিডেন্টের সঙ্গে দেখা করে খুব ভাল লেগেছে। বলেন, ''প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প, আপনার সঙ্গে দেখা হয়ে খুব ভাল লাগল। বহু বছর পর দেখা হল।'' এর আগে তিনবার ফোনে কথা হওয়া, একাধিকবার চিঠি চালাচালি এবং সুসম্পর্কের কথাও উল্লেখ করেন জিনপিং। তিনি বলেন, ''দুই দেশের যৌথ উদ্যোগেই চিন-আমেরিকার সম্পর্ক স্থিতিশীল রয়েছে। আমাদের দুই দেশের আলাদা পরিস্থিতি, তাই অনেক সময়ই আমরা অনেক বিষয়ে সম্মত হই না। বিশ্বের দুটি শীর্ষ অর্থনীতির দেশে কখনও কখনও সংঘর্ষ-মতবিরোধ হবে, এটাই স্বাভাবিক।'' চিনের প্রেসিডেন্ট জিনপিং আরও বলেন, ''চিন ও আমেরিকা একসঙ্গে কাজ করবে।'' প্রসঙ্গত, ৬ বছর পর মুখোমুখি হলেন শি জিনপিং ও ডোনাল্ড ট্রাম্প। দক্ষিণ কোরিয়ার বুসানে তারা দেখা করেন। এশিয়া প্যাসিফিক ইকোনমিক কোঅপারেশন সামিটের ফাঁকেই এই সাক্ষাৎ। এই বৈঠক দুই দেশের সম্পর্কে পরিবর্তন আনবে বলেই আশাবাদী সকলে। সম্প্রতিই মার্কিন প্রেসিডেন্ট চিনের উপরে অতিরিক্ত ১০০ শতাংশ শুল্ক চাপানোর হুমকি

দিয়েছিলেন। চিন যদি বিরল মৃত্তিকার রফতানিতে শিথিলতা আনে, তাহলে আমেরিকাও শুল্ক প্রত্যাহার করবে বলে জানিয়েছে।

MiFL

MANGALAM INDUSTRIAL FINANCE LIMITED

Registered Office: Old Nimta Road, Nandan Nagar, Belghoria, Kolkata, West Bengal –700 083; **Telephone No.:** +91 7203948909;
Corporate Office: Hall No - 1, M R Icon, Next to Milestone, Vasna, Bhayli Road, Vadodara-391410, Gujarat;
Telephone No.: +91 7203948909 **Contact Person**: Mr. Samoil Akilbhai Lokhandwala; Company Secretary and Compliance Officer
E-mail: compliance@miflindia.com; **Website:** www.miflindia.com, **CIN:** L65993WB1983PLC035815

Promoters: Mr. Sojan Vettukallel Avirachan, Mr. Venkata Ramana Revuru, Mr. Yatin Sanjay Gupte, M/S. Wardwizard Solutions India Private Limited And M/S. Garuda Mart India Private Limited

ISSUE OF 48,08,21,750 FULLY PAID-UP EQUITY SHARES OF FACE VALUE OF RE. 1.00/- EACH OF OUR COMPANY (THE "RIGHTS EQUITY SHARES") FOR CASH AT A PRICE OF RE. 1.00/- PER RIGHTS EQUITY SHARE AGGREGATING UPTO RS. 48,08,21,750.00/- ON A RIGHTS BASIS TO THE ELIGIBLE EQUITY SHAREHOLDERS OF OUR COMPANY IN THE RATIO OF 1 (ONE) RIGHTS EQUITY SHARE FOR EVERY 2 (TWO) FULLY PAID-UP EQUITY SHARES HELD BY THE ELIGIBLE EQUITY SHAREHOLDERS ON THE RECORD DATE, I.E. 23RD SEPTEMBER, 2025 ("RECORD DATE") (THE "ISSUE"). THE ISSUE PRICE IS EQUAL TO THE FACE VALUE OF THE EQUITY SHARES

NOTICE TO ELIGIBLE EQUITY SHAREHOLDERS OF OUR COMPANY

RIGHTS ISSUE PERIOD EXTENDED	ISSUE CLOSING DATE (OLD) FRIDAY, NOVEMBER 07, 2025
	ISSUE CLOSING DATE (NEW) FRIDAY, NOVEMBER 14, 2025
RIGHTS ENTITLEMENT PERIOD EXTENDED	ISSUE CLOSING DATE (OLD) FRIDAY, OCTOBER 31, 2025
	ISSUE CLOSING DATE (NEW) MONDAY, NOVEMBER 10, 2025

ASBA*	Simple, Safe, Smart way of Application - Make use of it!!!	*Applications Supported by Blocked Amount (ASBA) is a better way of applying to issues by simply blocking the fund in the bank account, investors can avail the same.	For further details check section on ASBA below.

Please note that in accordance with provisions of applicable circulars issued by SEBI, all QIBs, Non-Institutional Investors and Retail Individual Investors complying with the eligibility conditions prescribed by SEBI, shall only invest in the Issue through ASBA process, unless otherwise permitted by regulatory authorities or under applicable law. Accordingly, all Eligible Equity Shareholders who (a) hold Equity Shares in dematerialized form, (b) have not renounced their Rights Entitlement in part or in full, and (c) are not Renouncees, shall use the ASBA process to make an application in the Issue. Eligible Equity Shareholders who have renounced their Rights Entitlement in part, Renouncees and Eligible Equity Shareholders holding Equity Shares in physical form are not eligible ASBA Investors and must apply for Rights Equity Shares only through the non-ASBA process, irrespective of the application amounts/applicant category.

ASBA Investors should note that the ASBA process involves application procedures that may be different from the procedure applicable to non-ASBA process. ASBA Investors should carefully read the provisions applicable to such applications before making their application through the ASBA process. ***For details, see "Terms of the Issue - Procedure for Application" on page 161 of the Letter of Offer.***

This is to inform the Eligible Shareholders of the Company that the date of closure of the Rights Issue, which opened on Monday, 27th October, 2025 and scheduled to close on Friday, 7th November, 2025 has now been extended by the Company Friday, 7th November, 2025 to Friday, 14th November, 2025, vide the Board Meeting dated 30th October, 2025. Additionally, the trading period for the Rights Entitlement ('RE'), which was earlier scheduled to close on Friday, 31st October, 2025, have been extended to Monday, 10th November, 2025, in order to provide an opportunity to shareholders to exercise their rights in the Rights Issue.

Accordingly, the last date of submission of the duly filled in CAF (along with the amount payable on application) is Friday, 14th November, 2025. Equity Shareholders of the Company who are entitled to apply for the Rights Issue as mentioned above are requested to take note of the issue closure date as Friday, 14th November, 2025. Accordingly, there is no change in the LOF, CAF and ALOF dated 4th October, 2025 except for modification in the issue closing date; resultant change in indicative time table of post issue activities on account of extension of issue closing date and to the extent stated in the ADDENDUM CUM CORRIGENDUM – NOTICE TO INVESTORS published in the advertisement dated Thursday, 30th October, 2025 which appeared in newspapers on Friday, 31st October, 2025.

For, Mangalam Industrial Finance Limited
On behalf of the Board of Directors
Sd/-
Samoil Akilbhai Lokhandwala
Company Secretary and Compliance Officer

Place: Kolkata, West Bengal
Date: 30th October, 2025

CHANGE OF NAME

I, SOFIUL ALOM (old name) S/O -ABDUL HAMID residing at VILL- PURANDARPUR PO-BEUNCHITALA PS-DAULATABAD DIST-MURSHIDABAD PIN-742302. West Bengal, do hereby declare that I have changed My name from (old name) SOFIUL ALOM to SAFIUL ALAM (new name) and henceforth, I shall be known as (new name) SAFIUL ALAM in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public at Domkal court dated on 31/10/2025. (new name) SAFIUL ALAM & SOFIUL ALOM (old name) both name are same and one identical person.

CHANGE OF NAME

I, MAHAFUZA BEGUM (old name) W/O -MIR ABU TAYEB residing at VILL- RABINDRA SARANI 2ND LANE PO- BOLPUR PS- BOLPUR DIST- BIRBHUM PIN-731204. West Bengal, do hereby declare that I have changed My name from (old name) MAHAFUZA BEGUM to MOHAFUZA BEGAM (new name) and henceforth, I shall be known as (new name) MOHAFUZA BEGAM in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public at Domkal court dated on 31/10/2025. (new name) MOHAFUZA BEGAM & MAHAFUZA BEGUM (old name) both name are same and one identical person.

CHANGE OF NAME

I, MD SHAHJAHAN MALITHYA (old name) S/O - ALAUDDIN MALITHYA residing at VILL- CHAR MOKTARPUR PO- CHAR MOKTARPUR PS-THANARPARA DIST- NADIA PIN-741152. West Bengal, do hereby declare that I have changed My name from (old name) MD SHAHJAHAN MALITHYA to SHAHJAHAN MALITHYA (new name) and henceforth, I shall be known as (new name) SHAHJAHAN MALITHYA in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public at Domkal court dated on 31/10/2025. (new name) SHAHJAHAN MALITHYA & MD SHAHJAHAN MALITHYA (old name) both name are same and one identical person.

CHANGE OF NAME

I, ABUL KALAM (old name) S/O -HAJI ALAHIBAKS MONDAL residing at VILL- MAMDALIPUR DAKSHINPARA PO- NUTANPARA RAIPUR PS- HARIHARPARA DIST- MURSHIDABAD PIN-742165. West Bengal, do hereby declare that I have changed My name from (old name) ABUL KALAM to ABUL KALAM MONDAL (new name) and henceforth, I shall be known as (new name) ABUL KALAM MONDAL in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public at Domkal court dated on 31/10/2025. (new name) ABUL KALAM MONDAL & ABUL KALAM /ABDUL KALAM (old name) both name are same and one identical person.

CHANGE OF NAME

I, ABUL KALAM (old name) S/O -HAJI ALAHIBAKS MONDAL residing at VILL- MAMDALIPUR DAKSHINPARA PO- NUTANPARA RAIPUR PS- HARIHARPARA DIST- MURSHIDABAD PIN-742165. West Bengal, do hereby declare that I have changed My name from (old name) ABUL KALAM to ABUL KALAM MONDAL (new name) and henceforth, I shall be known as (new name) ABUL KALAM MONDAL in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public at Domkal court dated on 30/10/2025. (new name) ABUL KALAM MONDAL & ABUL KALAM /ABDUL KALAM (old name) both name are same and one identical person.

CHANGE OF NAME

I, Mahidul Islam Molya (old name) son of Late Saheb Ali Molla, residing at Vill & P.O-Baunia, P.S-Nazat, Dist: North 24 Parganas, Pin: 743442, West Bengal, India, have changed my name and shall henceforth be known as Mahidul Islam Molla (new name) as declared before the Notary Public at Kolkata dated 29/10/2025. Mahidul Islam Molya (old name) and Mahidul Islam Molla (new name) both are same and one identical person.

CHANGE OF NAME

I, Lalit Kumar Tulsiyan (old name) son of Late Manik Chand Tulsian, residing at Shantikunj Apartment, 20, Round Tank Lane, Mallick Fatak, P.S – Howrah, Howrah – 711001, West Bengal, India, have changed my name and shall henceforth be known as Lalit Kumar Tulsian (new name) as declared before the Notary Public at Kolkata dated 29/10/2025. Lalit Kumar Tulsiyan (old name) and Lalit Kumar Tulsian (new name) both are same and one identical person.

CHANGE OF NAME

I, JALILA UDDIN (OLD NAME) S/O LATE SAKHIR UDDIN DIN, RESIDING AT, VILL - SOVARAMPUR, P. O - DEBHOG,P.S- BHABANIPUR, EAST MEDINIPUR 721657, W. B, INDIA, HAVE CHANGED MY AND SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS JALIL UDDIN DIN (NEW NAME), AS DECLARED BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA , DATED 29/10/2025, JALIL UDDIN DIN (NEW NAME) AND JALILA UDDIN (OLD NAME) BOTH ARE SAME IDENTICAL PERSON,

CHANGE OF NAME

I, AMRITA PRASAD DAS (Old Name) S/O NARAYAN CHANDRA DAS Residing at Pritilata Sarani, Nabapalli, P.S.-Barasat, District - North 24 Parganas, Pin - 700126, West Bengal, India have changed my name and shall henceforth be known as AMRITA PROSAD DAS (New Name) as declared before the Notary Public at Kolkata vide affidavit No 2, Dated 24-10-2025. AMRITA PRASAD DAS (Old Name) and AMRITA PROSAD DAS (New Name) both are same and identical person.

CHANGE OF NAME

I, AMARENDRANATH MAITY (Old Name) S/O CHITTARANJAN MAITY Residing at Vill-Subarnadihi, P.O-Pichabani, P.S.-Contai, District - East Medinipur, Pin - 721455, West Bengal, India have changed my name and shall henceforth be known as AMARENDRA MAITY (New Name) as declared before the Notary Public at Kolkata vide affidavit Dated 24-10-2025. AMARENDRANATH MAITY (Old Name) and AMARENDRA MAITY (New Name) both are same and identical person.

CHANGE OF NAME

I, Malay Kanti Roy, S/o Lt. Bijoy Krishna Roy residing at Hospital Road, P.O. & P.S. Habra Dist. North 24 Pgs. have changed my name and shall henceforth be known as Malay Roy as declared before the Notary Public Court at Barasat vide affidavit No. 11 dt 2/5/1998. Malay Kanti Roy and Malay Roy both are one and same identical person.

CHANGE OF NAME

I, AMARENDRANATH MAITY (Old Name) S/O CHITTARANJAN MAITY Residing at Vill-Subarnadihi, P.O-Pichabani, P.S.-Contai, District - East Medinipur, Pin - 721455, West Bengal, India have changed my name and shall henceforth be known as AMARENDRA MAITY (New Name) as declared before the Notary Public at Kolkata vide affidavit Dated 24-10-2025. AMARENDRANATH MAITY (Old Name) and AMARENDRA MAITY (New Name) both are same and identical person.

CHANGE OF NAME

I,SANJIB CHAKRABORTY (old name) S/O-LATE SUDHIR KUMAR CHAKROBORTY residing at CHANCHAL BLOCKPARA SINGIA PO- CHANCHAL PS-CHANCHAL DIST-MALDA PIN-732123. West Bengal, do hereby declare that I have changed My name from (old name) SANJIB CHAKRABORTY to (new name) SANJIB KUMAR CHAKROBORTY and henceforth, I shall be known as (new name) SANJIB KUMAR CHAKROBORTY in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public at Berhampore court dated on 31/10/2025. (new name) SAJIB KUMAR CHAKROBORTY & SANJIB CHAKRABORTY (old name) both name are same and one identical person.

CHANGE OF NAME

I, AMRITA PRASAD DAS (Old Name) S/O NARAYAN CHANDRA DAS Residing at Pritilata Sarani, Nabapalli, P.S.-Barasat, District - North 24 Parganas, Pin - 700126, West Bengal, India have changed my name and shall henceforth be known as AMRITA PROSAD DAS (New Name) as declared before the Notary Public at Kolkata vide affidavit No 2, Dated 24-10-2025. AMRITA PRASAD DAS (Old Name) and AMRITA PROSAD DAS (New Name) both are same and identical person.

CHANGE OF NAME

I, Sekh Sabir (Old Name) S/o Sk Abdul Karim Residing at Vill - Badhia, P.o - Mirgoda, P.s - Ramnagar, District - Purba Medinipur, Pin - 721446, West Bengal, India have Changed my name and shall henceforth be Known as Sk Sabir (New Name) as declared before the Notary public Kolkata vide affidavit Dated 30-10-2025. Sekh Sabir (Old Name) and Sk Sabir (New Name) both are same and one identical person.

CHANGE OF NAME

I, Abdul Karim (Old Name) S/o Sk Kalimuddin Residing at Vill - Badhia, P.o - Mirgoda, P.s - Ramnagar, District - Purba Medinipur, Pin - 721446, West Bengal, India have Changed my name and shall henceforth be Known as Sk Abdul Karim (New Name) as declared before the Notary public Kolkata vide affidavit Dated 30-10-2025. Abdul Karim (Old Name) and Sk Abdul Karim (New Name) both are same and one identical person.

CHANGE OF NAME

I, Sunil Kumar Mondal S/O- Shambhunath Mondal @ Shamvunath Mondal resident of Vill- Saota, P.O.- Nigan, P.S.- Mangolkote, Dist- Purba Bardhaman, West Bengal, PIN -713143, shall henceforth be known as 'SUNIL MONDAL' vide an affidavit before the Notary Public at Purba Bardhaman on 30/10/2025. That Sunil Kumar Mondal and Sunil Mondal both are same and one identical person.

CHANGE OF NAME

I , Anoyar SK @ Anowar Sekh S/O- Jikriya Seikh resident of Vill- Pubar, P.O.- Panduk, P.S.- Ausgram, Dist- Purba Bardhaman, West Bengal, PIN -713152, shall henceforth be known as 'SEIKH ANOYAR' vide an affidavit before the Notary Public at Purba Bardhaman on 30/10/2025. That Anoyar SK, Anowar Sekh and Seikh Anoyar all are same and one identical person.

CHANGE OF NAME

I , Md Ali Nasir @ Mahammad Ali Nasir S/O- Kabir Ahammad resident of Ichapur Dakshin Para, P.O.- Memari, P.S.- Memari, Dist- Purba Bardhaman, West Bengal, PIN - 713146, shall henceforth be known as 'MAHAMMAD ALI NASER' vide an affidavit before the Notary Public at Purba Bardhaman on 30/10/2025. That Md Ali Nasir, Mahammad Ali Nasir and Mahammad Ali Naser all are same and one identical person.

নাম পরিবর্তন

আমি Saynaj Begum (পুরাতন নাম) স্বামী Abdul Mafijul Khan ঠিকানা Vill+P.O.- Hadia, P.S - Sutahata, District-Purba Medinipore, Pin - 721645, West Bengal India কলকাতায় নোটারি পাবলিক Dated 30-10-2025 এর Affidavit no 12/2025 দ্বারা আমার নাম এখন থেকে Sainaj Khatun Bibi (নতুন নাম) নামে পরিচিত হলাম। Sainaj Khatun Bibi (নতুন নাম) ও Saynaj Begum (পুরাতন নাম) একই ব্যক্তি।

CHANGE OF NAME

I, Pradip Biswas (Old Name) S/o Ratikanta Biswas Residing at Shyamnagar, Vtc - Kowgachi(P), P.o - Shyamnagar, District - North 24 Parganas, Pin - 743127, West Bengal India have Changed my name and shall henceforth be known as Pradip Kumar Biswas (New Name) as declared before the Notary Public Kolkata vide affidavit no 13/2025 Dated 30-10-2025. Pradip Biswas (Old Name) and Pradip Kumar Biswas (New Name) both are same and one identical person.

CHANGE OF NAME

I, Munni Devi (Old Name) W/o Kamlesh Pandey Residing at D1/97/1/New, West Puthalkhali Mandal Para, Maheshtala (M), District - South 24 Parganas, Pin - 700139, West Bengal India have Changed my name and shall henceforth be known as Munni Pandey (New Name) as declared before the Notary Public Kolkata vide affidavit no 11/2025 Dated 30-10-2025. Munni Devi (Old Name) and Munni Pandey (New Name) both are same and one identical person.

CHANGE OF NAME

I, Malaya Banerjee (Old Name) W/o Biswapati Banerjee Residing at Vivekananda Road Bye Lane 2, P.o+P.s - Sonarpur, District - South 24 Parganas, Pin - 700150, West Bengal, India have Changed my name and shall henceforth be known as Malaya Chatterjee (New Name) as declared before the Ld. Judicial Magistrate (1st Class) at Baruipur vide affidavit no 8291 Dated 24-09-2025. Malaya Banerjee(Old Name) and Malaya Chatterjee (New Name) both are same and one identical person.

CHANGE OF NAME

I, Prodip Patra (Old Name) S/o Bhudeb Chandra Patra Residing at Vill+P.o- Bhanderkhali, P.s-Hasnabad, District- North 24 Parganas, Pin-743439, West Bengal, India have Changed my name and shall henceforth be Known as Pradip Patra (New Name) as declared before the Notary public Kolkata vide affidavit Dated 30-10-2025. Prodip Patra(Old Name) and Pradip Patra (New Name) both are same and one identical person.

CHANGE OF NAME

I, Sahida Hazra Yasmin (Old Name) W/o Zahir Hazra Residing at 10, Nazrul Islam Avenue Vip Road, Kaikhali, P.o - Airport, P.s - Baguiati, District - North 24 Parganas, Pin - 700052, West Bengal, India have Changed my name and shall henceforth be Known as Sahida Yasmin (New Name) as declared before the Notary public Kolkata vide affidavit Dated 30-10-2025. Sahida Hazra Yasmin (Old Name) and Sahida Yasmin (New Name) both are same and one identical person.

CHANGE OF NAME

I, Harendra Mahadev Rana, Harendra Rana (Old Name) S/o Mahadev Keval Rana Residing at 3rd Floor, Flat No-303, Podrah, District - Howrah, Pin - 711109, West Bengal India Have Changed my name and shall henceforth be known as Harendra M Rana (New Name) as declared before the Kolkata vide affidavit Date 30-10-2025. Harendra Mahadev Rana, Harendra Rana (Old Name) and Harendra M Rana (New Name) both are same and one identical person.

CHANGE OF NAME

I, Susmita Mondal (Old Name) W/o Bibhash Chandra Mondal Residing at 1/12, Govt. Housing Est, 20 Harey Kristo Sett Lane, P.o+P.s - Sinthee, District - Kolkata, Pin - 700050, West Bengal, India have Changed my name and shall henceforth be Known as Sumita Mondal (New Name) as declared before the Notary public Kolkata vide affidavit no 14 Dated 29-10-2025. Susmita Mondal (Old Name) and Sumita Mondal (New Name) both are same and one identical person.

আমলা নবমী তিথি উপলক্ষ্যে কোন্নগর রাজরাজেশ্বরী সেবামঠে কুমারী পূজা সুসম্পন্ন হল

পুলক চক্রবর্তী, কোন্নগর, ৩০ অক্টোবর ঃ আমলা নবমীর তিথিতে জগদ্ধাত্রী পূজার নবমী তিথিতে এই আমলা নবমীর সন্নিবেশ ঘটেছে

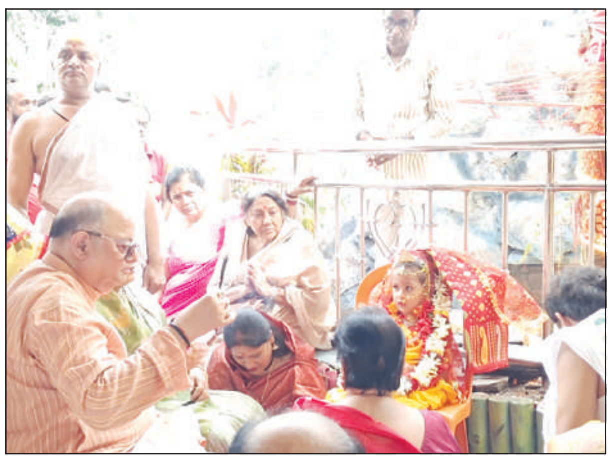

জগৎ গুরু শ্রী শ্রী শংকরাচার্য প্রতিষ্ঠিত কোন্নগর রাজরাজেশ্বরী মন্দির তথা সেবা মঠে পালিত হলো আমলা নবমী তিথি পূজা এবং এই পুণ্য তিথিতে বিশেষ দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে এই সেবা মাঠে আমলকি গাছের নিচে কুমারী পূজা আমলা নবমী তিথি তাৎপর্য এই যে আমলকি ফল বা আমলকি গাছ কে বিশেষ ধারক বা বিশেষ ফল প্রদানকারী গাছ বা বৃক্ষ বলে মানা হয়। আজ মা যেখানে ছোট ছোট কুমারীদের যারা ৫ থেকে ১০ বছরের শিশু কন্যাদেরকে মা জগদ্ধাত্রী রূপে ও মা লক্ষী রূপে পূজিত করে রাজরাজেশ্বরী মন্দির সেবা মঠ। মাতা রাজরাজেশ্বরী কে আমলকির গহনা তে সুসজ্জিত করা হয় যা বিশেষ করে নজর পেয়েছে দর্শনার্থীবৃন্দের এবং ভক্তবৃন্দের কাছে। উক্ত দিবসের প্রাথমিক পর্বের পূজা জগৎগুরু শ্রী শ্রী শংকরাচার্য গুরুদেবের পূজা, ধ্যান সারার পর শুরু হয় শ্রী গণেশ জির ধ্যান এবং আদি মহাদেবের পূজা স্বরূপেশ্বর শিবলিঙ্গের অভিষেক এবং শ্রী যন্ত্রের বিশেষ পূজা অতঃপর মাতা রাজরাজেশ্বরী যিনি স্বয়ং লক্ষী রূপে আবির্ভূত এই ধরাধামে তার বিশেষ পূজা শুরু হয়। তৎসহ শুরু হয় পাঁচ থেকে দশ বছরের কুমারী কন্যাদের মাতা লক্ষী রূপে, জগদ্ধাত্রী রূপে পূজা করা হয়। সকল কুমারীদের গয়না- শাড়ি -ওড়না পড়িয়ে এবং শিঙ্গারসহ তাদের ফল মিষ্টি সহকারে ও দক্ষিণা সহকারে বিশেষ পূজা করা হয়। এমনকি তাদের মাতা জগদম্বার সামনে বসিয়ে আরতী-ও করা হয়। এই পূজা উপলক্ষ্যে মন্দিরে ভক্তবৃন্দ তথা দর্শনার্থীবৃন্দের উপচে পড়া ভিড় পরিলক্ষিত হয়, মধ্যাহ্নের সবার জন্য ছিল আন্তরিকভাবে হোক প্রসাদ গ্রহণের ব্যবস্থা। আমলা নবমীর এই বিশেষ পূজাতে অংশগ্রহণ করেন রিষড়ার চারণ পরিবার। উপস্থিত ছিলেন জ্যোতিষ্পিঠ পন্ডিত রবিশঙ্কর আচার্য মহারাজ এইখানকার ওয়ার্ড কাউন্সিলর অঞ্জলি ব্যানার্জি, ও কিশোর চৌধুরী। সমগ্র পূজা পরিচালনা সক্রিয়ভাবে প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত পরিচালিত হয় ব্রহ্মচারী মহারাজ শ্রীধর ত্রিবেদী মহারাজের দ্বারা। এই মন্দিরের মুখ্য পুরোহিত স্বচ্চিতস্বরূপ মহারাজ তার সুদক্ষ সাধনার দ্বারা এবং মন্ত্র উচ্চারণের দ্বারা এই পূজা চালিয়ে যান যা সকলের হৃদয় স্পর্শ করে ওয়ার্ড কাউন্সিলর অঞ্জলি ব্যানার্জি তার বক্তব্যে বলেন, কোন্নগর রাজরাজেশ্বরী মন্দির তথা সেবা মঠের এই জগদম্বা, মায়ের মূর্তি যথেষ্ট জাগ্রত তার কাছে অন্তর থেকে কিছু চাইলে তিনি তা মনস্কামনা পূর্ণ করেন। এখানকার রীতিনীতি যথেষ্ট সুশৃঙ্খল এবং শান্তিপূর্ণ এছাড়া মহারাজগণ প্রত্যেক ভক্তবৃন্দের কাছে জাতি-ধর্ম- নির্বিশেষে সব দর্শনার্থীদের কাছে যথেষ্ট আন্তরিক । এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন মঠের অন্যান্য ব্রহ্মচারী পুরোহিতগন রবি চৌবে, ঋত্বিক মিশ্রা, প্রভাত প্রাচৌরি প্রমুখ। রাজরাজেশ্বরী মন্দিরের মুখ্য পুরোহিত ব্রহ্মচারী সচ্চিতস্বরূপ মহারাজ। তার বক্তব্যে বলেন 'আমলা নবমীর পুণ্য তিথিতে জগত কল্যাণের জন্য জগত সংসারে শান্তিপূর্ণ অবস্থানের জন্য। প্রত্যেক বছরের মতো আমরা এই বসরও পূজার আয়োজন করেছি যা অব্যাহত থাকবে আগামী দিনেও।'

পেঁয়াজ চারা বাঁচাতে ত্রিপল ঢেকে যুদ্ধকালীন তৎপরতা

প্রসেনজিত দেবনাথ, পূর্বস্থলী, ৩০ অক্টোবর ঃ নিম্ন চাপের জেরে শুরু হয়েছে বৃষ্টি, তারই মধ্যে পিঁয়াজের চারা বাঁচাতে চলছে তড়িঘড়ি মাঠে ত্রিপল দিয়ে

জমি ঢাকার কাজ, অতি বৃষ্টি হলে পচে যাবে চারা, তাই ব্যাপক ক্ষতি হতেপারে, চারা বাঁচানোর জন্য ত্রিপল দিয়ে জমি ছাউনি দেওয়ার কাজ চালাচ্ছে কালনার রামেশ্বরপুর এলাকার পেঁয়াজ চাষীরা। ঘূর্ণিঝড় মান্থার জেরে নিম্নচাপের হাত থেকে পেঁয়াজের বীজতোলা কে বাঁচাতে যুদ্ধকালীন তৎপরতার লড়াই চালিয়ে যাচ্ছেন কালনার চাষীরা, বিঘে প্রতি ১৮ থেকে ২০ হাজার টাকা খরচ করে পেঁয়াজ চাষ শুরু করেছেন কয়েকশো চাষীরা, বৃষ্টির জলের হাত থেকে ফসল বাঁচাতে জমিতে খুঁটি বেঁধে ত্রিপল দিয়ে ঢেকে রাখার কাজ শুরু করছেন, অতিরিক্ত বৃষ্টি হলে পেঁয়াজের বীজ পচে যাবে, তাই প্রাণপণ প্রচেষ্টা অতিরিক্ত খরচ হোক তাও ঠিক আছে, ত্রিপল দিয়ে বাঁচাতে হবে পেঁয়াজের চারা কে, কয়েকশো বিঘে চাষ হয় এখানে। পেঁয়াজের চারা তৈরি করতে গিয়ে নষ্ট হয়ে গেলে আবার চারা তৈরি করতে সময় লাগবে। তাই অতিরিক্ত খরচা করেও চারা বাঁচাবার আপ্রাণ প্রচেষ্টা কালনা রামেশ্বরপুর অঞ্চলের চাষীদের।

দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ে – টেন্ডার

সিনিয়র ডিভিশনাল ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার (জি)/সাঁতরাগাছি, দক্ষিণ পূর্ব রেল, খড়গপুর ডিভিশন, ভারতের রাষ্ট্রপতির জন্যে ও তরফে www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে ই-টেন্ডারিংয়ের মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট যোগ্য ঠিকাদারদের কাছ থেকে নিচে উল্লেখিত বিস্তারিত তথ্য অনুযায়ী খোলা টেন্ডার আহ্বান করেছেন: **টেন্ডার নোটিশ নং. : ইলেক্ট-ওটি-২৫-২৬-এমএমসি-এসএইচএম-৩০; কাজের নাম:** ০১ বছরের জন্য এসএসইই(পি) এসএইচএম -এর আওতাধীন বৈদ্যুতিক কাজের জন্য এমএমসি; **টেন্ডার মূল্য:** ₹ ৫৭,০৭,৫৬৫.১৯; **ইএমডি/বিড সিকিউরিটি** ₹ ১,১৪,২০০.০০; **টেন্ডার বন্ধের তারিখ এবং সময়:** ২১/১১/২০২৫ তারিখে ১১:০০ টায়; সংশ্লিষ্ট ঠিকাদারদের শুধুমাত্র অনলাইনে, www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে আবেদন করার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে। এই টেন্ডারের জন্য কোনও অফলাইন টেন্ডার গ্রহণ করা হবে না। বিস্তারিত জানার জন্য ডকুমেন্ট সেকশনে আপলোড করা টেন্ডার নথিটি মনোযোগ সহকারে পড়ুন। টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি, টেন্ডার নথি এবং অন্যান্য বিবরণ www.ireps.gov.in-এ দেখা যাবে।

(PR-783)

বিজ্ঞপ্তি

আমার মক্কেল ১। নমিতা ঘোষ, স্বামী মানিক লাল ঘোষ ২। অচিন্ত্য কুমার ঘোষ, ৩। শ্রীমন্ত ঘোষ, উভয়ের পিতা মানিক লাল ঘোষ, সর্ব্ব সাং- নিজবালিয়া, জগৎবল্লভপুর, হাওড়া মহাশয়গন একযোগে বিগত ইংরাজী- ২০১০ সালে বড়গাছিয়া রেজিঃ অফিসে রেজিঃ কৃত ০৩১২৯ নং এবং ৩৪১৯ নং দানপত্র দলিল দ্বারা নিতাই চন্দ্র ঘোষ, পিতা আশুতোষ ঘোষ মহাশয়ের নিকট হইতে হাওড়া জেলার জগৎবল্লভপুর থানার অধীন নিজবালিয়া মৌজায় জে. এল. ৪৬ নং ভুক্ত, হাল- ৪৬৯ নং খতিয়ানে ৬৮৭ নং দাগে ২.৭৫ শতক, ৭৫১. ৭৫২ নং খতিয়ানে ১৩৩ নং দাগে ৬.৬০ শতক, পাতিহাল মৌজায় জে. এল.- ৪৯ নং ভুক্ত, সাবেক- ৬৫৭ নং খতিয়ানে ৫২৯৬ নং দাগে ০৩ শতক, পাতিহাল মৌজায় জে. এল.- ৪৯ নং ভুক্ত, সাবেক- ৬৫৭ নং খতিয়ানে ৫২৯৬ নং দাগে ০৩ শতক, বাদেনালিয়া মৌজায় জে. এল, ৪৭ নং ভুক্ত, হাল- ২৫৪, ১৪৭, ৩৩৬, ৭৬, ২৬০, ৪৬২, ২২৮, ৩৯৯, ৪৬৮, ৫৭৯, ২৫৪ নং খতিয়ানে ৮১৩ নং দাগে ২৮ শতক, ৮১০ নং দাগে ৩০ শতক, ৮১১ নং দাগে ২৩ শতক, ৮১২ নং দাগে ১২ শতক, ৮১২ / ১০১৮ নং দাগে ০১ শতক, ৮৩১ নং দাগে ১২ শতক, ৮৩২ নং দাগে ০৯ শতক, ৮৩৩ নং দাগে ০৭ শতক, ৮৩৪ নং দাগে ৩৫ শতক, ৮৩৫ নং দাগে ২০.৬৬ শতক, ৫৪৯ নং দাগে ০১ শতক, ৫৫৪ নং দাগে ০৩ শতক, রামপুর মৌজায় জে. এল,- ৪৮ নং ভুক্ত, হাল- ১৯১, ১৮২, ৫৫০, ১৯৭, ৭৩ নং খতিয়ানে ২০৯৬ নং দাগে ৪৩ শতক, ১০০/২৫৮৭ নং দাগে ০৭ শতক, প্রতাপপুর কৃষ্ণবাটী মৌজায় জে. এল. ২৩ নং ভুক্ত, হাল- ২০০ নং খতিয়ানে হাল- ৬১ নং দাগে ০২ শতক সম্পত্তি প্রাপ্ত হইয়াছেন। উক্ত সম্পত্তির দাতা বিগত ইংরাজী- ২০১০ সালে বড়গাছিয়া রেজিঃ অফিসে রেজিঃ কৃত ০৪ নং বহির ০৯ নং আমমোক্তারনামা দলিল মূলে দাতার পক্ষে মানিক লাল ঘোষ পিতা নিতাই চন্দ্র ঘোষ, সাং- নিজবালিয়া, জগৎবল্লভপুর, হাওড়া মহাশয়কে আমমোক্তার নিযুক্ত করিয়াছিলেন। উক্ত দানপত্র দলিল দ্বয়ের বিষয়ে কাহারও কোন প্রকার আপত্তি থাকিলে এক মাসের মধ্যে সংশ্লিষ্ট বি. এল, অ্যান্ড এল, আর, ও অফিসে যোগাযোগ করিবেন।

Rimo Bhakta
Advocate
Judges Court Howrah

Office of the
SARENGA GRAM PANCHAYET
Sarenga; P.S.-Sankrail, Dist.-Howrah

NOTICE INVITING TENDER No.: HOW/SANK/SGP/eNIT-70/25-26 to HOW/SANK/SGP/eNIT- 73/25-26, Dated: 29.10.2025

For and on behalf of the Sarenga Gram Panchayat, the Prodhan, Sarenga Gram Panchayat invites e-tenders for different works. Document download starting from **31/10/2025 from 12.00 PM up to 08/11/2025 up to 12.00 PM**. Last date of submission of Bid **08/11/2025 at 12.00 PM.** Bid Opening Date on **10/11/2025 at 12.00 PM.** For details visit website **https://wbtenders.gov.in**

Sd/- Prodhan
Sarenga Gram Panchayat

পাওয়ারগ্রিড POWERGRID

বিজ্ঞপ্তি

১. CERC (কার্য পরিচালনা) প্রবিধান ১৯৯৯ এবং CERC (শুল্কের শর্তাবলী) প্রবিধান ২০১৯ এর প্রবিধান-৮৬ এর অধীনে অনুমোদন i) ২০১৯-২৪ ট্যারিফ ব্লকের জন্য ট্রান্সমিশন ট্যারিফের সত্যতা যাচাই করা এবং ii) পূর্ব অঞ্চলে ''পূর্বাঞ্চলীয় অঞ্চল শক্তিশালীকরণ প্রকল্প - II (ERSS-II)'' এর অধীনে সম্পদের জন্য ২০২৪-২৯ ট্যারিফ ব্লকের জন্য ট্রান্সমিশন ট্যারিফ নির্ধারণ করা।

২. উপরে উল্লিখিত ট্রান্সমিশন সিস্টেমের সুবিধাভোগীরা হলেনঃ (i) বিহার রাজ্য বিদ্যুৎ (হোল্ডিং) কোম্পানি লিমিটেড, (ii) পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য বিদ্যুৎ বিতরণ কোম্পানি লিমিটেড, (iii) ওড়িশার গ্রিড কর্পোরেশন লিমিটেড, (iv) দামোদর ভ্যালি কর্পোরেশন, (v) বিদ্যুৎ বিভাগ, সিকিম সরকার, গ্যাংটক, (vi) ঝাড়খণ্ড বিজলী বিতরণ নিগম লিমিটেড।

৩. ট্যারিফের বিবরণঃ

ক) ২০১৯-২৪ ব্লক লক্ষ টাকায়

অ্যাসেট ডিটেল	ই-সিওডি	৩১.০৩.২০২৪ তারিখের হিসাবে সমাপ্তির খরচ	ট্যারিফ	২০১৯-২০	২০২০-২১	২০২১-২২	২০২২-২৩	২০২৩-২৪
কমবাইন্ড অ্যাসেট-১	০১।০৩।২০১২	১৭০৩৩.১৮	ট্রুইং আপের উপর ভিত্তি করে সংশোধিত এএফসি	২৬৭৪.১৮	২৬৩৫.৪৭	২৫৬৪.০৭	২৪৯৫.২৯	২৪৩১.৯৯

খ) ২০২৪-২৯ ব্লক লক্ষ টাকায়

অ্যাসেট ডিটেল	৩১.০৩.২০২৯ তারিখের হিসাবে সমাপ্তির খরচ	ট্যারিফ	২০২৪-২৫	২০২৫-২৬	২০২৬-২৭	২০২৭-২৮	২০২৮-২৯
কমবাইন্ড অ্যাসেট-১	১৭০৩৩.১৮	এএফসি	১৭৮২.৫৪	১৭৮৭.৪৯	১৭৯২.৪৫	১৭৯৮.৩১	১৮০৮.১২

৪. ট্যারিফ নির্ধারণের জন্য আবেদনের একটি কপি আবেদনকারীর ওয়েবসাইট www.powergridindia.com-এ পোস্ট করা আছে।

৫. আবেদনে উল্লেখিত ট্যারিফ নির্ধারণের প্রস্তাবের উপর যদি কোন পরামর্শ এবং আপত্তি থাকে, তাহলে সুবিধাভোগী সহ যে কোনও ব্যক্তি সচিব, কেন্দ্রীয় বিদ্যুৎ নিয়ন্ত্রণ কমিশন, ৬ষ্ঠ, ৭ম এবং ৮ম তলা, টাওয়ার বি, ওয়ার্ল্ড ট্রেড সেন্টার, নওরোজি নগর, নয়াদিল্লি-১১০০২৯ (অথবা কমিশনের অফিস যেখানে অবস্থিত তার অন্য ঠিকানা) এর কাছে জমা দিতে পারবেন, এবং এই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ৩০ দিনের মধ্যে আবেদনকারীর কর্পোরেট অফিসের ঠিকানায় একটি কপি পাঠাতে হবে।

স্থান- গুরুগ্রাম
তারিখ-৩০.১০.২০২৫

স্বা /-
মহাব্যবস্থাপক (বাণিজ্যিক)

পাওয়ার গ্রিড কর্পোরেশন অফ ইন্ডিয়া লিমিটেড
(ভারত সরকারের একটি এন্টারপ্রাইজ)
কর্পোরেশন অফিসঃ 'সৌদামিনী', প্লট নং ২, সেক্টর-২৯, গুরুগ্রাম-১২২০০১, (হরিয়ানা) টেলিফোনঃ ০১২৪-২৫৭১৭০০-৭১৯
রেজিস্ট্রেশন অফিসঃ বি-৯, কুতুব ইনস্টিটিউশনাল এরিয়া, কাটোয়ারিয়া সরাই, নয়াদিল্লি-১১০০১৬। টেলিফোনঃ ০১১-২৬৫৬০১১২, ২৬৫৬০১২১
www.powergrid.in, CIN: L40101DL1989GO1038121
একটি মহারত্ন পিএসইউ

PG/CC/Notice-56/Advt-70/2025-26/akar

কলকাতা ও হলদিয়া বন্দরের আধুনিকিকরণ ও উন্নয়নে মোট ৪৮ হাজার কোটি টাকার প্রকল্প, চুক্তি স্বাক্ষরিত

কলকাতা, ৩০ অক্টোবর ঃ কলকাতার শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি বন্দর কর্তৃপক্ষ কলকাতা ও হলদিয়া বন্দরের আধুনিকিকরণ ও উন্নয়নে মোট ৪৮ হাজার কোটি টাকারও বেশি মূল্যের একাধিক প্রকল্পের জন্য বিভিন্ন সংস্থার সঙ্গে সমঝোতা চুক্তি স্বাক্ষর করেছে । মুম্বইয়ে চলতি 'ইন্ডিয়া মেরিটাইম উইক ২০২৫' সম্মেলনের মঞ্চে গতকাল এই সমঝোতা চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। বন্দর কর্তৃপক্ষ গঙ্গার তীরের সৌন্দর্যায়নের পাশাপাশি বন্দরের জমি বাণিজ্যিক ভাবে ব্যবহার করতে দুটি নামী রিয়েল এস্টেট সংস্থার সঙ্গে চুক্তিবদ্ধ হয়েছে। বন্দর সূত্রে জানা গেছে, মধ্য কলকাতার আর্মেনিয়ান ঘাটে তৈরি হবে এক বড় মাপের আধুনিক বাণিজ্যিক প্রকল্প। অপর প্রকল্পটি হবে খিদিরপুর বন্দর সংলগ্ন এলাকায়। সেখানে ইতিমধ্যেই গঙ্গার ধারে সৌন্দর্যায়নের কাজ সম্পন্ন হয়েছে এবং একটি অভিজাত রেস্তোরাঁ চালু রয়েছে। ওই রেস্তোরাঁর পাশেই নতুন প্রকল্প গড়ে তোলা হবে। মেরিটাইম সম্মেলনে হলদিয়া বন্দরে রাসায়নিক সামগ্রী মজুত রাখার জন্য আধুনিক পরিকাঠামো তৈরিতে একটি বেসরকারি সংস্থা যুক্ত হচ্ছে। অন্যদিকে, কলকাতা বন্দরে সিমেন্ট পরিবহণের জন্য নতুন টার্মিনাল গড়ে তোলার কাজেও এক সংস্থা চুক্তিবদ্ধ হয়েছে। হাওড়ার দিকে গঙ্গার ধারে 'লণ্ডন হুইল'-এর আদলে একটি বিনোদনমূলক স্থাপনা তৈরির পরিকল্পনাও নেওয়া হয়েছে। কলকাতা বন্দরের চেয়ারম্যান রথেন্দ্র রমণ জানিয়েছেন, এই প্রকল্পগুলির লক্ষ্য বাণিজ্য প্রসার এবং কলকাতা ও হলদিয়া বন্দরের পরিকাঠামোগত শক্তি বৃদ্ধি করা। এতে রাজ্যের সামগ্রিক অর্থনৈতিক গতি আরও বাড়বে।

জগদ্ধাত্রী পুজোয় আজও কৃষ্ণ নগরের ঐতিহ্য কৃষ্ণনগর রাজবাড়ীর রাজ রাজেশ্বরী মাতা

গোপাল বিশ্বাস, নদীয়া, ৩০ অক্টোবর ঃ নদীয়ায় রাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায়ের রাজত্বকালে নবাব আলিবর্দি খাঁ, তাঁর থেকে ১২ লক্ষ টাকা দাবি করেছিলেন। রাজা কৃষ্ণচন্দ্র

সেই অর্থ দিতে অস্বীকার করায় তাঁকে মুর্শিদাবাদে বন্দী করা হয়। বন্দিদশা কাটিয়ে যখন রাজা কৃষ্ণনগরে ফিরছিলেন, তখন তিনি শুনতে পান দুর্গাপুজোর বিসর্জনের বাজনা বেজে গেছে। দিনটা ছিল বিজয়া দশমী। দুর্গাপুজোয় সেখানে উপস্থিত না থাকতে পারে অত্যন্ত কষ্ট পান মহারাজা। সেই রাতেই মা জগদ্ধাত্রী রাজার স্বপ্নে দর্শন দিয়ে তাঁকে পুজোর নির্দেশ দেন। সেই থেকে মা দুর্গার বিকল্প হিসেবে মা জগদ্ধাত্রীর আরাধনা শুরু হয় বাংলায়। পরবর্তীকালে কৃষ্ণচন্দ্র রাজার পুজোর থেকে অনুপ্রাণিত হয়ে ফরাসিদের দেওয়ান ইন্দ্রনারায়ণ চৌধুরী তৎকালীন ফরাসডাঙ্গা অর্থাৎ বর্তমানের চন্দননগরে জগদ্ধাত্রী পুজো শুরু করেন। কৃষ্ণনগরের রাজা কৃষ্ণচন্দ্র ১৮ শতকের মাঝামাঝি সময়ে জগদ্ধাত্রী পুজো শুরু করেন। যদিও বছরটি নিয়ে মতবিরোধ আছে। বিভিন্ন জায়গায় প্রবর্তনের বছর হিসাবে উল্লেখ আছে ১৭৬৩ বা ১৭৬২। এদিক অন্য একটি মত অনুসারে, কৃষ্ণনগর রাজবাড়িতে পুজোর আনুষ্ঠানিক সূচনা হয়েছিল ১৭৫৪ সালে। তৎকালীন সময়ে কৃষ্ণনগরের রানিমা রাজবাড়ীতে বসেই জগদ্ধাত্রী মায়ের দর্শন করতেন। তাই সেই সময় থেকে নিয়ম মেনে দেবীর বিসর্জনের আগে রাজবাড়ীর সামনে থেকে ঘুরিয়ে আনতে হয় জগদ্ধাত্রী প্রতিমাকে। জগদ্ধাত্রী পুজোর সকালে পালকিতে দেবীর ঘাট জলঙ্গীর জলে ভরে আনার প্রথা রয়েছে। তবে যোগাযোগ উন্নত হলেও এখনও প্রাচীন নিয়ম অনুযায়ী সাঙে করে অর্থাৎ কাঁধে চেপেই রাজবাড়ির উদ্দেশ্যে রওনা হন মা জগদ্ধাত্রী। আজও ঐতিহ্য ও পরম্পরা বর্তমান কৃষ্ণনগর রাজবাড়িতে। বিভিন্ন বারওয়ারি পুজো কমিটি জগদ্ধাত্রী পুজো করলেও কৃষ্ণনগর রাজবাড়িতে অসংখ্য ভক্ত ও সাধারণ মানুষের ভিড় লেগে থাকে একবার রাজবাড়ীর জগদ্ধাত্রী দেবীকে দর্শন করার জন্য।

NIQ, Govt. of West Bengal

Quotation is here by invited by the Executive Engineer, Bidhannagar IT Division, PWD, Room No 115, 1st Floor DF Block Purta Bhavan Sector-I, Saltlake, Kolkata-700091 from eligible contractor for the following work: Name of Work: 1. Temporary installation of High Speed Internet connection & Others IT works for Jagadhartri Puja Curnival at Chandannagar Town on **01.11.2025.**

SHORT NOTICE INVITING QUOTATION No: WBPWD/EE/BIT/NIQ-62 of 2025- 26. Last date of submission of Quotation: **31.10.2025 up to 01.00PM.** Corrigendum or Addendum if issued will be published only on the website. **(https://www.pwdwb.in)**

Sd/-
EE,
Bidhannagar IT Division, PWD

সরকারি হাসপাতালের রোগী ভর্তি নেওয়ার পর মিলল না বেড, চাঞ্চল্য

নিজস্ব প্রতিনিধি, মালদা, ৩০ অক্টোবর ঃ এবার সামাজিক মাধ্যমে মন্ত্রীর গড়ে সরকারি হাসপাতালের কঙ্কালসার চেহারা সামনে। সাপে কাটা রোগীকে নিয়ে এসে হাসপাতালে ভর্তি নেওয়া হলেও স্যালাইন চালিয়ে দেওয়ার পর মিলল না বেড। বাধ্য হয়ে বাইরে ব্যক্তিগত গাড়িতে শুইয়ে রাখা হলো ওই রোগীকে। সেই পরিস্থিতিতে সামাজিক মাধ্যমে লাইভে এসে হাসপাতালের বেহাল দশা নিয়ে ক্ষোভ উগড়ে দিলেন রোগীর দাদা। যিনি ওই এলাকার বাসিন্দা এবং সুপ্রিম কোর্টের একজন তরুণ আইনজীবী। এলাকার বিধায়ক তথা রাজ্যের প্রতিমন্ত্রী যিনি ওই হাসপাতালের রোগী কল্যাণ সমিতির চেয়ারম্যান। তার ভূমিকা নিয়ে ব্যাপক ক্ষোভ প্রকাশ করে কার্যত ধুয়ে দিলেন মন্ত্রীকে। ধান্দাবাজ বলে তীব্র আক্রমণ। সামাজিক মাধ্যমে ঝড়ের গতিতে ভাইরাল ভিডিও। সরকারি হাসপাতালের এই কঙ্কালসার দশাতে প্রশাসনের ভূমিকায় উঠেছে প্রশ্ন। আক্রমণের সুর চড়িয়েছে বিজেপি। কিন্তু নিজের এলাকার বাসিন্দাকেই প্রতিবাদের জন্য পাগল বলে দিলেন মন্ত্রী। সমগ্র ঘটনায় শোরগোল রাজনৈতিক মহলে। মালদা জেলার হরিশ্চন্দ্রপুর গ্রামীণ হাসপাতালের এই বেহাল দশা সামনে এসেছে। হরিশ্চন্দ্রপুরের সোনাকুল এলাকায় এক যুবককে এদিন সাপে কাটে। সাথে সাথে তার দাদা ওয়াসিম আক্রম ব্যক্তিগত গাড়িতে করে তাকে হরিশ্চন্দ্রপুর গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে আসে। প্রথমে জরুরী বিভাগে প্রাথমিক চিকিৎসা হয়। তারপর বলা হয় তাকে কয়েক ঘণ্টা পর্যবেক্ষণে রাখা হবে। স্যালাইন চালিয়ে দিয়ে বলা হয় বসতে। কিন্তু কোন বেড মেলে না। এমন কি

ছিল না বসার জায়গাও। হাসপাতালের চারিদিকে ছিল ছাগল- কুকুর। সেই পরিস্থিতিতে বাধ্য হয়ে রোগীকে নিয়ে তার দাদা স্যালাইন চালানো অবস্থাতে নিজের ব্যক্তিগত গাড়িতে নিয়ে আসে। তারপর সামাজিক মাধ্যমে লাইভ করেন। সেখানে তিনি হাসপাতালের চূড়ান্ত অব্যবস্থার কথা তুলে ধরে তীব্র ক্ষোভ প্রকাশ করেন। এলাকার বিধায়ক তথা রাজ্যের প্রতিমন্ত্রী তাজমুল হোসেন কে তীব্র আক্রমণ করেন। তাজমুল হোসেন আবার এই হাসপাতালের রোগী কল্যাণ সমিতির চেয়ারম্যান। হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ এবং প্রশাসনিক আধিকারিকদেরকেও নিশানা করেন। এই ওয়াসিম আক্রম একজন সুপ্রিম কোর্টের আইনজীবী। তার ফেসবুক লাইভ দ্রুত গতিতে ভাইরাল হয়ে পড়ে। এছাড়াও তিনি জেলা স্বাস্থ্য আধিকারিকের কাছে অভিযোগ দায়ের করেছেন। এই ঘটনা সামনে আসতে বিজেপির অভিযোগ অযোগ্য মুখ্যমন্ত্রী তথা স্বাস্থ্যমন্ত্রীর জন্য রাজ্যের স্বাস্থ্য ব্যবস্থা ভেঙে পড়েছে। তৃণমূলের নেতা জন- প্রতিনিধিরা চুরি করতেই ব্যস্ত। যদিও এই নিয়ে মন্ত্রী তাজমুলের দাবি যে পরিষেবা বাংলায় পাওয়া যায় তা সারা ভারতে কোথাও পাওয়া যায় না। প্রতিবাদী আইনজীবীকে পাগল বলেন তিনি। প্রসঙ্গত এই হরিশ্চন্দ্রপুর গ্রামীণ হাসপাতালের বেহাল দশা এর আগেও সামনে এসেছে। সীমানা প্রাচীরবিহীন হাসপাতালে ঘুরে বেড়ায় গরু-ছাগল। চারিদিকে আবর্জনা। যদিও এত কিছুর পরেও টনক নড়েনি প্রশাসন বা মন্ত্রীর। সমগ্র ঘটনায় তুঙ্গে উঠেছে রাজনৈতিক তরজা।

SRICHANDA GRAM PANCHAYAT
Boinchberia, South 24Pgs
E-mail : srichanda007.magrahat1@gmail.com

TENDER NOTICE

1) Sealed Tender are invited by the Gram Panchayat Vide **NIT No – 01 ,02, 03 /Srichanda GP/2025-26 dt 30.10.2025** E – tender WB e –Tendering Portal : **https://wbtenders.gov.in/nicgep/app** available from **30.10.2025 to 18.11.2025 between 6.00 PM to 3.00 PM** at the E - tender.Last date of submission of E – tender Online **18.11.2025 upto 03.00 PM** in The bid Opening Date for technically Qualified Bidder (Online) Date & Time :**20/11/ 2025 , 3.30 pm .**

Sd/
Prodhan
Srichanda Gram Panchayat

OFFICE OF THE PARA PANCHAYAT SAMITY
PARA::PURULIA
NOTICE INVITING e-TENDER

The Notice Inviting e-Tender, vide **NIeT No.-WBPUR/EO/PARA/ NIT(e)-45/2025-26** of the Office of the Para Panchayet Samity, P.O- Para, District-Purulia, **22 (Twenty-Two) nos**. works/Schemes under APAS Fund in the portal: **www.wbtenders.gov.in.** Document download/sell starting from **29.10.2025 up to 18.11.2025 10.00 PM**. Bid submission starting from **29.10.2025 up to 18.11.2025 at 10:00 AM**. And Opening **on 20.11.2025 at 10:05 A.M**. For details please visit website.

Sd/- Executive Officer
Para Panchayat Samity

হাওড়া পৌর নিগম
৪, মহাত্মা গান্ধী রোড, হাওড়া- ৭১১১০১
ফোন ঃ ০৩৩ ২৬৩৮-৩২১১/ ১২ / ১৩ ফ্যাক্স ঃ ০৩৩ ২৬৪১ ০৮৩০
www.hmc.org.in

কাগজ প্রকাশের জন্য সংক্ষিপ্ত দরপত্র বিজ্ঞপ্তি

নির্বাহী প্রকৌশলী, এইচএমসি বিআর-ভিআই এইচএমসি (এপিএএস) এর বিভিন্ন ওয়ার্ডে ১৭ (সতেরো) টি সিভিল ওয়ার্কসের জন্য দরপত্র আহ্বান করেছেন। আগ্রহী দরদাতাদের প্যান কার্ড, ট্রেড লাইসেন্স, হালনাগাদ জিএসটি সার্টিফিকেট এবং রিটার্ন (বর্তমান ত্রৈমাসিক), পিটিসিসি, আইটিসিসি এবং শংসাপত্র সহ দরপত্র জমা দিতে হবে।
বিড জমা দেওয়ার (অনলাইনে) শুরুর তারিখঃ **২৯.১০.২০২৫ সন্ধ্যা ৬.০০ টা থেকে**
বিড জমা দেওয়ার (অনলাইনে) শেষ তারিখঃ **১৭.১১.২০২৫ সন্ধ্যা ৬.০০ টা পর্যন্ত।**
দয়া করে দেখুন https://wbtenders.gov.in.

167(2)/25-26
30.10.25

সচিব
হাওড়া পৌর নিগম

Office of the Block Development Officer
Kalyani, Nadia.
KALYANI DEVELOPMENT BLOCK

Sealed tender is being invited by the undersigned vide **(1) NIT No-19/KLY/BDO/2025-26, Vide Memo No-3519/BDO/ KLY dated: 29.10.2025**. Application start date is 29.10.2025. Last date of Application 04.11.2025 up to 5.00 pm. And (2) **NIT No-19/KLY/BDO/2025-26, Vide Memo No-3520/BDO/ KLY dated: 29.10.2025**. Application start date is 29.10.2025. Last date of Application 07.11.2025 up to 5.00 pm. For other details, see the Office Notice Board on all working days from 11:00 am to 5:00 pm.

Sd/-Block Development Officer
Kalyani Development Block

এসি ওয়েটিং রুম ইত্যাদির উন্নয়ন, রক্ষণাবেক্ষণ এবং ব্যবস্থাপনা

লামডিং ডিভিশনের আওতাধীন গুয়াহাটি রেলওয়ে স্টেশনে বহুমুখী স্টল এবং পর্যটন কিয়স্কের মতো আধুনিক সুযোগ-সুবিধা সহ এসি ওয়েটিং হলের উন্নয়ন, রক্ষণাবেক্ষণ এবং ব্যবস্থাপনার জন্য ই-নিলাম। **নিলাম ক্যাটালগ নং.: পিএনইউ-ডব্লিউএইচ-২-জিএইচওয়াই-২৫; একক দর:** বার্ষিক লাইসেন্সিং ফি। **দিন:** ১৮২৬; **নিলাম শুরুর তারিখ এবং সময় (সকল লট) ঃ ১২-১১-২০২৫** তারিখে **১১:০০** টায়।

ক্রম নং.	লট নং./ক্যাটাগরি
এএ/১	পিএনইউ-এলএমজি-জিএইচওয়াই-ডব্লিউআরএল-৬৭-২৫-১ (পে এন্ড ইউস-লাউঞ্জেস/ওয়েটিং/রিটারিং/ ক্লোক রুম)

নিলাম বন্ধের তারিখ এবং সময় ঃ ১২-১১-২০২৫ তারিখে **১১:৩০** টায়। ধারাবাহিক লট বন্ধের ব্যবধান ১০ মিনিট। **দ্রষ্টব্য:** সম্ভাব্য দরদাতাদের আরও বিস্তারিত জানার জন্য আইআরইপিএস ওয়েবসাইট **www.ireps.gov.in** -এ ই-অকশন লিজিং মডিউলটি দেখার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে।

ডিআরএম (সি), লামডিং

উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্ন চিত্তে মানুষের সেবায়

KOLKATA MUNICIPAL CORPORATION e-TENDER

ABRIDGED NIT

The Executive Engineer (C)/BR-I, KMC invites tender online percentage rate two bid system for the following works:

1) NIT No.- KMC/EEC/I/003/213/2025-2026
Name of the Work : **Repairing of IPS and concrete pavements at 9A, 9B etc. Beer Para Lane and other places in ward no. 003;** Estimated cost (including GST & CESS) : **Rs. 2,97,763.00;** Earnest Money : **Rs. 6,000.00;** Period of Completion : **21 Days.**

2) NIT No.- KMC/EEC/I/003/211/2025-2026
Name of the Work : **Repairing of privies at 5G, Beer Para Lane and other places in ward no-003;** Estimated cost (including GST & CESS) : **Rs. 1,98,420.00;** Earnest Money : **Rs. 4,000.00;** Period of Completion : **30 Days.**

3) NIT No.- KMC/EEC/I/003/210/2025-2026
Name of the Work : **Repairing of IPS, cement concrete pavements etc. at 5G, Beer Para Lane and other places in ward no 003;** Estimated cost (including GST & CESS) : **Rs. 2,67,748.00;** Earnest Money : **Rs. 6,000.00;** Period of Completion : **21 Days.**

4) NIT No.- KMC/EEC/I/003/209/2025-2026
Name of the Work : **Repairing of IPS and paver block pavements at 38/D/10,38/D/11 etc. Belgachhia Road and others places in ward no.- 003;** Estimated cost (including GST & CESS) : **Rs. 2,97,623.00;** Earnest Money : **Rs. 6,000.00;** Period of Completion : **21 Days.**

5) NIT No.- KMC/EEC/I/007/85/2025-2026
Name of the Work : **Repairing of IPS And Paver Blocks Pavements at 1, 7, etc. Bagbazar Street and other places in ward no.- 007;** Estimated cost (including GST & CESS) : **Rs. 2,95,591.00;** Earnest Money : **Rs. 6,000.00;** Period of Completion : **21 Days.**

6) NIT No.- KMC/EEC/I/003/207/2025-2026
Name of the Work : **Repairing of privies at 38/D/15,38/D/12 etc. Belgachhia Road and others places in ward no.- 003;** Estimated cost (including GST & CESS) : **Rs. 3.96.217.00;** Earnest Money : **Rs. 8,000.00;** Period of Completion : **30 Days.**

7) NIT No.- KMC/EEC/I/007/94/2025-2026
Name of the Work : **Repairing of drainage system at 28, etc. Nivedita Lane and others area in ward no.- 007;** Estimated cost (including GST & CESS) : **Rs. 1,95,419.00;** Earnest Money : **Rs. 4,000.00;** Period of Completion : **21 Days.**

8) NIT No.- KMC/EEC/I/003/193/2025-2026
Name of the Work : **Repairing of privies at 21/H/6, R.M. Road and other places in ward no. 003;** Estimated cost (including GST & CESS) : **Rs. 4,96,747.00;** Earnest Money : **Rs. 10,000.00;** Period of Completion : **30 Days.**

9) NIT No.- KMC/EEC/I/003/176/2025-2026
Name of the Work : **Repairing of IPS pavements at 22/H/27, 22/H/15 etc. R.M. Road in ward no.-003;** Estimated cost (including GST & CESS) : **Rs. 4,97,335.00;** Earnest Money : **Rs. 10,000.00;** Period of Completion : **21 Days.**

10) NIT No.- KMC/EEC/I/007/90/2025-2026
Name of the Work : **Repairing of IPS passages and footpaths at 15, etc. Ananda Chatterjee Lane and surrounding areas in ward no.- 007;** Estimated cost (including GST & CESS) : **Rs. 1,98,900.00;** Earnest Money : **Rs. 4,000.00;** Period of Completion : **21 Days.**

11) NIT No.- KMC/EEC/I/007/88/2025-2026
Name of the Work : **Repairing of IPS and paver block passages and footpaths at 118, 120, etc Bidhan Sarani and other places in ward no. 007;** Estimated cost (including GST & CESS) : **Rs. 3,95,191.00;** Earnest Money : **Rs. 8,000.00;** Period of Completion : **21 Days.**

12) NIT No.- KMC/EEC/I/003/215/2025-2026
Name of the Work : **Repairing of drainage system at 14/A, Beer Para Lane and other places in ward no. 003;** Estimated cost (including GST & CESS) : **Rs. 2,48,021.00;** Earnest Money : **Rs. 5,000.00;** Period of Completion : **21 Days.**

13) NIT No.- KMC/EEC/I/003/217/2025-2026
Name of the Work : **Repairing of drainage system at 14/1, 14B etc Beerpara Lane in ward no. 003;** Estimated cost (including GST & CESS) : **Rs. 2,48,389.00;** Earnest Money : **Rs. 5,000.00;** Period of Completion : **21 Days.**

14) NIT No.- KMC/EEC/I/003/219/2025-2026
Name of the Work : **Repairing of drainage system at 16C, 16F etc Beerpara Lane in ward no. 003;** Estimated cost (including GST & CESS) : **Rs. 3,98,033.00;** Earnest Money : **Rs. 8,000.00;** Period of Completion : **21 Days.**

15) . NIT No.- KMC/EEC/I/003/221/2025-2026
Name of the Work : **Repairing of paver block footpath and kerb channel at 37, etc. Belgachia Road in ward no.- 003;** Estimated cost (including GST & CESS) : **Rs. 2,97,013.00;** Earnest Money : **Rs. 6,000.00;** Period of Completion : **21 Days;**

16) NIT No.- KMC/EEC/I/003/224/2025-2026
Name of the Work : Repairing of IPS passages at 37A, etc Anath Nath Deb Lane in ward no.- 003; Estimated cost (including GST & CESS) : **Rs. 2,96.334.00;** Earnest Money : **Rs. 6,000.00;** Period of Completion : **21 Days.**

17) NIT No.- KMC/EEC/I/003/226/2025-2026
Name of the Work : **Maintenace of drainage system at 58/1/B, etc. Ananth Nath Deb Lane in ward no. 003;** Estimated cost (including GST & CESS) : **Rs. 2,97,579.00;** Earnest Money : **Rs. 6,000.00;** Period of Completion : **21 Days;**

18) NIT No.- KMC/EEC/I/003/230/2025-2026
Name of the Work : **Repairing of IPS pavements at 21/H/86, R. M. Road and other places in ward no. 003;** Estimated cost (including GST & CESS) : **Rs. 2,98,378.00;** Earnest Money : **Rs. 6,000.00;** Period of Completion: **21 Days.**

19) NIT No.- KMC/EEC/I/003/233/2025-2026
Name of the Work : **Repairing of IPS and paver block pavements at 21/H/95, R. M. Road and other places in ward no.- 003;** Estimated cost (including GST & CESS) : **Rs. 2,97,232.00;** Earnest Money : **Rs. 6,000.00;** Period of Completion : **21 Days.**

20) NIT No.- KMC/EEC/I/006/111/2025-2026
Name of the Work : **Improvement of privy at 29/47, 29/7 Cossipore Road in ward no.- 006 under BR-I, KMC;** Estimated cost (including GST & CESS) : **Rs. 2,98,534.00;** Earnest Money : **Rs. 6,000.00;** Period of Completion : **21 Days.**

21) NIT No.- KMC/EEC/I/006/117/2025-2026
Name of the Work : **Repairing of box drain at 18B, Lala Babu Lane in ward no.- 006 under BR-I, KMC;** Estimated cost (including GST & CESS) : **Rs. 2,99,994.00;** Earnest Money : **Rs. 6,000.00;** Period of Completion : **21 Days.**

22) NIT No.- KMC/EEC/I/006/122/2025-2026
Name of the Work : **Improvement of sewerage system at 3B, 4, Kripanath Dutta Road in ward no.- 006 under BR-I, KMC;** Estimated cost (including GST & CESS) : **Rs. 3,41,436.00;** Earnest Money : **Rs. 7,000.00;** Period of Completion : **21 Days.**

23) NIT NO- KMC/EEC/I/006/132/2025-2026
Name of the Work : **Repairing of toilets at 110/1N, 110/1M, etc. Cossipore Road in ward no-006 under BR-I, KMC;** Estimated cost (including GST & CESS) : **Rs. 2,99,412.00;** Earnest Money : **Rs. 6,000.00;** Period of Completion : **21 Days.**

24) NIT No.- KMC/EEC/I/006/137/2025-2026
Name of the Work : **Repairing of latrines at 46/9, 46/10, Lockgate Road in ward no.-006 under BR-I, KMC;** Estimated cost (including GST & CESS) : **Rs. 1,49,575.00;** Earnest Money : **Rs. 3,000.00;** Period of Completion : **21 Days.**

25) NIT No.- KMC/EEC/I/006/140/2025-2026
Name of the Work : **Repairing of latrines at 46/14, 46/22, Lockgate Road in ward no.- 006 under BR-1, KMC;** Estimated cost (including GST & CESS) : **Rs. 2,49,002.00;** Earnest Money : **Rs. 5,000.00;** Period of Completion : **21 Days.**

26) NIT No.- KMC/EEC/I/006/148/2025-2026
Name of the Work : **Repairing of toilets at 8, 9/7, 12 Karim Bux Row in ward no. 006 under BR-I, KMC;** Estimated cost (including GST & CESS) : **Rs. 2,99,151.00;** Earnest Money : **Rs. 6,000.00;** Period of Completion : **21 Days;**

27) NIT No.- KMC/EEC/I/006/155/2025-2026
Name of the Work : **Repairing of toilets at 12/B, 14/A, Lockgate Road in ward no-006 under BR-I, KMC;** Estimated cost (including GST & CESS) : **Rs. 1,99,968.00;** Earnest Money : **Rs. 4,000.00;** Period of Completion : **21 Days.**

28) NIT No.- KMC/EEC/I/006/166/2025-2026
Name of the Work : **Repairs to sewer at 8/2/B, 9/1, B.T. Road in ward no. 006 under BR-I, KMC;** Estimated cost (including GST & CESS) : **Rs. 1,44,993.00;** Earnest Money : **Rs. 3,000.00;** Period of Completion : **15 Days;**

29) . NIT No.- KMC/EEC/I/006/167/2025-2026
Name of the Work : **Repairing of toilets at 8/2, etc. B.T. Road in ward no.-006 under BR-I, KMC;** Estimated cost (including GST & CESS) : **Rs. 2,46,236.00;** Earnest Money : **Rs. 5,000.00;** Period of Completion : **21 Days;**

30) NIT No.- KMC/EEC/I/003/205/2025-2026
Name of the Work : **Repairing of IPS, kerb and channels etc. at 35, Belgachhia Road and others places in ward no.- 003;** Estimated cost (including GST & CESS) : **Rs. 1,99,717.00;** Earnest Money : **Rs. 4,000.00;** Period of Completion : **15 Days;** Last Date and Time of submission of Bid : **14.11.2025 - 1 P.M.** (for Sl. No. 1 to 30); Tender will be opened on : **18.11.2025 - 1 P.M.** (for Sl. No. 1 to 30); The bid forms and other details are available on and from **01.11.2025 - 6 P.M** (for Sl. No. 1 to 30); The website : **https://etender.wb.nic.in** (for Sl. No. 1 to 30).

1271/25-26

যুবতীর ঝুলন্ত দেহ উদ্ধারে চাঞ্চল্য

সুজিত দত্ত, বর্ধমান, ৩০ অক্টোবর ঃ পূর্ব বর্ধমান জেলার মেমারিতে এক যুবতীর ঝুলন্ত দেহ উদ্ধারে চাঞ্চল্য ছায়েছে। বুধবার রাতে মেমারি হাসপাতাল থেকে ওই যুবতীর দেহ উদ্ধার করে মেমারি থানার পুলিশ। মৃতের নাম রনিতা পাত্র (২১)। বাড়ি মেমারি থানার কৈলাশপুর এলাকায়। পরিবার সূত্রে জানা গেছে, বুধবার দুপুরে নিজের ঘরে দরজা বন্ধ করে গলায় ফাঁস দেয় রনিতা। কিছুক্ষণ পর পরিবারের সদস্যরা দরজা ভেঙে তাঁকে উদ্ধার করে মেমারি গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে যান। তবে চিকিৎসক তাকে পরীক্ষা করে মৃত ঘোষণা করেন। পরে পুলিশ মৃতদেহটি উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য বর্ধমান মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে পাঠায়। মৃতার বাবা মহাদেব পাত্র জানান, রনিতা এ বছর মেমারি কলেজ থেকে স্নাতক পাশ করেছে। পড়াশোনা শেষ করে শিক্ষকতা করার ইচ্ছে ছিল মেয়ের। পরিবারের আর্থিক অবস্থা খুব একটা ভালো নয়, তবে কী কারণে এমন সিদ্ধান্ত নিল মেয়েটি, তা বুঝে উঠতে পারছেন না তারা। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, ঘটনাটি আত্মহত্যা নাকি অন্য কিছু, তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে।

গ্রেফতার ধৃত ৩ বাংলাদেশি

নিজস্ব প্রতিনিধি, মুর্শিদাবাদ, ৩০ অক্টোবর ঃ মধ্য রাতে এক বাংলাদেশি-সহ মোট তিন জনকে গ্রেফতার করল পুলিশ। গোপন সূত্রে খবর পেয়ে বুধবার লালগোলা থানার পুলিশ রাধাকৃষ্ণপুরে অভিযান চালিয়ে এক বাংলাদেশি ও দুই ভারতীয়কে গ্রেফতার করে। জানা গিয়েছে, ধৃতদের নাম ইসমাইল শেখ, আকাশ শেখ ও দুলাল শেখ। পুলিশ সূত্রে খবর, দুলাল শেখ অবৈধভাবে সীমান্ত পেরিয়ে ভারতে প্রবেশ করেন, আর ইসমাইল ও আকাশ তাকে সহযোগিতা করেন। ধৃতদের সাত দিনের পুলিশি হেফাজতের আবেদন জানিয়ে আদালতে তোলা হয়েছে।

ডার্বিতে নামার আগে মাঠ নিয়ে অসন্তুষ্ট ইস্টবেঙ্গল কোচ

সংবাদ সংস্থা, ফাতোরদা, ৩০ অক্টোবরঃ একটা জয়ই বদলে দিয়েছে দলের মানসিকতা। সুপার কাপ অভিযানেই বিদেশিহীন ডেম্পোর কাছে আটকে গেছিল লাল হলুদ ব্রিগেড। চেন্নাই ম্যাচের জয় স্বস্তি বয়ে এনে দিয়েছে ড্রেসিংরুমে। শুক্রবার মরসুমের আরও একটা বড় ম্যাচ। কলকাতা লিগ, ডুরান্ড, শিল্ডের পর এবার সুপার কাপ। দেড় সপ্তাহ আগে শিল্ডের ফাইনালে টাইব্রেকারে হারতে হয়েছিল অস্কার ব্রুজোর দলকে। যে ম্যাচের পরই দলের অন্তর্দ্বন্দ্ব প্রকাশ্যে এসেছিল। যার রেশ গড়ায় গোয়াতেও। ডেম্পো ম্যাচেও দলের খেলায় এই প্রভাব অনেকটা পড়েছিল। চেন্নাইয়িন এফসিকে হারিয়ে আত্মবিশ্বাস ফিরে পেয়েছেন সাউল ক্রেসপোরা। শুক্রবারের বড় ম্যাচে নামার আগে কিছুটা হলেও অ্যাডভান্টেজ ইস্টবেঙ্গল। গোল পার্থক্যে এগিয়ে থাকায় মোহনবাগানের বিরুদ্ধে ড্র করলেই শেষ চারে পৌঁছে যাবে ইস্টবেঙ্গল। তবে ড্রয়ের মানসিকতা নিয়ে শুক্রবার মাঠে নামতে নারাজ অস্কার ব্রুজো। স্প্যানিশ কোচ বলেই দিলেন, ''মোহনাগানের বিরুদ্ধে জিততেই মাঠে নামব।' একই সুর সাউল ক্রেসপোর গলাতেও। ডার্বিতে মাঠে নামার মাঠ নিয়ে অভিযোগ ইস্টবেঙ্গল কোচ অস্কার ব্রুজোর। গ্রুপের দুটো ম্যাচই ব্যাম্বোলিমে খেলেছে ইস্টবেঙ্গল। অন্যদিকে মোহনবাগান দুটো ম্যাচই খেলেছে ফাতোরদায়। বৃষ্টিতে ফাতোরদার মাঠ ভারী হয়ে যায়। লাল-হলুদ কোচ বললেন, ''ফতোরদায় মাঠ বেশ শক্ত। ব্যাম্বোলিমের মাঠ তুলনামূলকভাবে ভাল। এই মাঠটা ভারতের অন্যান্য মাঠের চেয়েও আলাদা।'' শিল্ড ফাইনালে হারের ধাক্কা ভোলেননি ইস্টবেঙ্গল কোচ। ভাল মতোই জানেন, সুপার কাপে ফল অন্যরকম হলে তিনিও ভাল জায়গায় থাকবেন না।

লাঞ্চের আগে টি-ব্রেক!

ভারত-দক্ষিণ আফ্রিকা সিরিজে ভাঙতে চলেছে ক্রিকেটের ঐতিহাসিক রীতি

মুম্বই, ৩০ অক্টোবরঃ শতাব্দীরও বেশি সময় ধরে টেস্ট ক্রিকেটে দিনের সেশন বিন্যাস একই-টস, খেলা, লাঞ্চ, তারপর টি-ব্রেক। এবার সেই রীতিই ভাঙবে গুয়াহাটিতে। নভেম্বরের ২২ তারিখ থেকে বর্ষাপাড়া স্টেডিয়ামে শুরু হতে চলা ভারত-দক্ষিণ আফ্রিকা দ্বিতীয় টেস্টে প্রথমবার দেখা যাবে 'লাঞ্চের আগে চা বিরতি'-র দৃশ্য। প্রসঙ্গত, এটাই বর্ষাপাড়া স্টেডিয়ামে আয়োজিত প্রথম টেস্ট। কিন্তু সূর্যোদয় ও সূর্যাস্তের সময়ের তারতম্যের কারণে দিনের সেশনগুলির সময়সূচি বদল করা হয়েছে। বোর্ড সূত্রে খবর, পূর্ব ভারতের এই অংশে সূর্য ওঠে খুব ভোরে এবং অস্ত যায় তাড়াতাড়ি। তাই খেলার সময় ভরপুরভাবে কাজে লাগাতেই নেওয়া হয়েছে এই সিদ্ধান্ত। ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ডের এক আধিকারিকের মন্তব্য, ''গুয়াহাটিতে সূর্যাস্ত অনেক আগে হয়। তাই খেলার সময় বাড়াতে এবং দিনের আলোতে যতটা সম্ভব ওভার সম্পূর্ণ করতে আমরা টি-ব্রেক লাঞ্চের আগে রাখা মনস্থির করেছি!'' পরিবর্তিত সূচি অনুযায়ী, প্রথম সেশন হবে সকাল ৯টা থেকে ১১টা পর্যন্ত। এরপর ১১টা থেকে ১১টা ২০ মিনিট পর্যন্ত চলবে টি-ব্রেক। দ্বিতীয় সেশন নির্ধারিত হয়েছে ১১টা ২০ থেকে ১টা ২০ পর্যন্ত। তারপর হবে ৪০ মিনিটের লাঞ্চ বিরতি-১টা ২০ থেকে ২টা পর্যন্ত। দিনের শেষ সেশন শুরু হবে বিকেল ২টায় এবং শেষ হবে ৪টায়। এই পরিবর্তন শুধু দক্ষিণ আফ্রিকা সিরিজেই নয়, বর্ষাপাড়ায় আয়োজিত রঞ্জি ট্রফির ম্যাচগুলিতেও একই নিয়মে খেলা হবে। এখনও পর্যন্ত টেস্ট ম্যাচের প্রচলিত সময়সূচি ছিল সকাল ৯টা ৩০ থেকে খেলা শুরু, প্রথম সেশন শেষে ১১টা ৩০ থেকে ১২টা ১০ পর্যন্ত লাঞ্চ, দ্বিতীয় সেশন শেষে ২টা ১০ থেকে ২টা ৩০ পর্যন্ত টি-ব্রেক, তারপর ৪টা ৩০ পর্যন্ত চূড়ান্ত সেশন। প্রয়োজনে ম্যাচ রেফারিরা ৩০ মিনিট পর্যন্ত খেলার সময় বাড়াতেন যাতে প্রতিদিনের ৯০ ওভার সম্পূর্ণ হয়। তবে গুয়াহাটির মতো শহরে দিন ছোট হওয়ায় সন্ধ্যার আগেই আলো কমে আসে। যা মাথায় রেখেই এই সময়সূচি বদলের সিদ্ধান্ত নিয়েছে বিসিসিআই ও ক্রিকেট সাউথ আফ্রিকা। গুয়াহাটির বর্ষাপাড়া স্টেডিয়াম দেশের অন্যতম আধুনিক ভেন্যু হলেও এবারই প্রথম টেস্ট আয়োজন করতে চলেছে। সেই প্রথম ম্যাচেই ইতিহাসে নাম লিখবে এই ময়দান-টেস্ট ক্রিকেটের প্রচলিত 'লাঞ্চ-টি' রীতিকে উল্টে দিয়ে 'টি-লাঞ্চ' প্যাটার্নে নামবে ভারত ও দক্ষিণ আফ্রিকা।

'গম্ভীরের কি অর্শদীপকে নিয়ে কোনও সমস্যা আছে?'

ম্যাচ ভেস্তে গেলেও ফের কাঠগড়ায় হেডকোচ

নিজস্ব প্রতিবেদন

খেলোয়াড় বদলে যাচ্ছে। কিন্তু তিনি, টিম ইন্ডিয়ার হেডকোচ গৌতম গম্ভীর ধ্রুবক। কখনও করুণ নায়ার। কখনও হর্ষিত রানা। কখনও-বা বিরাট-রোহিত। কেউ তাঁর বিরাগভাজন, আদায়-কাঁচকলায় সম্পর্ক। আবার কেউ পরম প্রিয়, প্রথম একাদশে জায়গা পাকা! এই তালিকার নবতম সংযোজন অর্শদীপ সিং। তিনি কি আদৌ কোচ গম্ভীরের ভাল বোলার?' কিংবা, 'টি-২০ ক্রিকেটে ভারতের সর্বোচ্চ উইকেট-শিকারি। তবু অর্শদীপকে বাইরে বসিয়ে রাখছেন গম্ভীর!' গৌতি কোচ হয়ে আসার পর কীভাবে, কতদিন ধরে অর্শদীপকে বঞ্চনা করা হয়েছে, তারও হিসেব তুলে ধরেন অনেকে! ক্যানবেরায় বুধবার অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে প্রথম টি-২০ ম্যাচে ফের একবার বঞ্চিত অর্শদীপ। তাঁর বদলে হর্ষিত রানাকে সুযোগ দেন গম্ভীর। সিদ্ধান্তে আগুন ধরে যায় আর নিছক 'রোটেশন পলিসি'নয়, গম্ভীরের ব্যক্তিগত সিদ্ধান্তই হয়তো বড় ভূমিকা রাখছে। কিছু সমর্থক কোচের পক্ষে যুক্তি দিয়েছেন-ভারতের ঘন ঘন সিরিজে বিশ্রাম দরকার, তাই এ সিদ্ধান্ত স্বাভাবিক। তবু সংখ্যাগরিষ্ঠের চোখে গম্ভীরের টিম-সিলেকশন ন্যায্য নয়! চলতি বিতর্কের মধ্যেই ক্যানবেরার ম্যাচ শেষ পর্যন্ত বৃষ্টিতে ভেস্তে যায়। সূর্যকুমার যাদব ২৪ বলে অপরাজিত ৩৯ ও শুভমান গিল ২০ বলে ৩৭

রানে ছন্দে ফিরেছিলেন। কিন্তু ৯.৪ ওভার পর্যন্ত খেলার পরই ঝিরঝিরে বৃষ্টি শুরু, পরে আর খেলা শুরু হয়নি। তবে ম্যাচের ফল নয়, আলোচনার কেন্দ্রবিন্দু গম্ভীরের সিদ্ধান্ত। পরের ম্যাচে অর্শদীপ কি শেষমেশ ফিরবেন ভারতীয় একাদশে? সেটাই এখন টিম ইন্ডিয়ার অন্দরে সবচেয়ে বড় প্রশ্ন। আস্থা আদায় করে নিতে পারবেন? ভাল খেলেও কেন ডাগ-আউটেই দিন কাটাতে হবে? প্রশ্ন উঠল সমাজমাধ্যমে। তুললেন যাঁরা, তাঁদের কেউ লিখলেন, 'অর্শদীপকে সমস্ত ম্যাচের প্রথম একাদশে রাখা উচিত। ও আমাদের বিশ্বজয়ী করেছে!' কারও প্রশ্ন উথলে উঠল এভাবে, 'হর্ষিত রানা কি অর্শদীপের চাইতে নেটদুনিয়ায়। অর্শদীপ ভারতের টি-২০ ইতিহাসে সর্বোচ্চ উইকেট-শিকারি। ধারাবাহিক পারফরম্যান্স সত্ত্বেও তাঁকে ক্রমাগত বাদ রাখা নিয়ে উঠছে তীব্র প্রশ্ন। সম্প্রতি অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধেই শেষ একদিনের ম্যাচে তাঁকে বেঞ্চে বসানো হয়েছিল। এবারও একই ঘটনা। ফলে সমর্থকদের মতে, এ

কেইনের আরও দুই গোলে অপ্রতিরোধ্য বায়ার্নের রেকর্ড

মিউনিখ, ৩০ অক্টোবরঃ জার্মান কাপের দ্বিতীয় রাউন্ডের ম্যাচটিতে বুধবার কোলনকে ৪-১ হারায় বায়ার্ন মিউনিখ। এই নিয়ে চলতি মরীসুমে সব প্রতিযোগিতা মিলিয়ে ১৪ ম্যাচের সবকটি জিতল জার্মান ক্লাবটি। ফুটবল ইতিহাসে কোনো ক্লাবের জন্য মরসুমের সেরা শুরুগুলোর একটি এটি। শীর্ষ লিগগুলোর মধ্যে দারুণ এক কীর্তি হয়েই গেছে বায়ার্নের এই জয়ে। ইউরোপের শীর্ষ পাঁচ লিগে এই প্রথম টানা ১৪ জয়ে মরসুম শুরু করল কোনো দল। ১৯৯২-৯৩ মরসুমে টানা ১৩ জয়ে আগের রেকর্ড ছিল এসি মিলানের, যে দলে খেলতেন ফ্র্যাঙ্কো বারেজি, পাওলো মালদিনি, ফ্রাঙ্ক রাইকার্ড, মার্কো ফন বাস্তেন, রুড খুলিতের মতো কিংবদন্তিরা। ঘরের মাঠে কোলন এগিয়ে যায় ম্যাচের ৩১তম মিনিটে। পাঁচ মিনিট পরই বায়ার্নকে সমতায় ফেরান লুইস দিয়াস। যদিও রিপ্লেতে দেখা গেছে, পরিস্কার অফসাইড ছিলেন তিনি। তবে জার্মান কাপের ম্যাচে এই পর্যায়ে ভিএআর নেই। পরের দিকের গুরুত্বপূর্ণ ম্যাচগুলোতে থাকবে ভিডিও রেফারির সহায়তা। তিন মিনিট পর কেইনের দুর্দান্ত এক গোলে এগিয়ে যায় বায়ার্ন। ৫৩তম মিনিটে গোলকিপারকে একা পেয়েও ওপর দিয়ে মেরে দেন দিয়াস। ১১ মিনিট পর কর্নার থেকে হেডে গোল করে ব্যবধান বাড়ান কেইন। চলতি মেরসুমে ১৪ ম্যাচেই ইংলিশ ফরোয়ার্ডের গোল হয়ে গেল ২২টি! ৭২তম মিনিটে বায়ার্নের চতুর্থ গোলটি করেন মাইকেল ওলিসে। রেকর্ড গড়েই ক্ষান্ত নয় বায়ার্ন। ম্যাচের পর ডিফেন্ডার ইয়োনাথান টা বললেন, ''আমরা সবসময় ক্ষুধার্ত ও সবসময় জিততে চাই। কখনোই সন্তুষ্ট নই। আজকে জিতে আমরা খুশি। তবে আগামী কাল থেকে মনোযোগ দেব পরের ম্যাচে।'' জয়ের এই ধারা ধরে রাখার পথে সামনেই অবশ্য দুটি কঠিন বাধা বায়ার্নের। শনিবার বুন্ডেসলিগার ম্যাচে তাদের প্রতিপক্ষ বায়ার লেভারকুজেন, চ্যাম্পিয়ন্স লিগে মঙ্গলবার তারা লড়বে পিএসজির মাঠে।

ডেম্পো ম্যাচের হতাশা ভুলে ফের লাল-হলুদ বধের সুযোগ অলড্রেডদের

সংবা সংস্থা, ফতোদরা, ৩০ অক্টোবরঃ সাফল্যের মধ্য দিয়ে এই নতুন মরসুম শুরু করেছে মোহনবাগান সুপার জায়ান্ট। ডুরান্ড কাপে নক আউটে ছিটকে যেতে হলেও পরবর্তী টুর্নামেন্ট থেকেই ঘুরে দাঁড়াতেই বদ্ধপরিকর ছিল কলকাতা ময়দানের এই প্রধান। সেক্ষেত্রে ঐতিহাসিক আইএফএ শিল্ডকে পাখির চোখ করেছিলেন বাগান কোচ। যেখানে একেবারেই নিরাশ হতে হয়নি হোসে মোলিনাকে। সেবার গ্রুপ পর্বের দুইটি ম্যাচে অনায়াসেই তাঁরা পরাজিত করেছিল গোকুলাম কেরালা এফসি এবং ইউনাইটেড স্পোর্টস ক্লাবকে। তারপর লড়াই করতে হয়েছিল পড়শী ক্লাব ইস্টবেঙ্গলের সঙ্গে। সম্পূর্ণ সময়ের শেষে অমীমাংসিত ফলাফল থাকলেও টাইব্রেকার বদলে দিয়েছিল সমস্ত কিছু। বিশাল কায়েথের দক্ষতায় শিল্ড জিতেছিল মোহনবাগান। এবার সেই ধারাবাহিকতা বজায় রাখাই অন্যতম লক্ষ্য দলের সকল ফুটবলারদের। এবার সুপার কাপ জিততে মরিয়া সবুজ-মেরুন। গত কয়েকদিন আগেই টুর্নামেন্টের প্রথম ম্যাচে খেলতে নেমেছিল ময়দানের এই প্রধান। যেখানে তাঁরা দুইটি গোলের ব্যবধানে পরাজিত করেছিল চেন্নাইয়িন এফসিকে। তারপর দ্বিতীয় ম্যাচে দুর্বল ডেম্পো স্পোর্টস ক্লাবের

বিপক্ষে জয় পাওয়ার লক্ষ্য থাকলেও সেটা সম্ভব হয়নি। গোলশূন্য ফলাফলে শেষ হয়েছে সেই ম্যাচ। যারফলে টুর্নামেন্টের সেমিফাইনাল নিশ্চিত করতে হলে ৩১ শে অক্টোবর গ্রুপ পর্বের শেষ ম্যাচে দুর্বল ইস্টবেঙ্গলকে পরাজিত করতে হবে জেসন কামিন্সদের। এখন সেই মতোই নিজেদের প্রস্তুত করছেন দলের ফুটবলাররা। এই প্রসঙ্গে সংবাদ মাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে দলের তারকা ডিফেন্ডার টম অলড্রেড বলেন, ''কখনও কখনও এমন দলগুলির ও মুখোমুখি হতে হয় যারা ব্যাপক নজর কাড়ে এবং তাঁদের সত্যিই আটকানো কঠিন হয়ে যায়। আমি এটি অনেকবার দেখেছি, এমনকি ইংল্যান্ডে, এফএ কাপেও, যেখানে নিম্ন-লিগের দলগুলি সর্বস্ব দিয়ে রক্ষণভাগ সামাল দেয়। আমরা সেই রাতে গোল পাইনি, কিন্তু সেটা অতীত। এখন আমরা জানি আমাদের কী করতে হবে।'' পাশাপাশি আরও বলেন, ''আমরা সব সময় ডার্বি জিততে চাই। সেই কথা মাথায় নিয়েই আমরা মাঠে নামি। সকলেই নিজেদের সেরাটা দেওয়ার চেষ্টা করবে।''

নেটে মাথায় বল লেগে মৃত্যু তরুণ ক্রিকেটারের, শোকস্তব্ধ অস্ট্রেলিয়া

সংবাদ সংস্থা, মেলবোর্ন, ৩০ অক্টোবরঃ নেটে অনুশীলনের সময় বলের আঘাতে প্রাণ হারালেন এক তরুণ অস্ট্রেলীয় ক্রিকেটার, বেন অস্টিন। ১৭ বছর বয়সী প্রতিশ্রুতিমান খেলোয়াড়ের এমন মৃত্যুর ঘটনায় স্তব্ধ ক্রিকেট মহল। মঙ্গলবার মেলবোর্নে টি-২০ ম্যাচের আগে অনুশীলনে নামেন অস্টিন। স্থানীয় রিপোর্ট অনুযায়ী, স্বয়ংক্রিয় বোলিং মেশিন থেকে বিভিন্ন গতিতে বল ছাড়া হচ্ছিল। মাথায় হেলমেট থাকলেও ঘাড় ও গলার সংযোগস্থলে একটি ডেলিভারির আঘাত লাগে। মুহূর্তের মধ্যেই মাটিতে লুটিয়ে পড়েন অস্টিন। গুরুতর অবস্থায় তাঁকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। বুধবার মৃত্যু হয় তাঁর। ফার্নট্রি গালি ক্রিকেট ক্লাবের তরফে এক বিবৃতিতে জানানো হয়েছে, 'বেনের মৃত্যুতে আমরা সম্পূর্ণ ভেঙে পড়েছি। ওর

অনুপস্থিতি আমাদের ক্রিকেট সম্প্রদায়ের প্রতিটি মানুষের মনে গভীর শূন্যতা তৈরি করবে!' ক্লাবের ভাষায়, 'বেন শুধু প্রতিভাবান ক্রিকেটারই নয়, ছিল দারুণ নেতা ও অসাধারণ মানুষ।' ভবিষ্যতের অন্যতম সম্ভাবনাময় ক্রিকেটার অস্টিন ব্যাট-বল-দুইয়েই দক্ষ ছিলেন। বয়সভিত্তিক ক্রিকেটে ধারাবাহিক পারফরম্যান্সে নজর কাড়ছিলেন নির্বাচকদের। ক্রিকেটে এমন মৃত্যু বিরল হলেও অস্ট্রেলিয়া আগেও এহেন মর্মান্তিক ঘটনার সাক্ষী! ২০১৪ সালে ঘরোয়া শেফিল্ড শিল্ডে ম্যাচ চলাকালীন বলের আঘাতে প্রাণ হারান ফিলিপ হিউজ। সেই ঘটনার পর থেকেই খেলোয়াড়দের নিরাপত্তা ও হেলমেট সুরক্ষা নিয়ে কড়া নিয়ম চালু হয়। বেন অস্টিনের মৃত্যু সেই পুরনো দুঃস্বপ্ন আরও একবার মনে করিয়ে দিল ক্রিকেট-বিশ্বকে। তদন্তে প্রাথমিকভাবে একে দুর্ঘটনা বলেই মনে করা হচ্ছে। স্থানীয় ক্রিকেট বোর্ড ও ক্লাব অস্টিনের পরিবার ও সতীর্থদের পাশে থাকার আশ্বাস দিয়েছে।

৯১ বছর পর লিভারপুলের এমন পরাজয়, কোচ বললেন 'অগ্রহণযোগ্য'

ম্যাচ শেষে আর্নে স্লটের দিকে তাক করা হলো টিভি ক্যামেরা। লিভারপুল কোচের চেহারায় হতাশার ছাপ স্পষ্ট। তার পেছনেই ডাগআউটে তখন পাশাপাশি বসে মোহামেদ সালাহ, আলেকজান্ডার ইসাক ও ফ্লোহিয়ান ভিয়েস। এই তিনজনের সম্মিলিত ক্যারিয়ার গোল পাঁচশর বেশি। কিন্তু এই রাতে তাদের কিছু করার ছিল না। বাইরে থেকে তারা দেখলেন, তাদের দল কোনো গোল করতে না পেরে তিন গোল হজম করে বিদায় নিল লিগ কাপ থেকে।

সংবাদ সংস্থা, লিভারপুল, ৩০ অক্টোবরঃ দুঃসময় যখন আসে, আটঘাট বেঁধেই আসে। লিভারপুল তা টের পাচ্ছে প্রবলভাবেই। ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগ ও চ্যাম্পিয়নস লিগে হারের চক্রে থাকা দল এবার ছিটকে পড়েছে ইংলিশ লিগ কাপের চতুর্থ রাউন্ড থেকেই। টুর্নামেন্টের রেকর্ড ১০ বারের চ্যাম্পিয়নদেরকে বুধবার তাদেরই মাঠে ৩-০ গোলে বিধ্বস্ত করেছে ক্রিস্টাল প্যালেস। ঘরোয়া কাপের ম্যাচে ঘরের মাঠে তিন গোল খেয়ে কোনো গোল না করার এমন অভিজ্ঞতা গত ৯১ বছরে হয়নি লিভারপুলের। সবশেষ সেই ১৯৩৪ সালের ফেব্রুয়ারিতে এফএ কাপে বোল্টন ওয়ান্ডারার্সের কাছে ৩-০ গোলে হেরেছিল তারা। দলবদলে এবার রেকর্ড অর্থ ব্যয় করা দলটি সব প্রতিযোগিতা মিলিয়ে সবশেষ সাত ম্যাচের ছয়টিতেই হেরে গেল। গত শনিবার প্রিমিয়ার লিগে ব্রেন্টফোর্ডের কাছে হেরে যাওয়া ম্যাচের একাদশে ১০টি পরিবর্তন এনে ক্রিস্টাল প্যালেসের বিপক্ষে দল সাজান কোচ স্লট। লিগ কাপের তৃতীয়-চতুর্থ রাউন্ডের ম্যাচগুলিতে সাধারণত দ্বিতীয়-তৃতীয় সারির দলই খেলিয়ে থাকে শীর্ষ ক্লাবগুলি। বেশির ভাগ সময় বিকল্প ফুটবলারদের নিয়েই জিতে যায় তারা। তবে লিভারপুলের সময়টা যে কত বাজে যাচ্ছে, সেটির আরেকটি নজির এই ম্যাচ। অবিশ্বাস্যভাবে, ক্রিস্টাল প্যালেসের

কাছে এই নিয়ে চলতি মরসুমে তিনবার হেরে গেল স্লটের দল। হতাশ স্লট ম্যাচের পর দল নির্বাচনের ব্যাখ্যা দিলেন। তবে পরাজয়ের ধারার পেছনে কোনো কারণ তিনি তুলে ধরলেন না। ফুটবলে যে কোনো ম্যাচই হেরে যাওয়া বড় ধাক্কা, বিশেষ করে সেটি যদি টুর্নামেন্ট থেকে ছিটকে দেয়। তবে গত মরসুমে লিগ কাপের এই রাউন্ডগুলোর ম্যাচে যেমন দল বেছে নিতাম, আজকেও তেমনই নিয়েছি। সাত ম্যাচের মধ্যে ছয় পরাজয় অবশ্যই লিভারপুলের সঙ্গে যায় না। সাত ম্যাচে ছয় পরাজয়ের নানা কারণও আছে। তবে এত হারের পেছনে কোনো কারণই আসলে গ্রহণযোগ্য নয়। তাই কোনো যুক্তি আমি দেখাতে পারি বা কারণ তুলে ধরতে পারি, কিন্তু কোনোটিই যথেষ্ট হবে না। কারণ লিভারপুলের মতো দলের জন্য ছয় ম্যাচে পাঁচ হার বা সাত ম্যাচে ছয় হার মানে অনেক বেশিই। লিগ কাপের অন্য ম্যাচগুলিতে এ দিন টটেনহ্যাম হটস্পারকে ২-০ গোলে হারিয়ে কোয়ার্টার-ফাইনালে উঠেছে নিউক্যাসল ইউনাইটেড, ব্রাইটন অ্যান্ড হোভকে একই ব্যবধানে হারিয়েছে আর্সেনাল, পেছনে পড়েও সোয়ানসি সিটিকে ৩-১ গোলে হারিয়েছে ম্যানচেস্টার সিটি ও উলভারহ্যাম্পটন ওয়ান্ডারার্সকে ৪-৩ গোলে হারিয়ে শেষ আটে পৌঁছেছে চেলসি। কোয়ার্টার-ফাইনালে ক্রিস্টাল প্যালেসের প্রতিপক্ষ আর্সেনাল, বর্তমান চ্যাম্পিয়ন নিউক্যাসল খেলবে ফুলহ্যামের বিপক্ষে, ম্যানচেস্টার সিটি লড়বে ব্রেন্টফোর্ডের সঙ্গে আর চেলসির লড়াই তৃতীয় স্তরের দল কার্ডিফ সিটির সঙ্গে। শীর্ষ লিগের বাইরের একমাত্র দল হিসেবে এখনও টিকে আছে কার্ডিফ। এই আট দলের মধ্যে চারটি কখনও শিরোপার স্বাদ পায়নি-কার্ডিফ, ব্রেন্টফোর্ড, ফুলহ্যাম ও ক্রিস্টাল প্যালেস। শেষ আটের ম্যাচগুলি হবে ১৫ ডিসেম্বর।

দুরন্ত প্রকাশন প্রাইভেট লিমিটেডের পক্ষে প্রকাশক ও মুদ্রক অলোক কুমার নস্কর কর্তৃক সত্যযুগ এমপ্লয়িজ কো-অপারেটিভ ইন্ডাস্ট্রিয়াল সোসাইটি লিমিটেড, ১৩, প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলকাতা-৭২ হইতে মুদ্রিত ও ৯৪ ফিয়ার্স লেন, ৫ম তল, কলকাতা-৭০০০১২ হইতে প্রকাশিত, সম্পাদক-অলোক কুমার নস্কর
Printed & Published by Aloke Kumar Naskar on behalf of Duranta Prakashan Pvt. Ltd. and printed at Satyajug Employees Co Operative Industrial Society Limited, 13, Prafulla Sarkar Street, Kolkata-700072 and Published at 94, Phears Lane, 4th Floor, Kolkata-700012, Dist.-Kolkata, Editor: Aloke Kumar Naskar
Ph. No. 033-2237-0488, 9830217166
E-mail: dailydurantabarta@gmail.com